১০ই নভেম্বর

স্ম র ণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

জুম্ম জাতীয় শোক দিবস-২০২৪
গভীর
শ্রদ্ধাঞ্জলি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

স্মরণ সভা
জুম্ম জাতীয় শোক দিবস

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪

প্রবন্ধ ০৬-১৭

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা – মঙ্গল কুমার চাকমা ০৬

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শন: জুলাই গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সংস্কার ও আদিবাসী জাতিসমূহের অংশীদারিত্ব – পাভেল পার্থ ০৯

পাহাড়ি রক্তে রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন – চিররঞ্জন সরকার ১৬

কবিতা

এম এন লারমা তোমাকে প্রণাম – জড়িতা চাকমা ১৮

বিশেষ প্রতিবেদন ১৯-২৩

খাগড়াছড়ি ও গুইমারায় ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবেদন ১৯

সংবাদ প্রবাহ ২৪-৪৫

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ২৪

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা ৩৪

সেটেলার কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল ৩৮

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৪৪

সংগঠন সংবাদ ৪৬

আন্তর্জাতিক সংবাদ ৭৮

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ৮২

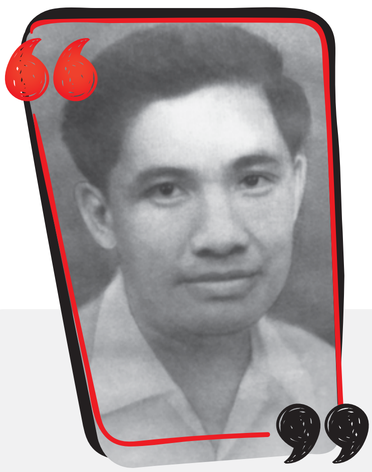

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ই নভেম্বর ২০২৫

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

সম্পাদকীয়

আজ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস। আজ থেকে ৪২ বছর আগে এই দিনে তাঁর আট সহযোগীসহ বিভেদপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে শহীদ হন। সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশের নেতৃত্বাধীন বিভেদপন্থীদের এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় আটজন সহযোদ্ধাসহ তিনি নৃশংসভাবে শাহদাৎ বরণ করেন। আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ এম এন লারমাসহ সকল বীর শহীদদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছে। মহান নেতা এম এন লারমা ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাধারার ধারক-বাহক। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন মহান নেতা এম এন লারমা। তাই এম এন লারমা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি ছিলেন একজন জনদরদী ও পথিকৃৎ সাংসদ। এটাও সত্য যে, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথিকৃৎ, শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনিই ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের প্রথম রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নেতা। তিনিই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য দাবি জানান। এক পর্যায়ে তাঁর নেতৃত্বেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সহজ, সরল, নিরীহ মানুষ অস্তিত্ব রক্ষা ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়।

জুম্মদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এম এন লারমাই অবিসংবাদিত নেতা, আধুনিক ও প্রগতিশীল মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের এক মূর্ত প্রতীক। জুম্মদের জাতীয় জীবনে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল, ভদ্র, দয়ালু, ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল, পরোপকারী, কষ্ট সহিষ্ণু, পরমতসহিষ্ণু, গণতান্ত্রিক ও ক্ষমাশীল। তিনি ছিলেন সবসময় ঐক্যের পক্ষে, তাই তো তিনি পরস্পরে বিচ্ছিন্ন জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দলের মধ্যেও তিনি ঐক্যের পক্ষে ছিলেন। অথচ বিভেদপন্থী, অপরিণামদর্শী, ক্ষমতালিপ্সু চার কুচক্রীরা দুরদর্শী, নির্ভরযোগ্য, অকৃত্রিম মানবপ্রেমের অধিকারী, জুম্ম জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান এই মহান নেতাকেই হত্যা করল। তাদের এই হত্যাকান্ড আজ ধিকৃত, ঘৃণিত। আর এম এন লারমা যুগ যুগ ধরে অবিস্মরণীয়, বরণীয়, অমর হয়ে থাকবেন। মহান নেতা এম এন লারমা, লও লও লাল সালাম।

এম এন লারমার গড়ে তোলা আন্দোলনের ফসল হচ্ছে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী বাসিন্দাদের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সংঘাত ও হানাহানির অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখেছিল পার্বত্যবাসী। ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও আপামর গণমানুষের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার এখনো বাস্তবরূপ লাভ করেনি। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকার চুক্তি অব্যবহিত পরে পৌনে চার বছর এবং ২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর ১৬ বছরের মেয়াদকালে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। একের পর এক প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে কেবল বুলিতে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।

ড. মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারও ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামীলীগ সরকারের মতো চুক্তি বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ করে চলেছে। বৈষম্যবিরোধী চেতনা, গণতন্ত্র ও সমানাধিকার, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিলোপ, ন্যায়বিচার ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ ইতিবাচক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণের অঙ্গীকারের আলোকে অন্তর্বর্তী সরকারের যাত্রা শুরু হলেও বিগত ১৫ মাসেও পার্বত্য অঞ্চলে সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দৃশ্যমান নয়। এই অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের মাথায় ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা-রাঙ্গামাটিতে এবং ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে খাগড়াছড়ি-গুইমারায় নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাই আসুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে চলমান বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হই এবং বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন করি।

প্রবন্ধ

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

।। মঙ্গল কুমার চাকমা ।।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশের নেতৃত্বাধীন বিভেদপন্থীদের এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় আটজন সহযোদ্ধাসহ তিনি নৃশংসভাবে শাহদাৎ বরণ করেন। বিভেদপন্থী চার কুচক্রী নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির আশায় ও কায়েমী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হীন ষড়যন্ত্রে জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মহান চিন্তাবিদ, আপোষহীন সংগ্রামী, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করলেও তাঁর শাশ্বত দর্শন ও বিপ্লবী চেতনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে শহীদ এম এন লারমা জীবন্ত এম এন লারমার চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী, আরো বেশি দুর্বার। বিভেদপন্থীদের এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে সমগ্র জুম্ম জাতিসহ বিশ্বের অধিকারকামী জনগণ যেমন হতবাক হয়েছিল, তেমনি সংগ্রামরত জুম্ম জনতা এসব জাতীয় বেঈমানদের ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করেছিল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

বস্তুত সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশে এম এন লারমার রয়েছে অসামান্য অবদান। গণপরিষদে ও প্রথম জাতীয় সংসদে দেশের ক্ষমতাসীন দলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মহাসমুদ্রে গুটিকয়েক স্বতন্ত্র সদস্যের মধ্যে অন্যতম এন এন লারমা নির্ভীক চিত্তে একাই বঞ্চিত মানুষের পক্ষে লড়াই করে গেছেন। সংসদীয় জীবনে তিনি সাংসদ হিসেবে যে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বাগ্মীতা, দেশপ্রেম, সততা, নির্ভীকতা, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নীতি-আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তা বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। ব্যক্তি হিসেবে প্রান্তিক জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর বংশোদ্ভূত হলেও তিনি কখনো জাতিগত সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ থাকেননি। তিনি জুম্ম জনগণের দাবিদাওয়ার পাশাপাশি সারাদেশের অবহেলিত ও উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের কথা সংসদের ভেতরে ও বাইরে বলিষ্ঠ কন্ঠে তুলে ধরেছিলেন।

এম এন লারমাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম দেশের জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসনের কথা তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর পরই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল থেকে এ বিষয়ে সমর্থনের আশ্বাসও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত তা ছিল কেবল মুখের বুলি ও কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে কোনো দলই এগিয়ে আসেনি। ফলত এম এন লারমা জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক আন্দোলন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দল গঠনে প্রয়াসী হন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন ব্যবস্থা এবং জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। কিন্তু তৎকালীন সরকার উগ্র জাতীয়তাবাদী দাম্ভিকতায় জুম্ম জনগণের সকল ন্যায্য দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এতে করে জুম্ম জনগণের সকল গণতান্ত্রিক প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক পর্যায়ে তিনি অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য নন।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর ছিল অনেক স্বপ্ন ও গভীর ভাবনা। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় তাঁর সেই স্বপ্ন বারে বারে উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে, দেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত-শ্রেণিগত-লিঙ্গগত বৈষম্য, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। তাঁর বুকভরা আশা ছিল, সংবিধানে জাতি-শ্রেণি-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং উপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও দমনপীড়নের চির অবসান হবে।

বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর সেই স্বপ্নের কথা সহজাত ভঙ্গিমায় উচ্চারণ করেছিলেন সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, 'গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। ...আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোনো

ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ--কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে ‘সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই’। আমি আজ কামনা করি, তাই হোক।”

তিনি আরো বলেছিনে, “দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি। ...আমি বলেছিলাম অধিকার হারা মানুষের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, যাঁরা কল-কারখানায় চাকুরি করে, সেই শ্রমিক ভাইদের কথা, যাঁরা দিনরাত রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শক্ত মাটি চাষে সোনার ফসল ফলায়, সেই চাষী ভাইদের কথা। যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহ করে, আমি তাঁদের কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম সেই ভিখারীদের কথা, যাঁরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে ‘আমাকে একটা পয়সা দাও’ বলে।”

> সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর ছিল অনেক স্বপ্ন ও গভীর ভাবনা। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় তাঁর সেই স্বপ্ন বারে বারে উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে, দেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত-শ্রেণিগত-লিঙ্গগত বৈষম্য, শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। তাঁর বুকভরা আশা ছিল, সংবিধানে জাতি-শ্রেণি-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং উপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও দমনপীড়নের চির অবসান হবে।

দেশ আজ সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, কালো টাকা ও পেশীশক্তির দৌরাত্ম ও দলবাজিতে ছেয়ে গেছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী পালাক্রমে দেশে লুটপাটের হোলিখেলায় মেতে উঠেছে। ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর সংবিধান বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এম এন লারমা এরকম পরিণতিরই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, “...একদিকে হিংসাদ্বেষ-বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে উৎপাদন-যন্ত্র ও উৎপাদন-ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এমন একটা ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্ষমতা বলে সরকার একটা লোককে এক পয়সার অধিকারী হতে দেবেন এবং অন্য একটা লোকের জন্য এক কোটি মালিকানার অধিকার রেখে দেবেন।”

১৯৭৪ সালের ৫ জুলাই জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে ভাষন প্রদানকালে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, “...মানুষকে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে হবে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। সেটা যদি দিতে না পারেন, তাহলে বলব আপনারা অত্যাচারী সরকার, গণবিরোধী সরকার। আপনারা যদি সরকার হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে জনসাধারণ আপনাদের ক্ষমা করবে না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে নাই।”

বস্তুত এম এন লারমার এই মূল্যায়ন এক ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হতে আমরা দেখেছি। তাই দেশের এই সংকটকালে যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র বারে বারে মুখ থুপড়ে পড়ছে সেখানে এম এন লারমার আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও দেশের শাসকশ্রেণি এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সেই সত্তর দশকের সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক ও জাত্যাভিমানী নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এ নীতির কারণে দেশের শাসকশ্রেণি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে চরম রাজনৈতিক ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী বাসিন্দাদের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে সংঘাত ও হানাহানির অবসান ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখেছিল পার্বত্যবাসী। আশা করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের গণমানুষের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বিশেষ

শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এতদাঞ্চলের মানুষের শাসনতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব গড়ে উঠবে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের ২৮ বছর পর চুক্তির সেই রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান কতটুকু অর্জিত হয়েছে? ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও আপামর গণমানুষের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার এখনো বাস্তবরূপ লাভ করেনি। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী আওয়ামীলীগ সরকার চুক্তি অব্যবহিত পরে পৌনে চার বছর এবং ২০০৮ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর ১৬ বছরের মেয়াদকালে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেনি। একের পর এক প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে কেবল বুলিতে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারও ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামীলীগ সরকারের মতো চুক্তি বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ করে চলেছে।

গত বছর (২০২৪ সাল) জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও অতঃপর গত ৫ আগস্ট একনাগাড়ে পনের বছরের অধিক শাসনক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকারের পতন এবং ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী চেতনা, গণতন্ত্র ও সমানাধিকার, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিলোপ, ন্যায়বিচার ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা সহ ইতিবাচক সংস্কারের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণের অঙ্গীকারের আলোকে অন্তর্বর্তী সরকারের যাত্রা শুরু হলেও বিগত ১৫ মাসেও সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পরপরই সারাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ও তৎপরতা, সাধারণ জনগণের জান-মালের উপর হামলাকারী উচ্ছৃঙ্খল বিভিন্ন গোষ্ঠীর নৈরাজ্যকর কর্মকান্ড, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, নিপীড়ন, হয়রানি, অপরদিকে এসব সকল প্রকার অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে আরও নাজুক করে তুলেছে। এই অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের মাথায় ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা-রাঙ্গামাটিতে এবং ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে খাগড়াছড়ি-গুইমারায় নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার ও ইতিবাচক পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকারের আমলেও যুগ যুগ ধরে নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার জুম্ম জাতিগোষ্ঠী এবং পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় নীতিতে, সরকার ও প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কার্যক্রমে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একের পর এক সরকার কালক্ষেপণ করে চলেছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে একের পর এক সরকারকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায় চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে গোয়েবলসীয় কায়দায় নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার ও মিথ্যাচারে। সেই সাথে চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব ধ্বংস, জুম্মদের ভূমি জবরদখল, তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উৎখাত, বহিরাগত অনুপ্রবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনজ সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে।

দেশের আদিবাসী জনগণসহ অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে এবং সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ভিটেমাটি থেকে চিরতরে উচ্ছেদকরণ, আদিবাসী জনগণের অস্তিত্ব নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্রের দেশের মানবতাবাদী ও বিবেকবান মানুষ সোচ্চার হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও আদিবাসীদের উপর শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সর্বাত্মক প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই মহান কর্মপ্রয়াসে মহান নেতা এম এন লারমার অসাম্প্রদায়িক চেতনা, বিপ্লবী দর্শন, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নীতি-আদর্শ নিঃসন্দেহে পাথেয় হিসেবে কাজ করবে।

‘পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।’

–মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শন জুলাই গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সংস্কার ও আদিবাসী জাতিসমূহের অংশীদারিত্ব

॥ পাভেল পার্থ ॥

সংবিধানকে বহুজন রাষ্ট্রের জনআকাঙ্ক্ষার সামাজিক চুক্তি হিসেবে বয়ান করেন। তাহলে সংবিধানের দর্শন কী? কোন একক দর্শন ধারার ভেতর দিয়ে কী সংবিধান বাহিত হয়? সংবিধানের দার্শনিক ভিত্তি বা রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বহু তর্ক জারি আছে। সংবিধানের কাঠামো, বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রয়োগ নিয়েই আলাপ বেশি হয়। বরং প্রান্তিক হয়ে থাকে সংবিধানের দার্শনিক পরিসর। ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ময়দানে রাষ্ট্র সংস্কার, রাষ্ট্র মেরামতি, সংবিধান বিতর্ক এবং নয়া রাজনৈতিক বন্দোবস্তীর আওয়াজ ওঠেছে। রাষ্ট্র বিনির্মাণ ও সংবিধান প্রশ্নে জনআকাঙ্ক্ষার দার্শনিকতাকে কীভাবে পাঠ করা হবে সেই আলাপখানিও জরুরি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংবিধান দর্শনকে গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের সংস্কার প্রশ্নে জরুরি বার্তা হিসেবে হাজির করছে চলতি আলাপ। ১৯৭২ সালের গণপরিষদে সংবিধান প্রশ্নে লারমার তর্ক এবং জিজ্ঞাসাগুলো সর্বদা প্রাসঙ্গিক। লারমা মূলত সংবিধানকে রাষ্ট্রের শ্রেণি-বর্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা ও আওয়াজের প্রতিফলন হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। লারমার সংবিধান দর্শন মূলত এক ইনক্লুসিভ ও বহুত্ববাদী দার্শনিকতাকে ধারণ করে। কাঠামোগত বৈষম্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মতো মৌলিক জিজ্ঞাসাকে লারমা রাজনৈতিক বয়ান হিসেবে সংবিধানপ্রশ্নে হাজির করেছেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যে ইনক্লুসিভ বাংলাদেশের আওয়াজ ওঠেছে, তার স্পষ্টত জিজ্ঞাসা লারমা করে গেছেন। আজ আমাদের লারমাকে খুব বেশি পাঠ করা জরুরি। তাঁর সংবিধান দর্শন ও জিজ্ঞাসাকে রাষ্ট্র সংস্কারের বাহাসে গুরুত্ব দিয়ে আনা জরুরি।

আত্মপরিচয় ও 'জাতীয়তা বিতর্ক'

মুক্তিযুদ্ধের পর, স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয় পৃথিবীর এক প্রাচীন পত্রঝরা বনে। মধুপুর শালবনের দোখোলা ফরেস্ট বাংলো থেকে রচয়িতাগণের সাথে আশেপাশের মান্দি ও কোচ আদিবাসীদের আলাপ হয়েছে। ১৯৬২ সালে যখন বনের আদিবাসী সভ্যতাকে অস্বীকার করে এই বনকে সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়, তখন আদিবাসীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রতিবাদলিপিতে তারা লিখেছিলেন, 'আমরা মধুপুর বনের আদিবাসী জনগণ'। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে না হলেও, চাবাগানসহ সমতলে 'আদিবাসী' প্রত্যয়খানি সেইসময়েই বহুল ব্যবহৃত পরিচয়। ১৯৪৩ থেকে দেশের বহু জায়গায় বহু বিদ্যালয়ের নামে আদিবাসী শব্দখানি আছে। যাহোক মধুপুর শালবনের আদিবাসী অঞ্চলে সংবিধান রচিত হলেও, প্রথম থেকেই সংবিধানে আদিবাসী আত্মপরিচয়কে অস্বীকার করে এবং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রবল জাত্যাভিমান। একতরফাভাবে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সাংবিধানিক পরিচয় নির্ধারিত হয় 'বাঙালি'। মানবন্দ্রে নারায়ণ লারমা জাত্যাভিমানী এই প্রবণতাকে প্রশ্ন করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রথম জাতীয়তা বিতর্কের কাঠামোগত জিজ্ঞাসা হাজির করেছেন।

১৯৭২ এবং পরবর্তীতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর সময় ২০১১ সালেও আদিবাসী-আত্মপরিচয়ের তর্ক ওঠেছিল। দুটি সময়েই সংবিধান কমিটির রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন সাংসদ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর 'আদিবাসী আত্মপরিচয়কে' কীভাবে জাতীয়তাবাদী কর্তৃত্ববাদ দিয়ে অস্বীকার করেছেন তার কিছুটা প্রথম দেখা যাক। ১৯৭২ সালের গণপরিষদ বিতর্কে তৎকালীন সাংসদ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বলেছিলেন, ...একটি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যাদাজনক নয়?[১] ৪০ বছর পর একই নেতা জাতীয় সংসদে ২০১১ সালে আদিবাসী জনগণকে সংবিধানে 'উপজাতি' হিসেবে স্বীকৃতির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। ২০১১ সালের ৮ জুন সংশোধনী প্রতিবেদন সংসদে পেশকালে তিনি বলেন, ...মাননীয় স্পীকার, এদেশের নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন উপ-জাতিসহ অন্যান্য জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নাগরিক রয়েছে। তাদের আঞ্চলিক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও বিকশিত করার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে[২]।

---

১ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

২ দেখুন: নবম জাতীয় সংসদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ কমিটির রিপোর্ট। জৈষ্ঠ্য ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, জুন ২০১১ খ্রীস্টাব্দ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পৃ.৫

পরবর্তীতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়, ...রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[৩] সংবিধানে 'আদিবাসী' শব্দটি নাই, একইসাথে 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' বলতেও কোন শব্দ নাই। কিন্তু রাষ্ট্র তার বহু প্রতিষ্ঠান, আইন, নথি এবং প্রকল্পে সর্বদাই 'ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী' এই অসাংবিধানিক শব্দটিই প্রশ্নহীনভাবে ব্যবহার করেছে। 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০' শীর্ষক একটি আইনও তৈরি হয়েছিল বিগত কর্তৃত্ববাদী রেজিমে।

এখন আমরা দেখার চেষ্টা করবো আদিবাসী আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার তর্ক-জিজ্ঞাসাগুলো কি ছিল? স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের একটি নিজস্ব আইন পরিষদ, ১৯০০ সালের পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ন্যায় সংবিধিব্যবস্থা, রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ, পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত ছাড়া কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন না করা এই চারটি দাবি লারমা ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রের কাছে পেশ করেছিলেন। আত্মপরিচয় ও জাতীয়তা বিষয়ে ১৯৭২ সালের গণপরিষদের তৎকালীন বিতর্ক ও আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো (সূত্র উল্লেখসহ বানান এবং বাক্য অবিকল রাখা হয়েছে) আমরা চলতি আলাপে তুলে ধরছি।

শ্রী লারমা: মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, তাই আজকে বঞ্চিত মানুষের মনের কথা আমি আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। এই খসড়া সংবিধানে আমাদের অবহেলিত অঞ্চলের কোন কথা নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দ্দেশ করবে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না। (লারমার পরে) জনাব এনায়েত হোসেন খান বলেন)

জনাব এনায়েত হোসেন খান এডভোকেট (বাখেরগঞ্জ-৯): ...এটা একটা আইন সভা নয়, এটা একটা গণপরিষদ, সুতরাং এখানে কোন এলাকা ভিত্তিক আলোচনা চলতে পারে কিনা। এ সম্বন্ধে আপনার কাছে রুলিং চাই।[৪]

৩ দেখুন: ধারা-২৩ ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি। পঞ্চদশ সংশোধনী, সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

৪ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

মাননীয় স্পীকার, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমাকে বার বার বাধা দেওয়া হচ্ছে। অনেক মাননীয় সদস্য আমাকে বাধা দিচ্ছেন। যার ফলে আমি আমার ....

জনাব ডেপুটি স্পীকার: আপনাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নাই। আপনি মন খুলে বলে যান আপনার বক্তব্য।[৫]

শ্রী লারমা: বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি-সত্তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু সেই সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা... পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এখানে বিভিন্ন জাতি বাস করে। এখানে চাক্‌মা, মগ, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরুং এবং চাক এইরূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে। এই মানুষের কথা আমি বলতে চাই।

জনাব নূরুল হক: মাননীয় সদস্য বলেছেন, সংবিধানে উপজাতিদের অধিকারের কোন কথা নাই। আপনার মাধ্যমে তার দৃষ্টি আর্কষণ করে বলতে চাই, সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সকল প্রকার জাতির, কৃষক শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহের অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের সর্বপ্রকার শোষণ মুক্তি দানের কথা আছে। মাননীয় সদস্য ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন।

শ্রী লারমা: আমরা করুণার পাত্র হিসাবে আসিনি। আমরা এসেছি মানুষ হিসাবে। তাই মানুষ হিসেবে বাঁচবার অধিকার আমাদের আছে।

মিসেস সাজেদা চৌধুরী : বৈধতার প্রশ্ন, জনাব স্পীকার সাহেব, শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলতে চেয়েছেন যে, এই সংবিধানে তাদের উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমি বলব, তারাও আজকে স্বাধীন। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর সঙ্গে তাদেরও একটা জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একটি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার চাইতে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া কি অধিক মর্যাদাজনক নয়?

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি একজন মানুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, যে জন্মভূমিতে আজন্ম লালিত পালিত হয়েছি, সেই জন্মভূমির জন্য আমার যে কথা বলার রয়েছে, সে কথা যদি প্রকাশ করতে না পারি, যদি এই সংবিধানে তার কোন ব্যবস্থাই দেখতে না পাই, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে, বঞ্চিত মানুষের জন্য সংবিধানে কিছুই রাখা হয়নি। বঞ্চিত মানুষের সংবিধান এটা কিছুতেই হবে না এবং মানুষ এটাকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে[৬]।

৫ প্রাগুক্ত

৬ প্রাগুক্ত

জনাব আবদুর রাজ্জাক ভুঁইয়া : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি প্রস্তাব করছি যে,

সংবিধান বিলের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সন্নিবেশ করা হোক:

> ‘৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকদের বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।’

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাংলাদেশের নাগরিকগণকে বাঙ্গালী বলে পরিচিত করবার জন্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবে আমার একটু আপত্তি আছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকত্বের যে সংজ্ঞা, তাতে করে ভালভাবে বিবেচনা করে তা যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীদের সঙ্গে লেখা পড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দপুরুষ কেউ বলে নাই, আমি বাঙ্গালী। আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙ্গালী বলে পরিচিত করতে চায়।

জনাব স্পীকার: আপনি কি বাঙ্গালী হতে চান না?

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙ্গালী জাতি বলে কখনো বলা হয় নাই। আমরা কোনদিনই নিজেদেরকে বাঙ্গালী বলে মনে করি না। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙ্গালী বলে নয়[৭]।

.... (সংশোধনী পাশ হয়ে যায়) ....

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার, আমাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে এই ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধিত আকারে গৃহীত হলো। আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ স্বরূপ আমি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য গণপরিষদের বৈঠক বর্জন করছি।

............(অতপর মাননীয় সদস্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে যান) ....

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (শিল্পমন্ত্রী): ... আমি পরিষদের তরফ থেকে দাঁড়িয়েছি। কারণ, আমাদের একজন মাননীয় সদস্য বাবু শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেছেন। এর চেয়ে মর্মান্তিক, এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এই পরিষদে আর ঘটে নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ৫ লক্ষ উপজাতি রয়েছে, তারা বাঙ্গালী। তারা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর অঙ্গ বলে আমরা মনে করি। কালকে আমাদের আইন-মন্ত্রী বলেছেন যে, তাঁদের প্রতি দীর্ঘ দিন যাবৎ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের সংসদীয় আইনের আওতা এবং বাইরের সভ্য জগতের আইনের আওতার বাইরে রেখে বিচ্ছিন্ন মনোভাবের সুযোগ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা দিয়েছিল। আমরা তা চাই না, আমরা চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিকরা সারা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের সমমর্যদাসম্পন্ন হবে। তা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫ লক্ষ অধিবাসী বাঙ্গালী জাতির গর্ব হিসাবে থাকবে। আমি আশা করি, এই ঐক্য, এই জাতীয়তাবাদ বিনষ্ট করার জন্য কেউ প্রচেষ্টা চালাবেন না। যদি চালান, তাহলে সারা জাতির অন্তরে ব্যথা দেওয়া হবে। পরিচয় এক সতত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অভিধা। পরিচয় নির্মাণ-বিনিমার্ণের রাজনীতি, অধিপতি রাষ্ট্রের উপস্থাপনের ক্ষমতা ও বাহাদুরি সর্বদা নিম্নবর্গের আত্মপরিচয়কে অপর ও আড়াল করে। একটা সময় পাঠ্যবইতে রাষ্ট্র লিখেছিল, সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত, পিঁপড়া ও মদ। দেশব্যাপী বহু আদিবাসী স্থাননাম জোর করে বদলে দেয়া হয়েছে। অধিপতি বয়ানে আদিবাসী জাতিগত নামগুলোও বদলে যায়। ১৯৭২ সনের গণপরিষদসভায় তৎকালিন স্পীকার দেখা গেছে কোন বাঙালি সাংসদের নাম ভুলভাবে বা বিকৃত করে উচ্চারণ করেননি, একমাত্র মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাড়া। এটি হয়তো মাননীয় স্পীকারের কোন ‘উদ্দেশ্য প্রণোদিত দোষ বা রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়’, কিন্তু এই ব্যবহার ও চর্চা স্পষ্ট করে তুলে রাষ্ট্রের জাতি-ক্ষমতার শ্রেণিচরিত্র ও বৈষম্যমূলক মনস্তত্ত্ব। এটি বঞ্চনার শর্ত আরোপ করে এবং নিপীড়নের নির্ধারণকে চূড়ান্ত ও বৈধ করে। আর এই বৈষম্য উপনিবেশিকতাকেও মূর্ত করে, কারণ কিভাবে কাউকে ডাকা হয় এবং কী নামে ডাকা হচ্ছে তা উপনিবেশিক ঐতিহাসিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা সচরাচর দেখি রাষ্ট্রে কোন বাঙালি মুসলিম পুরুষের নামকে ভুলভাবে উচ্চারণ কিংবা নথিভূক্তকরণের কী বিপদ! সচরাচর এক্ষেত্রে সকলেই সাবধান থাকে বা থাকতে হয় বা এই সাবধানতার নামই ‘জাত্যাভিমান’। আসুন আমরা ১৯৭২

৭ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী পাঠ), খন্ড ২ সংখ্যা ১৩। মঙ্গলবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২

সনের ২৫ অক্টোবরের একটি গণপরিষদ বিতর্ক[৮] থেকে সেটি দেখে নিই:

জনাব ডেপুটি স্পীকার: .... এখন মানবেন্দ্র নাথ লারমা বলবেন।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আপনি আমাকে যে নাম ধরে বার বার ডাকছেন, আমার নাম তা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নাথ লারমা নয়। আমার নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মপরিচয় বয়ান পরবর্তীতে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ডিসকোর্স হয়ে ওঠে। যা জাতিরাষ্ট্রের জাত্যাভিমানকে প্রশ্ন করবার কায়দা ও প্রমাণ জারি রাখে। দেখা গেছে, গত ৪০ বছরে 'আদিবাসী আত্মপরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি' দেশের আদিবাসী অধিকার সংগ্রামের প্রধান দাবি হয়ে ওঠেছে। যা কোনভাবেই 'বাঙালি-বাংলাদেশী' বাইনারি দিয়ে পাঠ করা যায় না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জিজ্ঞাসা থেকে চলমান আদিবাসী আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়ে চলতি লেখাটির প্রথম পর্বখানি সংবিধান সংশোধন/পুর্নলিখনের ক্ষেত্রে দুটি প্রস্তাব রাখছে। সংবিধানের ভূমিকা অংশে উল্লেখ করা যায়, '...বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, ভাষা এবং প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ'। একইসাথে সংবিধানের ২৩ক ধারা সংশোধন করে লেখা যেতে পারে, '...রাষ্ট্র আদিবাসী জনগণের আত্মপরিচয়, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতিগত এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতি, মাতৃভাষা, উৎপাদনব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রথাগত সামাজিক আইনের অধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন'। কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা, জেন্ডার, পরিবেশ, কাঠামোগত বৈষম্য, উন্নয়ন, প্রান্তিকতা প্রশ্নে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জিজ্ঞাসা গুলো আমরা এখন আলাপের দ্বিতীয় এবং শেষপর্বে হাজির করবো। এসব জিজ্ঞাসা আমাদের রাষ্ট্রের সংস্কার ও বিনির্মাণ তৎপরতাকে সক্রিয় করতে আওয়াজ তুলতে পারে।

বিনাশী উন্নয়ন কর্তৃত্বকে প্রশ্ন

সাম্প্রতিক ফেনী-বন্যার সময় ভারত-বিরোধী কিছু প্রবণতা দেখা গেল, যেখানে অভিন্ন নদীতে বাঁধ বিরোধীতার অল্পবিস্তর কিছু প্রশ্নও ছিল। ফারাক্কা ব্যারাজ থেকে টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কিংবা তিস্তার পানিবন্টন নিয়েই মূলত আমরা *ট্রান্সবাউন্ডারি জাস্টিস* বিষয়ে পাবলিক তৎপরতা দেখি। কিন্তু কোন প্রবাহমান নদীর উজান কী ভাটিতে বাঁধ-ব্যারেজ বা যেকোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণে কোন পরিসর ও বর্গের অবস্থানই স্পষ্ট নয়। তারপরও ধরে নিচ্ছি বৃহৎবাঁধের বিরুদ্ধে আমাদেও অবস্থান। একই সাথে সুন্দরবনে রামপাল কয়লা বিদ্যুৎপ্রকল্প বা ফুলবাড়ি উন্মুক্ত কয়লাখনির বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি। প্রশ্নহীনভাবে বিনাশী উন্নয়ন বাহাদুরি আমাদের বাস্তুতন্ত্র ও প্রাণসত্তার ওপর কর্তৃত্ব তৈরি করে। বৃহৎবাঁধসহ কর্পোরেট খনন কী বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ বিশেষ করে দুনিয়াজুড়ে আদিবাসীসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উদ্বাস্তু করে। কাপ্তাইড্যাম কর্তৃত্বের বিরোধিতার মাধ্যমে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই প্রথম বিনাশী উন্নয়নকে প্রশ্ন করেন। বাংলাদেশে লাখো মানুষ আর অগণিত বুনোপ্রাণ উচ্ছেদ হয়েছিল কাপ্তাই ড্যামের কারণে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৬১ সাল থেকেই বাঁধ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬২ সনে সংগঠিত করেন পাহাড়ি ছাত্র সমাজকে। ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তাকে আটক করে সরকার। ১৯৬৫ সালে শর্তসাপেক্ষে কারাগার থেকে মুক্তি পান। কাপ্তাই-ড্যাম পাহাড় জুড়ে যে উন্নয়ন-ট্রমা বহাল রেখেছে সেই সুরাহা আজো হয়নি। সেই উন্নয়ন-কর্তৃত্বের ন্যায়বিচার না হওয়ায়, রাষ্ট্রের উন্নয়ন চিন্তা সেই হেজিমনি দ্বারাই জায়েজ হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

শ্রী লারমা: যে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নতি সাধিত হচ্ছে সেই কাপ্তাই বাঁধ এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখনো শেষ হয়নি। কাপ্তাই বাঁধ ঐ এলাকার মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে দিয়েছে। কাপ্তাই বাঁধ আমাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এ বাঁধের এলাকার উচ্ছেদকৃত লোকের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নাই। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থাই সরকার করেনি।[৯]

কৃষি, জুম ও ভূমিপ্রশ্ন

লারমা বলেছিলেন, ... রাষ্ট্রীয় জীবনের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে শিক্ষা, কৃষি, দেশরক্ষা এবং তারপর হচ্ছে শিল্প।কৃষি এবং জুমের সাথে উৎপাদন ও মালিকানার সম্পর্কের রাষ্ট্রীয় আইনগত মনোযোগ স্পষ্ট করার আহ্বান জানান লারমা। দেশের প্রথম বাজেট আলোচনায় লারমা কৃষকের জায়গা থেকে প্রশ্ন করেন। কৃষিজমির সমবায় মালিকানা ও বন্টন এবং কৃষিজমির সংস্কার, রাজস্ব, খাজনা এবং কৃষিজমির আইন ও নীতি বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন লারমা। রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ব ও ভূমি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। লারমা তার জীবনকালে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগণের জুমচাষের বিকাশ ও বিস্তার বিষয়ে সর্বদা তৎপর ছিলেন।

৮ প্রাগুক্ত। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয়: বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ১৭। শনিবার, ২৩শে জুন, ১৯৭৩ ইং

১৯৬৬ সালে দীঘিনালায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের সময়েও তিনি স্থানীয় জুমিয়াদের এ বিষয়ে সময় দিয়েছেন। দীঘিনালার ভৈরফা গ্রামে কয়েক বছর গবেষণার সুবাদে প্রবীণদের কাছ থেকে জানতে পারি খুকিবিনি, হাইরেনাচন বিনি, মনভোগবিনি, কালা খবরক, সাদা খবরক, লাল গ্যাল্লং, সাদা গ্যাল্লং, চিকন গ্যাল্লং, গুড়ি গ্যাল্লং, রাঙাপানি, চানমনি, হাল্যোজিরে, লুদিসেল, সিনেল, গজ্জ্যা, গঞ্জালি, বাচ্চুপুদি, কামারাং, ছুরির মতো দেশজ জুমধান জাত সুরক্ষায় লারমা জুমিয়াদের সচেতন করতেন।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদের ধানী জমির মালিকানা সমবায়ের ভিত্তিতে দেওয়া উচিত। তার ফলে কৃষক জমির মালিক হবে এবং অধিক ফসল ফলাতে যত্নবান হবে এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত হবে। তাহলে দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে[১০]।

বাংলাদেশের কৃষি ও জুমের আপন সীমানা দখল করেছে কর্তৃত্ববাদী বৈশ্বিক 'সবুজবিপ্লব এজেন্ডা'। কৃষকের ঘর বীজশূণ্য করতে গবেষণা ও বায়োপ্রসপেক্টিংয়ের নাম হরদম দেশীয় জাতগুলো ছিনতাই করা হয়েছে। একই সাথে রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকের গবেষণা ও অবদানকে স্বীকৃতি দেয়নি। খাগড়াছড়ির ফকুমার ত্রিপুরা, রাজশাহীর নূও মোহাম্মদ কিংবা ঝিনাইদহের হরিপদ কপালীকে কেন প্রজননবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারলা না রাষ্ট্র? এটি কেবল রেজিমের সমস্যা নয়, বরং প্রবলভাবে টিকে থাকা কাঠামোগত বৈষম্য ও উপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিলের উপর তোলার লারমার জিজ্ঞাসাগুলো রাষ্ট্রের কাঠামোগত ও মনস্তাতিত্ত্বক সংস্কারের বিষয়। রাষ্ট্রীয় কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানে দেশের কৃষক ও গ্রামীণ নিম্নবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিয়ে লারমা প্রশ্ন তুলেন। লারমার সতর্কবার্তা রাষ্ট্র পাত্তা দেয়নি, দেখা যায় প্রশ্নহীনভাবে বায়োপাইরেসি ঘটেছে, গবেষণার নামে দেশ-বিদেশের গবেষকেরা দেশি জাত ও জীনবৈচিত্র্য দখল করেছে। আমরা দেখার চেষ্টা করবো এসব প্রসঙ্গে লারমা কোন ধরনের জিজ্ঞাসা হাজির করেছিলেন।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য যে বোর্ড করা হয়েছে এখানে যাদের সদস্য করা হয়েছে তারা এদেশের সন্তান হলেও সত্যিকারভাবে মাটির সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। যে কৃষক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চাষাবাদ করে, নিজের জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়, আজকের এই রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট... যেটার দ্বারা বাংলাদেশের খাদ্য-শস্যের ঘাটতি পূরণ করা হবে, সেখানে তাদের স্থান নাই। যারা সত্যিকারে চাষাবাদ করে, লাঙ্গল ধরে, যাঁরা প্রকৃত মানুষ... এই জাতীয় সংসদে তাঁদের মত এমন প্রতিনিধি আছে কিনা জানি না। আমি একজন কৃষকের ছেলে। কৃষকের ছেলে হয়ে কৃষকের কথাই বলতে চাই। তাই আমি দেখছি যাঁরা কৃষকের অভিজ্ঞতার কথা বলবে তাঁদেরকে এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর যাঁরা 'এয়ার-কন্ডিশন' ঘরে আরাম কেদারায় বসে রিসার্চ করবে এখানে কেবল তাঁদেরই নেওয়া হয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, আমার দ্বিতীয় সংশোধনী হচ্ছে A representative nominated by the International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines... এটাকে বাদ দেওয়া হোক। আমি বুঝতে পারি না যে, আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বাইরের একটি দেশের লোক কেমন করে এই বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বোর্ডের সদস্য হতে পারেন। আমাদের দেশের মাটিতে আমরা গবেষণা করব, আমরাই পরীক্ষা করব এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে সাহায্য নিব, বুদ্ধি পরামর্শ নিব। সেই জন্য আমি এটাকে সম্পূর্ণরূপে 'ডিলিট' করতে বলছি[১১]।

নিম্নবর্গ ও প্রান্তিকতা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বারবার দেশের প্রান্তজনের আয়নায় রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করেছেন, প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। হরিজন, বেদে, ভিখারি, ভবঘুরে, কারখানার মজুর, রিকশাচালক, মেথর, যৌনকর্মী সবার অধিকারের কথা জোরালোভাবে উত্থাপন করেছেন। ১৯৭৪ সনের গণপরিষদে জাতীয় বাজেট বক্তৃতার বিবরণী পাঠ করা যাক। সেসময় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই দেশের প্রথম জনপ্রতিনিধি যিনি বেদেসহ সকল বঞ্চিত মানুষের কথা সংসদে উত্থাপন করেছিলেন এবং তাদের উন্নয়নে বিশেষ বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেদিনের প্রস্তাব জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়নি, তখনকার কোন সাংসদই তাকে সমর্থন করেননি, তিরস্কার করেছিলেন। দীর্ঘসময় পরে বেদে, হিজড়া, দলিতদের জন্য বিশেষ বাজেট ও সুরক্ষাবেষ্টনী প্রকল্প বরাদ্দ দিতে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে। লারমা জাতীয় সংসদে 'ভবঘুরেদের' বিষয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশে ভবঘুরেদের পরিসংখ্যান জানতে চান এবং ভবঘুরেদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কীনা সেটিও জানতে চান।[১২]

১০ প্রাগুক্ত

১১ দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয় : BANGLADESH RICE RESEARCH INSTITUTE BILL, 1973, খন্ড ২ সংখ্যা ২১। বৃহস্পতিবার, ২৮শে জুন, ১৯৭৩ ইং

১২ দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতক, বিষয়-ভবঘুরে, খন্ড ২, সংখ্যা-৩০, ১৩ জুলাই ১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ২৮ জুন। জাতীয় বাজেট আলোচনায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বেদে জনগোষ্ঠীর অধিকারের কথা তুলেন। সেসময় তিনি বলেছিলেন, ...মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সাহেব, যারা যুগ যুগ ধরে, আবহমান কাল ধরে সমাজে অবহেলিত, সেই বেদের দল, যাদের ঘর-বাড়ী নেই, নৌকার উপর যারা জীবনযাপন করে, এদের প্রতি সরকারের কোন নজর নেই। বেদের মত যাঁরা মেথর, তাদেরও আজকে কোন অস্তিত্ব নাই। তারা মানুষের মত স্বাধীনভাবে বসবাস করার কি কোনদিন স্বীকৃতি পাবে না? আজকে যারা সমাজে অবহেলিত, তাদের স্থান সমাজে কি আর কোনদিন ফিরে আসবে না[১৩]?

পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব ও মেহনতি মজদুর

বৈশ্বিক পুঁজিবাদ, অর্থনৈতিক ধারা এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শ্রেণি চরিত্র সম্পর্কে লারমার ভাষ্য জানান দেয় তিনি মেহনতি মজদুরের জন্য সাম্য ও ন্যায্য সমাজ চেয়েছিলেন। মজদুর জনগণের ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহসী উচ্চারণ করেছেন বারবার।

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি বলতে চাই যে, মানুষের কথা এই সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে। যদি মানুষের কথা এই সংবিধানে না থাকে, তাহলে এই সংবিধান দিয়ে কি হবে[১৪]?

শ্রী লারমা : মাননীয় স্পীকার, আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে, প্রশ্ন করতে হচ্ছে যে, এটা কাদের সংবিধান? যদি জনগণের সংবিধান না হয়, তাহলে আমরা দেশকে কেমন করে গড়ে তুলব, দেশের মানুষকে কেমন করে ভবিষ্যতে সুখী জীবনের নির্ভরতা দান করব[১৫]?

শ্রী লারমা: জনাব স্পীকার সাহেব, সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিগুলি পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। আমরা এমন সংবিধান চাই, যে সংবিধান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশদের জন্য একটা পবিত্র দলিল হয়ে থাকবে। সেরকম সংবিধানই আমরা চাই। আজকে মানুষের মনে যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, আমরা যদি সেই সন্দেহের অবসান না করি, নিরসন না করি, তাহলে আর কে করবে? আমাদের পর যারা আসবেন, তাদেরও সেই একই করুণ অবস্থা হবে– যেমন হয়েছে পূর্ববর্তীদের। সেই করুণ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটুক, আমরা তা চাই না।[১৬]

শ্রী লারমা: জনাব স্পীকার সাহেব, আমাদের মনের আকাংখা ও অভিব্যক্তি প্রকাশের শেষ পর্যায়ে এসেছি। আজকের এই শেষ দিনে আমাদের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি নর-নারীর যে মনের কথা, যে মনের অভিব্যক্তি, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কথা এই মহান গণপরিষদে এক পবিত্র দলিলে আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি ... যে দলিলে থাকে মানুষের চলার পথের ইঙ্গিত, মানুষের এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত, মানব সভ্যতা গড়ে তোলার ইঙ্গিত। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সংবিধানের আলোচনায় আমি যেসব প্রশ্ন তুলেছিলাম, সেইসব প্রশ্ন এখানে গৃহীত না হলেও আমি বলেছিলাম অধিকার হারা মানুষের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, যাঁরা কল-কারখানায় চাকুরী করে, সেই শ্রমিক ভাইদের কথা, যাঁরা দিন রাত রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শক্ত মাটি চাষে সোনার ফসল ফলায়, সেই চাষী ভাইদের কথা। যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে, আমি তাঁদের কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম সেই ভিখারীদের কথা, আজ এই সংবিধান যাদের রক্তে এল, তাঁদের কথা যেন ভুলে না যায়[১৭]।

নারীমুক্তি

সংবিধানে 'নারীর জন্য স্পষ্ট কোন অধিকারের জায়গা নাই' এমন একটি বাহাস তুলেছিলেন লারমা। তিনি উত্থাপন করেছিলেন, ... তারপর আমি বলব, সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা সংবিধানে নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ, তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।[১৮]

পরিবেশপ্রশ্ন ও প্রকৃতিপ্রেম

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তার সাংগঠনিক অনেক কাজে কর্মী ও প্রতিনিধিদের নানাভাবে পরিবেশ প্রশ্নে দায়বদ্ধ হতে তিনি বাধ্য করেছেন, তাদের ভেতর পরিবেশ সুরক্ষার চর্চা গড়ে তুলেছেন। একটা পাহাড়, বনভূমি বা প্রাকৃতি বাস্তুতন্ত্র থেকে কতখানি প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে আহরণ করা জরুরি এই পরিবেশগত নীতিশিক্ষা তিনি চালু করেছিলেন নিজের সংগঠনে। ১৯৬৯-১৯৭১ এর সময় রাঙ্গামাটির কন্ট্রাক্টর পাড়ার শেষ মাথায় একটা বাঁশের বেড়া, শণের ছানি অতি সাধারন মাটির ঘর ছিল। এই ঘরেই তিনি সপরিবারে বাস

---

১৩ দেখুন: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক। বিষয়: The Finance Bill, 1974 খন্ড ২ সংখ্যা ১৮শুক্রবার , ২৮শে জুন , ১৯৭৪

১৪ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

১৫ প্রাগুক্ত

১৬ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

১৭ বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিল (গৃহীত)। খন্ড ২ সংখ্যা ১৬। শনিবার, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২ ইং

১৮ দেখুন: বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিলের উপর সাধারণ আলোচনা। খন্ড ২ সংখ্যা ৯। বুধবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭২

করতেন। ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে হাসি মুখে তিনি সকলকে আতিথেয়তা দিতেন। তার ঘরে কোন কাঠের সোফা বা কাঠের চেয়ার ছিল না। অতিথিদেরকে বাজ-দাবা (বাঁশের হুক্কা) আর পান সুপারি দিয়ে আপ্যায়ন করা হত।[১৯]

লারমার বয়ান ও জেন-জির গ্রাফিতি

আমরা আজকের আলাপের শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জরুরি জিজ্ঞাসা গুলোর ভেতর দিয়ে এটি স্পষ্ট যে, পিনন বা হাদি বস্ত্র বুনতে গেলে প্রথমত আমাদের ইনক্লুসিভ আলাম দরকার। আলাম হলো চাকমা বস্ত্রবয়নের ক্ষেত্রে জনআকাংখার মৌলিক ব্যাকরণ ও সাংস্কৃতিক চুক্তি। লারমার সংবিধান দর্শন মোতাবেক কোন ইনক্লুসিভ আলাম আমাদের পাড় ও জমিনের বুনন ও নকশা বিস্তারে রূপরেখা দেখাবে। লারমা বারবার স্পষ্ট করেছেন এই আলামে সমাজের সর্বস্তরের জনআকাংখার প্রতিফলন থাকতে হবে। সংবিধান হবে সকলের দলিল। গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিস্তারের ভেতর দিয়ে সামাজিক বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদ চেয়েছেন লারমা। বহুদিন বাদে জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশব্যাপি জেন-জি বা নতুন প্রজন্ম বহুপ্রশ্ন ও আকাংখার গ্রাফিতি এঁকেছে। 'হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও আদিবাসী, আমরা সবাই বাংলাদেশ'। জুলাই অভ্যুত্থান এই ইনক্লুশনের জরুরত দারুণভাবে সামনে এনেছে। নতুন প্রজন্মের গ্রাফিতি পাঠ করতে হবে। নতুন প্রজন্মের গ্রাফিতিতে আমরা লারমার বয়ানের চিত্রভাষ্য দেখতে পাই। আর এখানেই লারমা এখনো আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক, কারণ লারমার জিজ্ঞাসা গুলো জরুরি ছিল। সেইসব অমীমাংসিত জিজ্ঞাসাই জেন-জির আওয়াজে জুলাই অভ্যুত্থানে গ্রাফিতি হয়ে ওঠেছে। সংবিধান ও রাষ্ট্র সংস্কার কিংবা রূপান্তরে লারমা ও নতুন প্রজন্মের গ্রাফিতিকে পাঠ করা জরুরি। আমরা আশা করবো রাষ্ট্র সংস্কার ও তৎপরতার ভেতর লারমা ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান উত্থাপিত ইনক্লুসনের প্রাথমিক বিষয়গুলো অন্ততপক্ষে রাষ্ট্র এড়িয়ে যাবে না।

> 'কৃষির উন্নয়নের দিকে যেমন আমাদের নজর দিতে হবে, তেমনি আমাদের শিল্প ও কল-কারখানার দিকেও নজর দিতে হবে। শিল্প ক্ষেত্রে আমরা যেন পিছনে পড়ে না থাকি এবং শিল্পোন্নতিতে আমরা যেন অন্য রাষ্ট্রের বা উন্নতিশীল দেশের সম মর্যাদায় পৌঁছতে পারি, সেদিকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের যেসব কল-কারখানা এখনও অকেজো বা অক্ষম হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে কর্মক্ষম করতে হবে এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে উন্নতমানে নিয়ে যেতে হবে। আমরা যেন সব বিষয়ে স্বনির্ভরশীল হতে পারি।'
>
> *– এম এন লারমা*
>
> *বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনার উপর মতামত,*
>
> ২৩ *জুন* ১৯৭৩, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক, খণ্ড* ২ *সংখ্যা* ১৭

১৯ দেখুন: চাকমা, বিজয় কেতন। স্মরণীয় বরণীয় মহান নেতার আদর্শ। এই প্রবন্ধটি নেয়া হয়েছে ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ স্মরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে। রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ। ২০০২, পৃ.১৬

পাহাড়ি রক্তে রাজনীতির মুখোশ উন্মোচন

॥ চিররঞ্জন সরকার ॥

আমরা কি তাহলে মেনে নেব- পাহাড়ের মানুষের জীবন, সম্মান, অধিকার সবই অর্থহীন? রাষ্ট্র কেবল আন্তর্জাতিক মঞ্চে শান্তির বুলি কপচাবে আর দেশের ভেতরে পাহাড়ে রক্ত ঝরবে?

মারমা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি আন্দোলনকারী ও পাহাড়ে বসতি গড়া বাঙালিদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে। খাগড়াছড়ির গুইমারায় ১৪৪ ধারার মধ্যেই সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে একটি বাজারে আগুন দেওয়া হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কিশোরীকে দলগত ধর্ষণ, ওই ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামা মানুষের ওপর সশস্ত্র হামলা, গুলি চালিয়ে হত্যা- সব মিলিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম যেন এক ভয়াল জনপদে পরিণত হয়েছে। অথচ রাষ্ট্র নির্বিকার, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তি নির্বাক আর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো চোখ বুজে নীরব দর্শক।

স্বাধীনতার অর্ধ-শতক পেরোনো এই বাংলাদেশে পাহাড়ের মানুষ এখনো কি নাগরিক বলে গণ্য হয়? নাকি তারা কেবল রাষ্ট্রের বুকে অবহেলিত এক ভূখণ্ডের অবাঞ্ছিত বাসিন্দা?

আজ জাতীয় রাজনীতিতে অন্য খেলা চলছে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি হবে না, নির্বাচনি সংস্কার কতটুকু হবে, জুলাই ঘোষণাপত্র কোনো দল কতটুকু মানবে– এসব নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর মাথাব্যথার শেষ নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে গিয়ে বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, শান্তি আর মানবাধিকারের বুলি আওড়াচ্ছেন, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে আবারও রক্ত ঝরা শুরু হয়ে গেছে।

প্রশ্ন জাগে, পার্বত্য জেলায় কতজন মানুষ নিহত হয়েছে? কেন তাদের ওপর গুলি চালানো হলো? সংবাদমাধ্যম বলছে তিন জন। যতজনই খুন হোক, এই হত্যার নির্দেশ কে দিল? কেন আদিবাসীদের আন্দোলনকে দমন করতে রাষ্ট্র মারণাস্ত্র ব্যবহার করল, লেলিয়ে দিল সেটেলারদের?

এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ দিচ্ছে না। রাষ্ট্র নির্বাক, সরকার যেন থেকেও নেই। পতাকাবাহী গাড়িতে চলাফেরা আর মাঝে মাঝে বিবৃতি ছাড়া তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। অবশেষে ৩০ সেপ্টেম্বর মুখ খুলেই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এক মারমা ছাত্রীকে দলবেঁধে ধর্ষণের ঘটনার জের ধরে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে 'ভারতের ইন্ধন' দেখতে পাওয়ার কথা বলে দিয়েছেন। ভারত এমন কিছু করতেই পারে না– এমন ধোয়া তুলসী পাতা ভাববার কোনো কারণ নেই। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ভারতের সঙ্গে খাগড়াছড়িকাণ্ডে 'ফ্যাসিস্টদের ইন্ধনের' কথাও বলেছেন। এ যেন 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' বলে দিয়ে নিজেদের দায় মুক্ত করার সেই পুরোনো রীতি।

আমাদের ভুলে যাওয়ার কারণ ঘটেনি যে বিগত সরকার দেড় দশক ধরে যাবতীয়, ঘটন-অঘটনে 'বিএনপি-জামাতের ইন্ধন' দেখতে পেত এবং আমাদের তা দেখাতে চাইত। নিজের দায়-দায়িত্ব এড়াবার জন্য ইন্ধনদাতা খুঁজে বের করা কোনো ভালো ফল নিয়ে আসে না।

শুধু সরকার নয়, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোও মুখে তালা মেরে রেখেছে। যেসব দল নির্বাচন, গণতন্ত্র আর জনগণের অধিকার নিয়ে অহর্নিশি চিৎকার করে বেড়ায়, পাহাড়ে রক্ত ঝরলে তারা একেবারেই চুপ। কারণ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভোট নিয়ে, সমর্থন নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। পাহাড়ে বসতি স্থাপনকারী বাঙালি সেটেলারদের অধিকার নিয়ে দলগুলো যতটা উদ্বিগ্ন, পাহাড়িদের ব্যাপারে ততটাই নীরব! এই নীরবতা আসলে তাদের আসল চরিত্র উন্মোচন করে– মানুষ নয়, ক্ষমতাই তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। তাদের বক্তব্যে মানবতার আবেগ থাকলেও আচরণ ও কাজে কেবল ক্ষমতার গ্রাফ উঁচু করার চেষ্টা।

এদিকে রাষ্ট্রের মূলধারার মানুষদের চোখেও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবন একপ্রকার অদৃশ্য। তাদের ধর্ষণ, হত্যা, গুম-নির্যাতন যেন স্বাভাবিক, যেন প্রত্যাশিত। মিডিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত বর্বরতা নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই, নেই আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মানবেতর পরিস্থিতির বিবরণ। অথচ সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে। এই অধিকার কি পাহাড়ি মানুষের জন্য নয়? নাকি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি কেবল সমতলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য? যদি এমন হয়, তবে আমাদের সংবিধান, আমাদের আইন, আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনা-সবই শব্দের জাল আর মিথ্যার পোশাকে ঢাকা এক রঙিন নাটক মাত্র।

ধর্ষণ আজ বাংলাদেশে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু পাহাড়ি নারীদের ক্ষেত্রে এর পেছনে আছে বাড়তি নিপীড়নের রাজনীতি। তারা নারী হওয়ার কারণে যেমন শিকার, আদিবাসী হওয়ায় তারা আরও বেশি বিপন্ন। তাদের ওপর ধর্ষণ চালিয়ে কেবল শারীরিক নিপীড়ন নয়, গোটা সম্প্রদায়ের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়।

এটি কেবল ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, এটি একটি রাজনৈতিক অস্ত্র, দমননীতি। যখন একজন পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসে, তখন তা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্তরে ঝটকা দেয়- তাই তার বিরুদ্ধে মুঠোফোন হুমকি, চাপপ্রয়োগ, নীরবীকরণ কিংবা সরাসরি বলপ্রয়োগ চালানো হয়। আর যখন ধর্ষণের প্রতিবাদে মানুষ রাস্তায় নামে, তখন তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়– যেন বোঝানো হয়, 'চুপ করে থাকো, না হলে মরে যাও।' বার্তাটি স্পষ্ট-অধিকার চাইলে জীবন উৎসর্গ করতে হবে!

রাষ্ট্র যখন পাহাড়ি জনতাকে হত্যার পরও কোনো জবাব দেয় না, অপরাধীদের বিচার করে না, তখন নাগরিকরা কে বাঙালি না পাহাড়ি কে আদিবাসী এই তর্কে লিপ্ত হয়। তারা ভুলে যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বহুকাল ধরে একটি বিশেষ অঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনামলেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা আইনি মর্যাদা দিয়ে বিশেষভাবে সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছিল, যেখানে বাইরের লোকজন জমি কিনতে বা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে পারত না।

হাজার বছরের ইতিহাস, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আর মৌখিক ঐতিহ্য প্রমাণ করে পাহাড়ে বসবাসকারী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, খিয়াং, খুমি, লুসাইসহ ডজনখানেক জনগোষ্ঠীই এখানে প্রাচীনকাল থেকে বসতি স্থাপন করে এসেছে। তারা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, জমির মালিকানা পদ্ধতি, এমনকি রাজনৈতিক কাঠামো-সবকিছু মিলিয়ে আলাদা পরিচয়ের অধিকারী।

কিন্তু দেশভাগের সময় ভৌগোলিকভাবে পূর্ববাংলার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য একটি কৌশলগত অবস্থান হিসেবে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে কোনো আলোচনা ছাড়াই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালের পরও পাহাড়ে বাঙালির সংখ্যা ছিল নগণ্য– আনুমানিক মোট জনসংখ্যার মাত্র চার-পাঁচ শতাংশ।

কিন্তু আশির দশক থেকে রাষ্ট্রীয় নীতি বদলাতে শুরু করে। তখন সামরিক সরকার 'বাঙালি পুনর্বাসন প্রকল্প' হাতে নেয়, যার মাধ্যমে সমতলের ভূমিহীন বাঙালিদের দলে দলে পাহাড়ে পাঠানো হয়। এই বাঙালি বসতি স্থাপনকারীরা (Settlers) সরকারি সহযোগিতায় পাহাড়ি জমি দখল করতে থাকে। একদিকে ছিল সমতলের দরিদ্র মানুষের জমির চাহিদা, অন্যদিকে পাহাড়ে বিদ্রোহ দমন করার কৌশল। পাহাড়ে যদি ব্যাপকভাবে বাঙালি জনসংখ্যা তৈরি করা যায়, তবে সেখানে আলাদা কোনো আন্দোলন টেকসই হবে না– এমনটাই ছিল শাসকদের ধারণা।

সেই থেকে পাহাড়ের আদিবাসীরা নিজেদের পরিচয় ও জমির নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগে। অন্যদিকে পাহাড়ে বসতি স্থাপনকারী বাঙালিরাও দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা আর প্রশাসনিক খেলায় বলির পাঁঠা হয়ে আছে। চলছে বিচারহীনতার শাসন।

বিচারহীনতার এই নৈরাজ্য যদি চলতে থাকে তাহলে গোটা সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে, মানুষ হারাবে ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থা, হারাবে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস। যখন আইন নীতিনির্ধারক হয় না, তখন অপরাধীর ক্ষমা সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। না, এটা কোনো সমাধান নয়, এটা আত্মসমর্পণ। আর আত্মসমর্পণ পরাজয়ের শুরুর নাম।

আমরা কি তাহলে মেনে নেব- পাহাড়ের মানুষের জীবন, সম্মান, অধিকার সবই অর্থহীন? আমরা কি মেনে নেব-রাষ্ট্র কেবল নির্বাচনের হিসাব করবে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে শান্তির বুলি কপচাবে, অথচ দেশের ভেতরে পাহাড়ে রক্ত ঝরবে?

না, এটা মেনে নেওয়া যায় না। এই নীরবতা ও দমননীতি আমাদের জাতির নৈতিক ভিত্তি ক্ষয় করে, আমাদের আইনি সংস্কৃতিকে পুড়িয়ে ছাই করে। একে প্রতিরোধ করতে না পারলে আমরা শুধু অপরাধকে বাড়াতে সাহায্য করব না, বরং একটি নতুন ধরনের ঘৃণার সমাজের জন্ম দেব-যেখানে পদক্ষেপহীনতা, ভয়ের রাজনীতি এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপসই নৈতিক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে।

আজকের দিনে পাহাড়ি কিশোরীর ধর্ষণ ও পাহাড়ি জনতার ওপর গুলি চালানো-এ দুটি ঘটনা আমাদের রাষ্ট্র ও রাজনীতির আসল চেহারা দেখিয়ে দিয়েছে। এখানে মানুষ নয়, ক্ষমতাই আসল। এখানে ন্যায় নয়, দমনই নিয়ম। এখানে শান্তি নয়, রক্তই ভাষা। আর এই ভাষা যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁতে দাঁতে না ফেটে পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশের সম্মান, আইনের শোভা, মানবতাবোধ ক্ষতিগ্রস্তই থাকবে।

রাষ্ট্র যদি সত্যিই দায়িত্বশীল হতো, তবে এ ঘটনায় দ্রুততম সময়ে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হতো, বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু হতো, ভুক্তভোগী পরিবারকে নিরাপত্তা ও সহায়তা দেওয়া হতো, আর আন্দোলনকারীদের ওপর হামলাকারীদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হতো। সেখানে পুনর্বাসন, চিকিৎসা, আর্থিক সহায়তা, আইনি সহায়তা- এই সবই নিশ্চিত করা হতো।

কিন্তু আমরা জানি, বাস্তবে এমন কিছু হবে না। হবে কেবল কাগজে-কলমে তদন্ত কমিটি, ফাঁপা বিবৃতি, হয়তো কয়েকজনকে লোকদেখানো কায়দায় গ্রেপ্তার করা হবে, তারপর ধীরে ধীরে সব চাপা পড়ে যাবে। এটাই বাংলাদেশের পরিচিত রীতি, রক্তে লেপ্টে থাকা ইতিহাসের পুরনো ছাপ।

কবিতা

এম এন লারমা তোমাকে প্রণাম

॥ জড়িতা চাকমা ॥

আজি এ হৈমন্তী প্রভাতে, লও বিনম্র শ্রদ্ধা,
প্রভাত ফেরী, স'বে নগ্নপদে এসেছি মোরা ।
দিতে সাজানো পুষ্পাঞ্জলী, তোমারি বেদীতে,
স্মরণে তোমায়, চলে যাওয়া এ'শোকের দিনে।

জুম্ম জাতিরে দিয়েছো চেতনা, চিনিতে নিজেকে,
হয়েছো অমর, দিয়ে বিপ্লবী বাণী ছাত্র-যুব'কে।
জুম্ম সমাজে, সমঅধিকার তত্ত্ব তুমি দিয়েছিলে,
জুম্ম নারীর স্বাধিকারের কথা, সর্বাগ্রে বলেছিলে।

তোমার প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা, বেঁচে থাকার মন্ত্র,
তুমি প্রগতির চিন্তাবিদ, তুমি চিরভাস্বর, তুমি ধ্রুব নক্ষত্র।
তুমি মহান, তুমি নির্ভীক, তুমি দুঃসাহসী যাত্রী,
লড়েছো মহা বীরত্বে, লভিতে জাতির স্বীকৃতি।

সংগ্রামে জাগড়িত করেছো, জুম্ম জাতিরে,
১০ই নভেম্বর এদিনে, প্রণামী তোমায় শ্রদ্ধাভরে।
তোমার ধ্বজা উড়াবে জাতি, পার্বত্য চট্টলায়,
জুম্ম জাতি বহিবে এধ্বজা; ঠেলে যত অন্তরায়।

জুম্ম জাতির ভেঙেছে ঘুম, তোমার আহ্বানে,
পেয়েছে অজেয় শক্তি, তোমার অমূল্য বাণীতে।
দিয়েছো সাহস, জ্ঞান চক্ষু তরুণ প্রজন্মকে,
জ্বেলেছো মাটির প্রদীপ শিখা, আঁধার তাড়াতে।

বিশেষ প্রতিবেদন

খাগড়াছড়ি ও গুইমারায় ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবেদন

চলমান ২০২৫ সনের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর মাসে সেটেলার বাঙালি, বহিরাগত বাঙালি শ্রমিক ও ব্যক্তি কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, উত্যক্তকরণ ইত্যাদি ২১টি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে এই পর্যন্ত ২৯ জন জুম্ম নারী ও শিশু মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী সহিংসতার ঘটনা নতুন কিছু নয়। দশকের পর দশক ধরে চলা এইসব সহিংসতার ঘটনার শিকার নারী ও শিশুর সংখ্যা অগণিত হলেও পাহাড়ের মানুষ এই সব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার আজও পেয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই যাবত কালে সংঘটিত নারী সহিংসতার ঘটনা বিশেষত ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণের মতন বর্বর পৈশাচিক ঘটনাবলীর বিচার তো দূরে থাক সঠিক তদন্ত পর্যন্ত করা হয়নি।

এরই ধারাবাহিকতায় খাগড়াছড়ি সদরের সিঙ্গিনালা এলাকায় এক জুম্ম কিশোরীকে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক গণধর্ষণের ঘটনায় গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ 'জুম্ম ছাত্র-জনতা'র সাথে সেটেলার বাঙালিদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ফলে অন্তত ৩ তিন জুম্ম গুরুতর আহত এবং ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা রামসু বাজার ও এর আশেপাশের জুম্ম বসতিতে সেনাবাহিনী, বাঙালি সেটেলার ও বহিরাগত দুষ্কৃতিকারীদের কর্তৃক সম্মিলিভাবে উপর্যুপরি হামলায় ৩ জন জুম্ম নিহত এবং অন্তত ২০ জনের অধিক আহত হয়েছে। এছাড়া রামসু বাজারে জুম্মদের ৫৪টি দোকান, ২৬টি ঘরবাড়ি ও ১৬টি মোটরসাইকেল অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়। এতে জুম্মদের প্রায় ২৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়।

ঘটনার সূত্রপাত:

খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পৌরসভা এলাকায় তিন জন সেটেলার বাঙালি যুবক কর্তৃক হাই স্কুলে পড়ুয়া এক মারমা শিক্ষার্থী (১২) গণধর্ষণের শিকার হয়। ঘটনাটি গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাত ৯টা হতে রাত ১১টার মধ্যে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পৌরসভার সিঙ্গিনালা ১নং ওয়ার্ডের শাসন রক্ষিত বৌদ্ধ বিহারের পূর্ব পাশে সংঘটিত হয়। ভুক্তভোগী ঐ মেয়েটি খাগড়াছড়ি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী, তার বাড়ি সিঙ্গিনালা ১নং ওয়ার্ড এলাকায়।

এই ঘটনার জেরে ভুক্তভোগীর পিতা মংসাজাইং মারমা (৪৮) নিজে বাদী হয়ে এবিষয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানায় মামলা

দায়ের করেন। এই মামলা করার সময় মামলায় মংসাজাইং মারমা 'ধর্ষণকারীরা সেটেলার বাঙালি যুবক' বলে উল্লেখ করতে চাইলেও কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তার পরামর্শে তাকে 'অজ্ঞাতনামা ৩ জন' বলে উল্লেখ করতে হয়।

উল্লেখিত মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ভুক্তভোগী ছাত্রী প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে একই এলাকার শিক্ষক উশাচিং মারমার বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে যায় এবং রাত ৯টার দিকে বাড়িতে ফিরে আসে। সেদিনও (২৩ সেপ্টেম্বর) সে শিক্ষক উশাচিং মারমার কাছে প্রাইভেট পড়তে যায়। কিন্তু রাত ৯:৩০ টার পরও ছাত্রীটি বাড়িতে ফিরে না আসায় উদ্বিগ্ন ছাত্রীর পিতা শিক্ষক উশাচিং মারমার বাড়িতে খোঁজ করতে যায়। ছাত্রীর পিতা মংসাজাইং মারমা জানতে পারেন যে, তার মেয়ে যথারীতি রাত ৯টার সময়ই বাড়ির উদ্দেশে চলে গেছে। এতক্ষণে বাড়িতে পৌঁছার কথা থাকলেও সে বাড়িতে ফেরেনি।

তখন উদ্বিগ্ন মংসাজাইং মারমা আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় তার মেয়েকে খুঁজতে শুরু করেন। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে রাত আনুমানিক ১১টার দিকে পৌরসভার সিঙ্গিনালা ১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত শাসন রক্ষিত বৌদ্ধ বিহারের পূর্বপার্শ্বে মাটি ভরাতকৃত জায়গার উপর অজ্ঞান অবস্থায় মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। এরপর পানি এনে অচেতন মেয়েটির মাথায় ও মুখে পানি ছিটিয়ে দিলে মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসে।

এরপর মেয়ে ও তার পিতার বয়ান থেকে জানা যায়, রাত ৯টার দিকে বাড়ি ফেরার পথে সবিতা চাকমার দোকানের কাছাকাছি পৌঁছলে পেছন থেকে ৩ সেটেলার বাঙালি যুবক মুখ চেপে ধরে মেয়েটিকে জোরপূর্বক শাসন রক্ষিত বৌদ্ধ বিহারের পূর্ব পার্শ্বে মাটি ভরাতকৃত জায়গায় নিয়ে যায়। এরপর মেয়ের নাকে-মুখে চেতনানাশক ঔষধ ছিটিয়ে দিয়ে অজ্ঞান করে সেটেলার বাঙালিরা পালাক্রমে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে।

গণধর্ষণের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ

উক্ত ধর্ষণের প্রতিবাদে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জুম্ম শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বান্দরবান, চট্টগ্রাম মহানগর ও ঢাকায় প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করা হয়।

সেনাবাহিনী কর্তৃক এক প্রতিবাদী জুম্ম যুবককে জোর পূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাত আনুমানিক ৮:৩০ ঘটিকার সময়ে উক্যনু মারমা নামে ধর্ষণ ঘটনার প্রতিবাদকারী এক জুম্ম যুবককে খাগড়াছড়ি সদরস্থ মধুপুর বাজারের একটি মুন্ডির দোকান থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল বন্ধুবান্ধবের সামনে থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। খাগড়াছড়ি সদরস্থ ২০৩ পদাতিক ব্রিগেড থেকে দুটি গাড়িতে এসে সেনাবাহিনী কর্তৃক উক্যনু মারমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সূত্র মোতাবেক, মধুপুর বাজারের পাশে একটি দোকানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে উক্যনু মারমা মুন্ডি খাচ্ছিলেন। পরে হঠাৎ সেনাবাহিনীর দুটি গাড়ি এসে উক্যনু মারমাকে কোনো কারণ ছাড়া জোরপূর্বক টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায়। এই সময় তার পরনে থাকা শার্ট, প্যান্ট ছিঁড়ে যায়।

জানা যায়, উক্যনু মারমাকে সেনাবাহিনীর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাপক মারধর করা হয়। পরে তাকে সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল খাদেমুল ইসলাম ও দুই জন উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এই সময় উক্ত ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে উক্যনু মারমাকে ছেড়ে না দিলে আল্টিমেটাম দিয়ে জোরালো কর্মসূচি ঘোষণা করা হলে এবং ব্যাপক জনরোষে সেনাবাহিনী তাকে রাত আনুমানিক ১০ ঘটিকার সময়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। উক্যনু মারমা বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের (বিএমএসসি) খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, খাগড়াছড়ি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রীকে তিন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক গণধর্ষণের জেরে তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। উক্যনু মারমা উক্ত ঘটনায় খাগড়াছড়িতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বলে জানা যায়। অনেকের ধারণা, উক্যনু মারমা ধর্ষণের প্রতিবাদ করায় সেনাবাহিনী তাকে তুলে নিয়ে যায়।

খাগড়াছড়িতে অবরোধের ডাক

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উক্ত গণধর্ষণের প্রতিবাদ ও পাহাড়ে সকল নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি সদরস্থ 'জুম্ম ছাত্র-জনতা'র ব্যানারে এক সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সমাবেশে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয় এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ভোর ৫ টা হতে ৬ টা পর্যন্ত সমগ্র খাগড়াছড়ি জেলায় সড়ক অবরোধ ঘোষণা করা হয়।

খাগড়াছড়ি অবরোধে ১৪৪ ধারা জারি, সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর আক্রমণ

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খাগড়াছড়ি জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই অবরোধে সকালের দিকে বড় ধরনের কোনো সংঘাত বা হামলার কথা জানা যায়নি।

তবে সকাল ১০টার দিকে খাগড়াছড়ি সদরের নারানখাইয়্যা এলাকায় অবরোধকারী জুম্ম ছাত্র-জনতার সাথে সেটেলার বাঙালিদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়, যা প্রায় বিকাল ৩টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তবে সেই সময় কেউ আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

এই ঘটনায়, খাগড়াছড়ি জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং জনগণের জান ও মালের ক্ষতিসাধনের আশঙ্কা প্রকাশ করে দুপুর ২টা হতে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও সদর উপজেলায় ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দেন এবং বিকাল ৩টায় জেলার গুইমারা উপজেলায়ও ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত আদেশ জারির কয়েক ঘন্টা পরেই সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক সংঘবদ্ধভাবে জুম্মদের বিভিন্ন এলাকায় হামলা শুরু হয়। এতে অন্তত ৩ জন গুরুতর আহত হয়। উক্ত আহত ব্যক্তিরা হলেন– (১) রিকন চাকমা ওরফে বারিজে (২৯), পীং- ভাক্তা চাকমা, ঠিকানা- রাণীপাড়া, বড়াদম, দীঘিনালা উপজেলা; (২) প্রুমিয়া ত্রিপুরা (২৫), ঠিকানা- আমতলী, কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা এবং (৩) কংসাই মারমা ওরফে মংসাঅং (২২), ঠিকানা- আমতলী, কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা।

সেটেলার বাঙালি দ্বারা জুম্মদের উপর হামলায় আহতদের মধ্যে অধিকতর গুরুতর আহত অবস্থায় রিকন চাকমাকে খাগড়াছড়ি পার্কসাইড হাসপাতাল থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। রিকন চাকমা পেশায় একজন পিক-আপ ড্রাইভার। খাগড়াছড়ি হাসপাতালে তার মাথায় ১৭টি সেলাই হয়েছে বলে জানা যায়। তিনি নারানখাইয়্যা এলাকায় সেটেলার বাঙালিদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন।

জানা যায়, দুপুর ২টায় ১৪৪ ধারা জারির পর, বিকাল ৪টার দিকে সেটেলার বাঙালিদের একটি দল খাগড়াছড়ি সদরের মহাজন পাড়ায় ধারালো অস্ত্র এবং কাস্তা ও ধাতব গুলি নিয়ে হামলা চালায়। এসময় সেটেলার বাঙালি ও মহাজন পাড়ার ছাত্র-জনতার মধ্যে কয়েক ঘন্টা যাবৎ ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া চলে। এসময় সেটেলার বাঙালিরা নিজেরা একটি অ্যাম্বুলেন্সে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়ে, পরে তারা জুম্মরা হামলা ও ভাঙচুর চালায় বলে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালায়।

এছাড়া বিদেশি অর্থায়নে নির্মাণাধীন উপজেলা মডেল মসজিদের গম্বুজ ও ছাদ থেকে একদল সেটেলার বাঙালি জুম্মদের উপর ইটপাটকেল ও গুলতি ছোঁড়ে। এসময় তারা গুলতির গুলি হিসেবে সীসা ও পরিত্যক্ত বন্দুকের গুলিও ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, সেটেলাররা নিজেরাই মসজিদের কিছু গ্লাস ভেঙে পরে জুম্মরা ভেঙে দিয়েছে বলেও অপপ্রচার চালায় বলে জানা যায়।

এই ১৪৪ ধারা জারির মধ্যেও রাত ৭টার দিকে সেটেলার বাঙালিদের আরো দুটি দল সংঘবদ্ধ হয়ে পরপর জুম্ম অধ্যুষিত গঞ্জপাড়া গ্রাম এবং খাগড়াছড়ি বাজার এলাকার য়ংড বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন এলাকায় জুম্মদের উপর হামলা চালায়।

এসময় সেটেলার বাঙালিদের ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটার আঘাতে য়ংড বৌদ্ধ বিহার এলাকায় কুমিয়া ত্রিপুরা ও কংসাই মারমা ওরফে মংসাঅং মারমা গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

একই দিন রাত ৮টার দিকে জানা যায়, সেটেলার বাঙালিদের আরেকটি দল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের নিকটবর্তী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সদরদপ্তরের পাশে অবস্থান নেয়। এছাড়া স্টেডিয়ামের পাশে সেনাবাহিনী একটি নতুন চেকপোস্ট বসায় এবং কিছু বাংকার খনন করে।

গুইমারায় অবরোধ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে জুম্মদের উপর ভয়াবহ হামলা ও অগ্নিসংযোগ

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মারমা স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং সকল ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে 'জুম্ম ছাত্র-জনতা'র ব্যানারে খাগড়াছড়ি জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন পালন করা হয়। এইদিন সকাল থেকে বিকাল প্রায় ৪টা পর্যন্ত জেলার গুইমারা উপজেলায় অবরোধকারী জুম্মদের উপর এবং বাড়ি ও বসতিতে ভয়াবহ হামলা চালানো হয়। এছাড়া খাগড়াছড়ি সদর এলাকার চারটি স্থানে সেনাবাহিনী লাঠিচার্জ চালায়।

ঐ দিন সকাল বেলায় গুইমারার রামসু বাজার সংলগ্ন উপজেলার খাদ্যগুদামের সামনে সড়কের উপর অবরোধকারী একদল জুম্ম ছাত্র-জনতা দাঁড়িয়ে কর্মসূচি পালন করার চেষ্টা করছিল।

এক পর্যায়ে সেখানে সেনাবাহিনীর একটি দল, সেটেলার বাঙালিদের একটি দল, এছাড়া সেনাবাহিনীর সাথে মুখোশ

পরিহিত অস্ত্রধারী বহিরাগত কিছু লোকও সেখানে উপস্থিত হয়। এসময় প্রথমে সেনাবাহিনী অবরোধকারী ছাত্র-জনতাকে সড়ক থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। এতে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে অবরোধকারী ছাত্র-জনতার মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। এরপর সেনাবাহিনী জোরপূর্বক ছাত্র-জনতার জমায়েত ভেঙে দেয়।

এসময় দুপুর প্রায় ১২টার দিকে সেনাবাহিনী ও বাঙালি সেটেলারদের সাথে অবরোধকারী ছাত্র-জনতার মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এর মধ্যেই সেটেলার বাঙালিরা রামেসু বাজারে দোকানপাটে এবং আশেপাশের জুম্মদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ শুরু করে, মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়, দোকানে লুটপাট চালায়। এতে উভয়পক্ষে মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে।

অপরদিকে, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে ছাত্র জনতার একটি অংশ পেছন থেকে সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। উভয় পক্ষের এই ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময়েই দুপুর প্রায় ১টার দিকে সেনাবাহিনী ও মুখোশপড়া দুস্কৃতিকারীরা একসঙ্গে অবরোধ পালনকারী জুম্ম ছাত্র-জনতার উপর একের পর এক গুলি চালায় বলে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা যায়। সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের গুলিতে আখ্র মারমা (২২), থোয়াইচিং মারমা (২০) ও আথুইপ্রু মারমা (২১) নামে তিনজন নিহত হয়। অবরোধকারীদের নিক্ষিপ্ত ইট পাটকেলের আঘাতে ১১ জন সেনা সদস্য আহত হয়। সেনাবাহিনী, বাঙালি সেটেলার ও মুখোশপড়া দুস্কৃতিকারীদের কর্তৃক এই হামলা বিকাল ৪টা পর্যন্ত স্থায়ী হয় বলে জানা যায়।

অপরদিকে বাজারে পুড়ে যাওয়া এক দোকানের মালিক, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, গুলিতে ও সেটেলারদের হামলায় অন্তত ৩ জন জুম্ম নিহত হয়। তার মতে, কয়েকজনকে খুন করে দোকানের আগুনে ছুঁড়ে ভস্মীভূত করা হয়েছে। এছাড়া, অন্তত ৫ জন জুম্ম নিখোঁজ রয়েছে। তাদের মধ্যে তিন জনের নাম হলো– থোয়াইচিং মারমা, চিংপ্রু মারমা ও আথুইপ্রু মারমা।

সেনাবাহিনী ও দুস্কৃতিকারীর গুলিতে ও সেটেলার বাঙালিদের হামলায় অন্তত ২০ জন জুম্ম নারী-পুরুষ গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্তত ১১ জন খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং ১ জনকে গুরুতর অবস্থায় চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয় বলে জানা যায়।

এছাড়া রামসু বাজারে জুম্মদের ৫৪টি দোকান, ২৬টি ঘরবাড়ি ও ১৬টি মোটরসাইকেল অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়। এতে জুম্মদের প্রায় ২৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়।

খাগড়াছড়ি সদরে সেনাবাহিনীর লাঠিচার্জ: এক বৃদ্ধা আহত

একইদিন (২৮ সেপ্টেম্বর) খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের সেনাবাহিনীর সদস্যরা খাগড়াছড়ি সদরের অন্তত চারটি স্থানে জুম্মদের উপর অতর্কিতে বেধরক লাঠিচার্জ চালায়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রথমে সকাল ৮টার দিকে স্বনির্ভর বাজার এলাকায় জুম্মদের উপর লাঠিচার্জ করে। এরপর গিরিফুল, মনিগ্রাম ও কুরদিয়াছড়া এলাকায় হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সেনা সদস্যরা জুম্ম গ্রামবাসী যাকে পেয়েছে তাকে মারধর করেছে। এসময় বিশেষ করে কুরদিয়াছড়া এলাকায় ৭০ বছরের এক বয়স্ক জুম্ম নারী আবাইমা মারমা (৭০), গ্রাম– উগলছড়ি, পানছড়ি-কে লাঠিচার্জ করে রক্তাক্ত করে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় সেনাবাহিনীর একটি দল ভাইবোনছড়ার জুরমরং বাজারে গিয়ে দোকানপাট বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। এ সময়ে ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা পানছড়ি কলেজের শিক্ষক জুনান চাকমা (৩৮), পিতা: দর্শন চাকমা-কে শারীরিক নির্যাতন করে। পল্লী চিকিৎসক জ্যোতি শংকর চাকমা (৪২), পিতা- অমিয় চাকমাকে মারধর করা হয়।

খাগড়াছড়ি ও গুইমারা ঘটনায় ইউপিডিএফের উস্কানি

বিভিন্ন সূত্র মোতাবেক, খাগড়াছড়িতে এক জুম্ম নারীকে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করা হয়। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ উক্ত গণধর্ষণের প্রতিবাদ ও পাহাড়ে সকল নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি সদরস্থ ‘জুম্ম ছাত্র-জনতা’ ব্যানারে এক মহাসমাবেশ আয়োজন করা হয়। কিন্তু উক্ত সমাবেশে ইউপিডিএফের কতিপয় লোক সমাবেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শুরু হতে নানাভাবে সমাবেশটিতে বিশৃংঙ্খলা ও বিভিন্ন উস্কানি প্রদান করতে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে গুইমারা ঘটনায়ও ইউপিডিএফের উস্কানীতে সহিংস রূপ লাভ করেছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

খাগড়াছড়ির এক জুম্ম নারীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল (বিএমএসসি), খাগড়াছড়ি জেলার সাধারণ সম্পাদক, উক্যনু মারমা প্রারম্ভে আন্দোলনের নেতৃত্ব পরিচালনা করেন ঠিকই কিন্তু পরবর্তীতে ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অবরোধ কর্মসূচিগুলোতে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল (বিএমএসসি) সাংগঠনিকভাবে সংযুক্ত নয় বলে একটি বিবৃতি প্রদান করে। ফলে এই থেকে বোঝা যায়,

সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম নারীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদের আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা জন্য প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফ কর্তৃক ছাত্রদের যৌক্তিক আন্দোলনকে নানাভাবে উস্কানি দিয়েছিল। এছাড়া দেশে-বিদেশে অবস্থানকারী ইউপিডিএফ-এর সমর্থক, পরামর্শক ও সহযোগী হিসেবে পরিচিত দুয়েকজন ব্লগার ও ব্যক্তি সামাজিক মাধ্যমেও বিভিন্ন বিভেদমূলক, উস্কানিমূলক ও হঠকারী বক্তব্য দিতে দেখা যায়।

উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা নতুন কিছু নয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিশেষ মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্তত ২২টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। এ ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং সে লক্ষ্যে জুম্মদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা, জুম্মদের ভূমি জবরদখল করা, তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করা, জুম্ম নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, সর্বোপরি জুম্মদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করা।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের পথ নিহিত রয়েছে।

সুপারিশমালা:

১। ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি ও গুইমারায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২। নিহত ও আহত ব্যক্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সরকারের তরফ থেকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা প্রদান করা।

৩। খাগড়াছড়ি-গুইমারায় সাম্প্রদায়িক হামলায় জড়িত ব্যক্তিদেরকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।

> ‘আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই গণপরিষদ-এ এইভাবে গৃহীত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে, সে আপত্তি হল, আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না। কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, শঙ্খ, মাতামূহুরী, কর্ণফুলী, যমুনা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে যাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে নিজেদের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে নৌকা বেয়ে, দাঁড় টেনে চলেছেন, রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাঁরা শক্ত মাটি চষে সোনার ফসল ফলিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মনের কথা এ সংবিধানে লেখা হয়নি। আমি বলছি, আজকে যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন, তাঁদের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি।’
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

সংবাদ প্রবাহ

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

থানচিতে বিজিবি কর্তৃক ম্রোদের ভূমি দখল করে ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার মেনরোয়া ম্রো পাড়া গ্রামের ম্রো গ্রামবাসীদের ভূমি জোরপূর্বক দখল করে নতুন বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ক্যাম্প স্থাপনের লক্ষে বিজিবির পক্ষ থেকে সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদেরকে ভূমির দলিলপত্র সহ ১৫ একর ভূমি বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

থানচির বলিপাড়া ব্যাটালিয়ন (৩৮ বিজিবি) ক্যাম্প এর কমান্ডার লে: কর্নেল জহিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ম্রো গ্রামবাসীদের ভূমি দখল করে এই ক্যাম্প স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এই কমান্ডার লে: কর্নেল জহিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে থানচি সদর ইউনিয়নের চাইয়াং পাড়া গ্রামের ১৪টি আদিবাসী ম্রো পরিবারের প্রায় একশত একর চিরায়ত জুম ভূমি ও ফলজ বাগান বিজিবি কর্তৃক বেদখলের পাঁয়তারা করা হচ্ছে।

গত ১ জুলাই ২০২৫ মেনরোয়া ম্রো পাড়ার কার্বারির দুই ছেলে মেনওয়াই ম্রো ও লাংরাও ম্রো-কে ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে ডেকে বিজিবির পক্ষ থেকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং অতিশীঘ্রই ১৫ একর ভূমির দলিলপত্র বিজিবির থানচি সদর জোনে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও উক্ত ভূমি বাবদ অর্থ জায়গার মালিকদের প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়।

মেনরোয়া ম্রো পাড়া গ্রামে মোট ২৫টি ম্রো পরিবার বসবাস করছেন বলে জানা গেছে। গ্রামবাসীরা জানান, বিজিবির পক্ষ থেকে যদিও ১৫ একরের ভূমির কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে বিজিবি কর্তৃক ৩০ একরের অধিক ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়ার রয়েছে।

উক্ত ক্যাম্প স্থাপন করা হলে অন্তত ৪টি ম্রো পরিবার প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। উক্ত পরিবারগুলো হলো– ১. তনয়া ম্রো, তার আম বাগান, দোকান ও বসতবাড়ি রয়েছে; ২. মানয়া ম্রো, তার আম বাগান রয়েছে; ৩. মেনওয়াই ম্রো, তার আম বাগান রয়েছে এবং ৪. পাসিং ম্রো, তার আম বাগান ও কাজুবাদাম বাগান রয়েছে।

চট্টগ্রাম কারাগারে আরও এক নিরীহ বম নাগরিকের মৃত্যু

গত ১৭ জুলাই ২০২৫ সকাল ১০:৩০ টার দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় বান্দরবানের বাসিন্দা আরও এক নিরীহ বম নাগরিক স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ওই বম নাগরিকের নাম ভানলাল রুয়াল বম (৩৫), পীং- রৌপির বম, গ্রাম- রোনিন পাড়া, বান্দরবান। এ পর্যন্ত বিনা বিচারে মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটক তিন বম গ্রামবাসী মৃত্যুবরণ করেছেন।

এর পূর্বে গত ১৫ মে ২০২৫ চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় লালত্লেং কিম বম (৩০) নামে এক বম হাজতি চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং এরপর সংময় বম (৫৫) নামে আরও এক বম গুরুতর অসুস্থ হলে জামিনে মুক্তি পাওয়ার একদিন পর ১ জুন ২০২৫ মারা যান। তাদেরকে গ্রেফতারের পর থেকে বিনা বিচারে দীর্ঘ এক বছর আটকে রাখা হয় এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার পরও যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়নি।

থানচিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩ জনকে গ্রেফতার

গত ৩ আগষ্ট ২০২৫ বান্দরবান সদর জোনের নিয়ন্ত্রণাধীন নীলগ্রী ক্যাম্পের সেনাবাহিনী কর্তৃক থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের নাইক্ষোং পাড়া থেকে তিনজন জুম্মকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের সময় সেনাবাহিনী ১ টি গাদা বন্দুক ও ০৫ রাউন্ড গুলি গুঁজে দিয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন– ১। মমং সিং মারমা (২৮), পিতাঃ মংহ্লাচিং মারমা, গ্রাম: নারান্ঘ্রী, থানা: চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই; ২। ওয়াংসই মারমা (২৮), পিতা: মং ওয়াই সই মারমা, গ্রাম: ডাকসু পাড়া, থানা: থানচি এবং ৩। নমংসিং মারমা (২৫), পিতা: উচাপ্রু মারমা, গ্রাম: বলিবাজার, থানা: থানচি।

বান্দরবানে ব্যাপক সেনা অভিযান, তল্লাশি, আটক, মারধর

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বান্দরবান জেলার রুমা ও থানচি উপজেলায় বিভিন্ন জুম্ম গ্রামে ব্যাপক সেনা অভিযান চলছে এবং এতে অন্তত একজনকে আটক, দুই ব্যক্তিকে মারধর ও বিভিন্ন বাড়িতে হয়রানিমূলকভাবে তল্লাশি করা হয়েছে।

জানা যায়ম গত ৬ আগস্ট ২০২৫ ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে রুমা উপজেলার রুমা সেনা জোন হতে মেজর মেহেদী হাসান সরকারের নেতৃত্বে ৪৫/৫০ জনের একটি সেনাদল গালেংগ্যা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের পান্তলা গ্রামে অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা গ্রামের দুটি বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। তবে কোনো কিছুই পায়নি।

একই সাথে সকালে ১৫-২০ জনের আরেকটি সেনাদল একই উপজেলার নাইতং পাড়ায় গিয়ে অবস্থান নিয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। এছাড়া, ক্রাউডং পাড়া থেকে জুমঘরে অবস্থানরত অবস্থায় পেয়ে সিজিমং মারমা (২৭), পীং- মংয়াই মারমা নামে এক নিরীহ গ্রামবাসীকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আটক করে।

অপরদিকে, গত ৫ আগস্ট ২০২৫ মধ্যরাত থেকে ১৫০ জনের অধিক সেনাবাহিনীর একটি দল চার ভাগে বিভক্ত হয়ে থানচি উপজেলার বলীপাড়া ইউনিয়নের ক্যাসু পাড়া, ব্রক্ষাদত্ত পাড়া, আদিকা পাড়া ও বলীপাড়া গ্রামে অবস্থান নেয়। জানা যায়, সেনা সদস্যরা ব্রক্ষাদত্ত পাড়ায় একটি জুমঘরে পেয়ে মাওরুম চাকমা ও তার স্ত্রীকে (নাম অজ্ঞাত) ব্যাপক মারধর করে।

এছাড়া, সেনা সদস্যরা বলীপাড়া ইউনিয়নের কমলাবাগান পাড়ায় ৩টি জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। ভুক্তভোগীরা হলেন– রূপান্তর চাকমা (৪৫), পীং-মৃত বাঘ্যে চাকমা, চন্দ্রলাল চাকমা (৪৮), পীং- মৃত লেজ চাকমা ও রাজচন্দ্র ত্রিপুরা (৪৮), পীং- মৃত সধুচন্দ্র ত্রিপুরা।

জুরাছড়িতে সেনা অভিযান, এক জুম্ম নারী মারধরের শিকার

গত ৭ আগস্ট ২০২৫ থেকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার একাধিক এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযান শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই অভিযানে গত ৬ আগস্ট ২০২৫ এক জুম্ম নারী সেনা সদস্যদের কর্তৃক মারধরের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

জুরাছড়ির অদ্বিতীয় ২ বীর বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা ক্যাপ্টেন মোশাররফ এর নেতৃত্বে ৬০/৭০ জনের একটি সেনাদল যক্ষাবাজার সেনা ক্যাম্প থেকে রওনা দিয়ে লুলাংছড়ি সেনা ক্যাম্পে যায়। এরপর সেখান থেকে সেনাদলটি ৩নং মৈদুং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বেলতলা ও আমতলা নামক গ্রামে অবস্থান নেয়।

পরে ওই সেনাদলটি সন্ধ্যা ৬টার দিকে ১নং জুরাছড়ি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে টহল অভিযান চালায়। এসময় সেনা সদস্যরা রূপনা চাকমা (৩৫), স্বামী-রূপন চাকমা নামে জুম্ম নারীকে বেদম মারধর করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্র জানায়, ঐ সময় ভুক্তভোগী রূপনা চাকমা জুমের কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে, কাজ শেষ করে খাবার রান্না করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ সেনা সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়। সেনা সদস্যরা রূপনা চাকমাকে বলেন, তোমার বাড়িতে তো বেশ কয়েকজন লোক খাওয়াদাওয়া করেছে, তারা এখন কোথায়? তার জবাবে রূপনা চাকমা বলেন, আমার বাড়িতে কেউ আসেনি। আর এতেই সেনা সদস্যরা 'তুমি মিথ্যা কথা বলছো' বলে রূপনা চাকমাকে লাঠি দিয়ে ব্যাপক মারধর করে। এরপর সেনা সদস্যরা সেখান থেকে চলে যায়।

এছাড়াও পরদিন ৮ আগস্ট সেনা সদস্যরা বেলতলা ও আমতলা এলাকায় টহল অভিযান চালায়।

বাঘাইছড়িতে বিজিবি সদস্যের পিটুনিতে এক জুম্ম তরুণ নিহত

গত ১১ আগস্ট ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার কজইছড়ি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্যাম্পের চেকপোস্টের বিজিবি সদস্যদের পিটুনিতে মারাত্মক জখম হয়ে এক জুম্ম তরুণ নিহত হয়েছে।

ভুক্তভোগী ওই তরুণের নাম শুভ চাকমা (১৯), পীং-ধনময় চাকমা এবং মাতার নাম মিলিতি চাকমা। তার বাড়ি বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সারোয়াতুলি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের শিজক খাগড়াছড়ি গ্রামে। নিহত শুভ চাকমার মাথায় ভারি বস্তুর আঘাত পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটে বাঘাইছড়ি ইউনিয়নে অবস্থিত কজইছড়ি বিজিবি চেকপোস্টের সম্মুখে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী শুভ চাকমা গত ১১ আগস্ট বিকালের দিকে মাঝিপাড়ায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাত আনুমানিক ৯:০০ ঘটিকার দিকে তিনি একটি ভাড়ায়

চালিত মোটরসাইকেল যোগে তার বাড়ি শিজক খাগড়াছড়িতে ফিরছিলেন।

সেসময় মোটরসাইকেলটি কজইছড়ি বিজিবি চেকপোস্টে পৌঁছালে আকস্মিকভাবে কোনো কারণ ছাড়াই কয়েকজন বিজিবি সদস্যরা তাদের গতিরোধ করেন এবং তৎক্ষণাৎ মোটরসাইকেল চালককে কিছু বুঝে ওঠার আগে সজোরে একটি সেগুন গাছের শক্তপোক্ত ডাল দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

এতে সঙ্গে সঙ্গে ঐ চালকটি পরিস্থিতি বুঝতে পেরে কোনোমতে তার মোটরসাইকেলটি চালিয়ে চলে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত মোটরসাইকেল চালু করার সময় পেছনের সিটে থাকা শুভ চাকমা (১৯) মাটিতে পড়ে যায়। এর পরপরই অন্ধকারের মধ্যে বিজিবি সদস্যরা শুভ চাকমাকে ভারি বস্তু দিয়ে মাথায় ও তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নৃশংসভাবে আঘাত করে আধমরা করে ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে যান।

পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে গুরুতর জখম শুভ চাকমার মৃত্যু হয়।

তবে অন্যদিকে কজইছড়ি ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা এ ঘটনাটিকে স্রেফ একটি দূর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। ঘটনার পরপরই কজইছড়ির স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীদের তীব্র ক্ষুব্ধ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

কাপ্তাই ও বিলাইছড়িতে সেনা অভিযান, এলাকাবাসীর মধ্যে ভীতির সঞ্চার

গত ১১ আগস্ট হতে ১৩ আগস্ট ২০২৫, তিন দিন ধরে ৩৮ বীর কাপ্তাই সেনা জোনের জনৈক কমান্ডারের নেতৃত্বে সেনা জোন ও স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্পের সেনা ও বিজিবি সদস্যদের ৫০ জনের একটি যৌথ দল কাপ্তাইয়ের চিৎমরম ইউনিয়ন এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় সেনা ও বিজিবি সদস্যরা চিৎমরমের বটতলী পাড়া, বামনী পাড়া, চিৎমরম বড় পাড়া এবং ঐতিহ্যবাহী চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারের আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায়। এসময় পথচারী ও এলাকার জনগণকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তল্লাশি করা হয়। এতে এলাকার জনগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া সেনা ও বিজিবি সদস্যরা সামরিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারের রেস্ট হাউজে অবস্থান করে বলে জানা যায়।

অপরদিকে, ৩২ বীর বিলাইছড়ি সেনা জোনের আওতাধীন বরকলক শহীদ আতিয়ার সেনা ক্যাম্প ও ধুপশীল সেনা ক্যাম্প হতে দুটি সেনাদল একত্রিত হয়ে টহল অভিযানে বের হয়ে গত ১০ আগস্ট ২০২৫ বিলাইছড়ি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের দীঘলছড়ি মোনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাত্রিযাপন করে। এরপর তারা ১১ আগস্ট, সকালে বিলাইছড়ি ইউনিয়নের বিলাইছড়ি মোন নামক পাহাড়ের নিরিবিলি কুটির হয়ে হেঁটে কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের পরিহলা মোন পাড়া নামক গ্রামে টহল দেয়। সেখানে কিছু সময় থাকার পর তারা বাঙালকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে অবস্থান নেয়।

ঐদিন (১১ আগস্ট) বিলাইছড়ি সেনা জোন হতে আরও একটি সেনাদল ইঞ্জিন চালিত বোটযোগে বাঙালকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে অন্য সেনাদলের সাথে যোগ দেয়। পরে বিলাইছড়ি সেনা জোনের দলটি তাগলকছড়া গ্রামে গিয়ে এক রাত্রি যাপন করে ১২ আগস্ট বাঙালকাটা হয়ে সেনা জোনে ফিরে যায়। একইদিন শহীদ আতিয়ার সেনা ক্যাম্প ও ধুপশীল সেনা ক্যাম্প এর যৌথ সেনাদলটি পরিহলা মোন পাহাড়ে টহল অভিযান চালিয়ে আবার বাঙালকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিরে আসে।

সেনাবাহিনীর এই টহল অভিযানের ফলে আশেপাশের জুম্ম গ্রামবাসীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হলে তার স্বাভাবিক চলাচল ও কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

সেনাবাহিনীর গুলিতে মগ পার্টির এক নেতা নিহত, জনমনে নানা প্রশ্ন

গত ১৫ আগস্ট ২০২৫ সকালের দিকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরের শান্তিনগর এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুলিতে 'মগ পার্টি' খ্যাত মারমা লিবারেশন পার্টির নেতা হিসেবে পরিচিত এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তির নাম কংচাইঞো মারমা (৩১), পীং-অংগ্যজাই মারমা, গ্রাম– গরিয়াছড়ি, সিন্ধুকছড়ি ইউনিয়ন, গুইমারা উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। কংচাইঞো মারমা মগ পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং মগ পার্টির উত্তরাঞ্চল তথা খাগড়াছড়ি এলাকার সামরিক শাখার প্রধান বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ওয়াকিবহাল এমন প্রায় সকল ব্যক্তিই জানেন যে, মগ পার্টি হচ্ছে বিগত আওয়ামীলীগ দলের স্থানীয় নেতা ও সেনাবাহিনীর সৃষ্ট এবং মদদপুষ্ট পার্বত্য চুক্তি বিরোধী, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী সংগঠন। দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনীরই আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে এই মগ পার্টির সদস্যরা একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে প্রধানত রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী, বাঙ্গালহালিয়া, কাপ্তাই ও বান্দরবানের কিছু কিছু এলাকায় ঘাটি গেঁড়ে তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সম্প্রতি

সেনাবাহিনীরই সহযোগিতায় খাগড়াছড়ির কিছু কিছু এলাকায় মগ পার্টির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

কিন্তু গতকাল সেনাবাহিনীরই গুলিতে কংচাইঞো মারমার নিহত হওয়ার ঘটনায় জনমনে নানা প্রশ্ন ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে নানা তথ্য পাওয়া গেছে।

একটি সূত্রে জানা যায়, গতকাল খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী ও মগ পার্টির সন্ত্রাসীদের মধ্যে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সেনাবাহিনী যাকে টার্গেট করবে তার সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেনাবাহিনীর এই নির্দেশে রাজী না হওয়ায় পরে সেনাবাহিনী কংচাইঞো মারমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে।

অপরদিকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, খাগড়াছড়ির শান্তিনগরে একটি ভবনটি ঘেরাও করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালালে সেনাবাহিনী ও কংচাইঞো মারমার মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। এসময় কংচাইঞো মারমা তিনতলা ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালানোর চেষ্টা করলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা আহত অবস্থায় কংচাই মারমাকে আটক করে। এরপর কংচাইঞো মারমাকে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. টিপা ত্রিপুরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

তবে অনেকেই সেনাবাহিনীর এই ব্যাখ্যাকে নাটক বলে অভিহিত করছেন।

থানচি, রুমা, রোয়াংছড়ি ও কাপ্তাই এলাকায় ব্যাপক সেনা অভিযান, আটক ৩ গ্রামবাসী

বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রুমা, রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলায় ব্যাপক সেনা অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে সেনাবাহিনী থানচি থেকে ৩ নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করে।

শান্তিবাহিনী খোঁজার নামে সেনাবাহিনীর এই যুদ্ধংদেহী সামরিক অভিযানে বান্দরবানের জুম্ম এলাকাসমূহে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং জনগণকে হয়রানি সহ তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২২ আগস্ট ২০২৫ হতে আলিকদম সেনা জোনের ৩১ বীর এবং রুমা সেনা জোনের ৩৬ বীর এর সেনাবাহিনীর কয়েক শত সদস্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে থানচি, রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলার বিভিন্ন জুম্ম গ্রামে নির্বিচারে সামরিক অভিযান চালায়।

এই অভিযানে গত ২৫ আগস্ট দুপুর ১:০০ টার দিকে সেনাবাহিনী থানচি উপজেলার বলীবাজার ইউনিয়নের ব্রক্ষ্মদত্ত পাড়া গ্রামের ৩ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন– নয়নজ্যোতি চাকমা (২৭), পীং– জ্ঞানময় চাকমা; করুণাময় চাকমা (৪০), পীং- মোহনবাঁশি চাকমা ও দয়াময় চাকমা (৩০), পীং-ললিত চন্দ্র চাকমা।

থানচি উপজেলার যেসব গ্রামে সেনা অভিযান পরিচালনা করা হয়, সেগুলি হলো– থানচির বলীবাজার ইউনিয়নের নাইন্দারি পাড়া, ডিংতে ম্রো পাড়া, শাকপাই ম্রো পাড়া, কমলাবাগান চাকমা পাড়া, কমলাবাগান ত্রিপুরা পাড়া, কমলাবাগান মারমা পাড়া, নাইক্ষ্যংপাড়া, ডাকশোয়েই পাড়া, জ্ঞানলাল চাকমা পাড়া, ক্যাকসু পাড়া, ব্রক্ষ্মদত্ত পাড়া।

রুমা উপজেলার যেসব গ্রামে অভিযান পরিচালনা করা হয়, সেগুলি হলো– রুমা সদর ইউনিয়নের নাইতং পাড়া, মালাঙ্গে পাড়া, বাসাদুও পাড়া, কিয়াকতাইং খুমি পাড়া, মেনরত হেডম্যান পাড়া; গালেঙ্গ্যা ইউনিয়নের পানতলা পাড়া, ডুলুঝিরি আপার পাড়া, থান্ডাঝিরি পাড়া, মেনরুই ম্রো পাড়া, ভারত পাড়া ও গালেঙ্গ্যা মারমা পাড়া।

রোয়াংছড়ি উপজেলার বাঘমারা ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায়ও সেনাবাহিনী একইভাবে অভিযান পরিচালনা করে। সেনাবাহিনী ইতোমধ্যে থানচি সদর হতে বড় মদক নদীপথ পর্যন্ত ৫টি স্থানে, যেমন থানচি সদর, তিন্দু, রেমাক্রি, ছোটো মদক ও বড় মদক এলাকায় চেকপোস্ট স্থাপন করে।

অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনী জোরপূর্বক জুম্মদের মোবাইল ফোন চেক করে, ফটো তোলে এবং জনসংহতি সমিতির কর্মীদের আস্তানা ও তাদের ফোন নাম্বার জানতে চেয়ে নানাভাবে হয়রানি করে।

গত ২৫ আগস্ট সকাল ৭টায় সেনাবাহিনী ক্যাকসু পাড়া হতে বলীবাজার যাওয়ার পথে বি-৭০ নাম্বারের একটি যাত্রীবাহী পিক-আপ গাড়ি থামায়। পিক-আপের ৩০ জন জুম্ম যাত্রীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা আটক করে রাখা হয় এবং বাজারে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

সেনা অভিযানের সময় সেনাবাহিনী কর্তৃক থানচি থেকে আটককৃত ৩ জুম্ম গ্রামবাসীকে গত ২৫ আগস্ট রাত ৮টার দিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তিন গ্রামবাসীর কাছে 'শান্তিবাহিনী কোথায় থাকে, কখন আসে, তাদের কী কী নাম ইত্যাদি' নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসবাদ করা হয়। আটককৃতদের মধ্যে করুণাময় চাকমাকে লাঠি দিয়ে মারধর করা হয় বলে জানা যায়।

কাপ্তাই এলাকায়ও সেনা অভিযান

রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার কাপ্তাই সেনা জোনের ৩৮ ইবিআর এর সেনাবাহিনীও পার্শ্ববর্তী রাজস্থলী উপজেলার

ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের বড় পাড়া এলাকায় জনসংহতি সমিতির সদস্য খোঁজার নামে গত ২৩ আগস্ট ২০২৫ হতে সামরিক অভিযান চালায়।

জানা গেছে, ১৫০-১৬০ জনের একটি সেনাদল গত ২৪ আগস্ট রাত আনুমানিক ৭:৩০ টায় রাজস্থলীর বড় পাড়া গ্রামে যায়। এরপর ঐ দিনই মধ্যরাতে সেনাবাহিনী গোটা বড় পাড়া গ্রামটি ঘেরাও করে। এসময় ঘুমন্ত গ্রামের লোকদের মধ্যে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং গ্রামবাসীরা ব্যাপক হয়রানির শিকার হন।

জুরাছড়িতে সেনা অভিযানে ১৭ জুম্ম গ্রামবাসী আটকের শিকার

গত ২৬ আগস্ট ২০২৫ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত এক সেনা অভিযানে রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়ন ও ৩নং মৈদুং ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রামের ১৭ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী আটকের শিকার হয়েছেন।

সেনা সদস্যারা আটককৃত গ্রামবাসীদের বেদম মারধর ও নির্যাতন চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আটককৃত ১৭ জনের মধ্যে ১৫ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে।

গত ২৬ আগস্ট থেকে জুরাছড়ির পার্শ্ববর্তী বিলাইছড়ি উপজেলার ৩২ বীর দীঘলছড়ি সেনা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ তৌকির ইসলাম (বিএ-৮৭৬৩), ক্যাপ্টেন ফারহান ও ক্যাপ্টেন মুশফিকুর এর নেতৃত্বে ৮২ জনের একটি সেনাদল জুরাছড়ির ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়ন ও ৩নং মৈদুং ইউনিয়নে সেনা অভিযান শুরু করে। এসময় সেনা সদস্যরা 'গাদা বন্দুক' (স্থানীয়ভাবে তৈরি শিকারের জন্য ব্যবহার্য) পাওয়ার অভিযোগে ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের চাঞ্চল্ল পাড়া ও ৩নং মৈদুং ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের গবছুলো চুক গ্রামের ১৭ গ্রামবাসীকে আটক করে।

আটককৃতদের মধ্যে ১০ জনকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, ৭ জনকে একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের কক্ষে আটকে রাখা হয়েছে।

গ্রামবাসীর সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের জুম্ম গ্রামবাসীরা প্রায়ই তাদের জুমের ধানক্ষেত বন্য শূকরের আক্রমণ হতে রক্ষা বা বন্য শূকর শিকারের জন্য এইসব গাদা বন্দুক ব্যবহার করে থাকে।

আটককৃত চিহ্নিত জুম্ম গ্রামবাসীরা হলেন– দুমদুম্যা ইউনিয়নের চাঞ্চল্ল পাড়া গ্রামের (১) দেবরাজ চাকমা, পীং-লক্ষীচন্দ্র চাকমা, (২) চিজি মনি চাকমা, পীং- লক্ষীচন্দ্র চাকমা, (৩) নিগিরা ধন চাকমা, পীং- লক্ষ্মী চন্দ্র চাকমা, (৪) নেতাজি চাকমা, পীং- কালা মরদ চাকমা, (৫) গোপাল চাকমা, পীং- যতন চাকমা, (৬) তুফান চাকমা, পীং- যতন চাকমা এবং মৈদুং ইউনিয়নের গবছুলো চুক গ্রামের (৭) নন্দলাল চাকমা, পীং-রসিক চন্দ্র চাকমা, (৮) কালা উদো চাকমা, পীং- অরুন কুমার চাকমা, (৯) অমর কান্তি চাকমা, পীং- যুব রাজ চাকমা, (১০) আকাশ চাকমা, পীং- চিরন জীৎ চাকমা, (১১) নিলময় চাকমা, পীং- সুদীশ কুমার চাকমা, (১২) পান্দব চাকমা, পীং-সুদীশ কুমার চাকমা, (১৩) কালা চাকমা, পীং- সুদীশ কুমার চাকমা, (১৪) লাইপং চাকমা, পীং- গুনোমনি চাকমা ও (১৫) চাগা কুলো চাকমা, পীং- সুদেশ কুমার।

দীঘিনালা ও পানছড়িতে একদিকে হয়রানিমূলক সেনা অভিযান, অপরদিকে ইউপিডিএফ'র নিপীড়ন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা ও পানছড়ি উপজেলায় একদিকে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক ও ভীতিকর সেনা অভিযান এবং অপরদিকে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসীত গ্রুপ) এর সন্ত্রাসীদের জুম্মদের গ্রামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা, গ্রামবাসীদের মারধর, জরিমানাসহ নানা নিপীড়ন চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এতে উভয়পক্ষের চাপে পড়ে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রায় ব্যাপক ভোগান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং গ্রামবাসীরা অতীষ্ট হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ আগস্ট ২০২৫ হতে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা সেনা জোন ও জারুলছড়ি সেনা জোনের ৮০-৯০ জনের একটি যৌথ সেনাদল গাড়িযোগে বাবুছড়া ইউনিয়নের ধনপাদা গ্রামে অভিযানে যায়। এরপর তারা সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পাকুজ্জেছড়িতে গিয়ে অবস্থান করে। এরপর ২৬ আগস্ট, সকালে আরও নতুন ৫ গাড়ি সেনা সদস্য পাকুজ্জেছড়ি সেনাদলের সাথে যোগ দেয়। এসব সেনাদলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দীঘিনালা সেনা জোনের লে: মো. রাসেল ও জারুলছড়ি সাব-জোনের ওয়ারেন্ট অফিসার মো. মহিদুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সেনাবাহিনী বাবুছড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ধনপাদা, পাকুজ্জেছড়ি, উগুদোছড়ি, বোরগো পাড়া, ডিরেন পাড়া, দুলুছড়ি, নাড়াইছড়ি এলাকায় অভিযান চালায়। সেনাবাহিনীর এই অভিযানের ফলে এলাকার জুম্মদের ব্যাপক ভীতির সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে, অনেক দিন থেকে ইউপিডিএফ (প্রসীত) গ্রুপের সন্ত্রাসীদের নানা হয়রানি ও নিপীড়নের কারণে ওই এলাকার,

বিশেষ করে ধনপাদা, পাকুজ্জেছড়ি, বোরগো পাড়া, দেড়েঙ্গে আদাম, উগুদোছড়ি, দুলুছড়ি, নাড়াইছড়ি ইত্যাদি এলাকার জুম্মরা অতীষ্ট। এলাকায় জুমচাষীরা জুমের উৎপাদিত ফসল মারফা (মামড়া), বেগুন, মরিচ, শাক ইত্যাদি বাজারে ঠিকমতো বিক্রয় করতে পারেনি। বোট চলাচল সীমিত থাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেনি এলাকাবাসী।

ইউপিডিএফ ওই এলাকার জুম্মদের দোকানের জন্য মালামাল এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং ইচ্ছেমত তা নিয়ন্ত্রণ করছে। ইউপিডিএফের জারিকৃত নিয়ম বা বিধিনিষেধ অমান্য করলে গ্রামবাসীরা মারধর, অর্থ জরিমানা বা বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও হয়রানির শিকার হচ্ছে।

উক্ত এলাকায় সেনাবাহিনী অভিযান চালালেও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাদের আস্তানায় নির্বিঘ্নে অবস্থান করছে, অথচ সাধারণ গ্রামবাসীরা ভয়ে চলাফেরা এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারছে না। বিশেষ করে নারাইছড়ি এলাকার জুম্মরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বলে জানা গেছে। ইতোমধ্যে তাদের অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছেন। তারা তাদের জুমের বা খেতের বিভিন্ন ফসল ও শাকশবজি ঠিকমত বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে পারেননি। বাজারে গিয়েও কোনো কিছু কিনে আনতে গেলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বাধা দিচ্ছে। আধা কেজির বেশি নাপ্পি, দুই কেজির চাল কিনে আনতে পারছেন না। ঐ এলাকার স্কুলগুলোতেও শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ প্রায়ই ইউপিডিএফ সদস্যরা সেখানে সশস্ত্রভাবে অবস্থান করে থাকে।

সেনাবাহিনীও অভিযানে গেলে স্কুলগুলোতে অবস্থান করে থাকে। ছাত্র-শিক্ষকরা স্কুলে আসতে ভয় পাচ্ছে। সেনাবাহিনী যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ে বাধা-নিষেধ আরোপ করতো, ইউপিডিএফ এখন সেনাবাহিনীর মতো সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। ইউপিডিএফের নিপীড়নের কারণে নাড়াইছড়ি অনেক পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে নাড়াইছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

অপরদিকে, গত ২৫ আগস্ট হতে ১০০ হতে ১৫০ জনের একদল সেনা সদস্য পানছড়ি উপজেলার চেঙ্গি ইউনিয়ন ও লোগাং ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায়ও অভিযান শুরু করে। বিশেষ করে চেঙ্গি ইউনিয়নের আওতাধীন জগপাড়া, তারাবন্যে, হরোল্যেছড়ি, উগুদোছড়ি, নাপিড পাড়া এবং লোগাং ইউনিয়নের আওতাধীন হারুবিল, বাবুরো পাড়া, ধুধুকছড়া, রূপসেন পাড়া, হাতিমারা সহ বহু জায়গায় সেনাবাহিনীর ব্যাপক অভিযান পরিচালিত হয়। খাগড়াছড়ি জেলা সদর সেনা জোনের জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. খাদেমুল ইসলাম (২৪ বীর) এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিল বলে জানা গেছে।

ওইসব এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ওইসব এলাকার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে ইউপিডিএফ (প্রসীত গ্রুপ) এর সন্ত্রাসীদের ব্যাপক হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছেন। ওই এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অবস্থান করায় বহু গ্রামবাসী তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। বস্তুত ঐ এলাকায় মোবাইল অপারেটর ভেঙে দেওয়া, নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, গুম, হত্যা ও চাঁদাবাজির কারণে এসব এলাকায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্মকে গুলি করে আটক এবং স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২৮ আগস্ট ২০২৫ ভোর আনুমানিক ৪ ঘটিকার সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কেঙ্গেরাছড়ি ইউনিয়নের হিজেছড়ি নামক গ্রামে এক জুম্ম গ্রামবাসীকে গুলি করে আহত অবস্থায় আটক এবং তার স্ত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া আহত ব্যক্তির ভাইকেও বেদম প্রহার করে জখম করা হয়েছে।

গুলিতে আহত ব্যক্তির নাম অন্তর চাকমা (৩২), পীং- নিগিরা কুমার চাকমা, মাতা- রেনু মুখী চাকমা। অন্তর চাকমার হাতে ও পায়ে গুলি করা হয়। অন্তর চাকমা পেশায় একজন মাছচাষী বলে গ্রামবাসীর সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, গত ২৮ আগস্ট আনুমানিক ভোর ৪ ঘটিকার সময়ে রাঙ্গামাটির জীবতলি সেনা ক্যাম্প (১৭-বিআইআর) এর একটি সেনাদল অন্তর চাকমার বাসায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ঘর তল্লাশি নামে বাড়ির বেড়া ভাঙচুর, শোকেস, আলমারি, চেয়ার, টেবিল, খাট, সোলার প্যানেল, ব্যাটারি ইত্যাদি গৃহস্থালি সামগ্রী ভাঙচুর করতে থাকে। এক পর্যায়ে অন্তর চাকমা প্রতিবাদ ও বাধা প্রদান করলে, সেনা সদস্যরা তাকে হাতে ও পায়ে গুলি করে। সেই সাথে কয়েকজন সেনা সদস্য অন্তর চাকমার স্ত্রীকে গলা টিপে ধরে এবং শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়ে শারীরিক নির্যাতন চালায়, এমনকি তাকে খাটেও শোয়ানো হয় এবং ধর্ষণের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

পরে অন্তর চাকমার স্ত্রী উর্মি চাকমা চিৎকার করতে চাইলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গণধর্ষণের হুমকি এবং তাদের ৫ বছরের মেয়েকেও ধর্ষণ করার হুমকি প্রদান করে। উর্মি চাকমা তিন

বছর আগে কিডনির পাথর অপারেশন করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঐ ক্ষত স্থানে জোরপূর্বক আঘাত করে বলেও জানা যায়।

পরে সেনাবাহিনীর দলটি অন্তর চাকমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী তার বাবার বাড়িতে গিয়েও তল্লাশি করে এবং তার ছোট ভাই রিটন চাকমা (১৮), রতন চাকমা এবং রতন চাকমার ছোট ভাইকেও মারধর করে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা রিটন চাকমাকে বুট দিয়ে মুখে লাঠি মারে বলেও জানা যায়।

সেনাবাহিনী অন্তর চাকমাকে আহত অবস্থায় প্রথমে হাজাছড়া সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরে গাছকাটা ছড়া সেনা ক্যাম্পে চিকিৎসা দিয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের করে রাঙ্গামাটি কোতয়ালী থানায় প্রেরণ করা হয় বলে খবর পাওয়া যায়।

দীঘিনালার বাবুছড়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬ জুম্মকে আটক, বাড়ি তল্লাশি ও হয়রানি

গত ২৯ আগস্ট ২০২৫, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের উগুদোছড়ি গ্রাম থেকে ৬ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক করে। এছাড়া সেনাবাহিনী ৯ জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশি চালায়, ২ জনের কাছ থেকে মোবাইল, টর্চ, টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং ২ ব্যক্তিকে ব্যাপক হয়রানি করে।

জানা যায়, গত ২৫ আগস্ট হতে দীঘিনালা সেনা জোনের লে: মো. রাসেল ও জারুলছড়ি সাব-জোনের ওয়ারেন্ট অফিসার মো. মহিদুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ৮০-৯০ জনের একটি যৌথ সেনাদল বাবুছড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ধনপাদা, পাকুজ্জেছড়ি, উগুদোছড়ি, বোরগো পাড়া, ধীরেন পাড়া, দুলুছড়ি, নাড়াইছড়ি এলাকায় অভিযান চালায়।

উক্ত অভিযানের অংশ হিসেবে ৫২ জনের একটি সেনাদল গত ২৯ আগস্ট, দুপুর আনুমানিক ১:৩০ টার দিকে উগুদোছড়ি গ্রাম হতে ৬ নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন– ১। রূপান্ত চাকমা (৩৩), পীং- মৃত গেংহুল্যা চাকমা; ২। চিজি চাকমা (২৮), পীং- মৃত মনচান চাকমা; ৩। রাতুল চাকমা (২৬), পীং- মিন্টু বিকাশ চাকমা; ৪। শ্যামল জ্যোতি চাকমা (৩৭), পীং- মৃত হক্করক্যা চাকমা; ৫। হুক্কুম্য চাকমা (৪০), পীং- মৃত চিত্রবান চাকমা ও ৬। বিলি চন্দ্র চাকমা (৪৫), পীং- কলেশ চন্দ্র চাকমা।

এছাড়াও সেনাবাহিনী ৯ গ্রামবাসীর বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালায়, জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। ভুক্তভোগী বাড়ির মালিকরা হলেন– ১। নরোত্তম চাকমা, ২। ধনারাম চাকমা, ৩। সন্তু চাকমা, ৪। সিক্কন্য চাকমা, ৫। শুক্রসেন চাকমা, ৬। নিহার বিন্দু চাকমা, ৭। অমৃত লাল চাকমা, ৮। জুয়েল চাকমা ও নিবারণ চাকমা। তল্লাশি শেষে সেনা সদস্যরা সিক্কন্য চাকমার ১টি সিম্ফনি মোবাইল ফোন, অমৃত লাল চাকমার ১টি মোবাইল ফোন, ১টি টর্চ এবং বাক্স ভেঙে নগদ ৩০০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

অপরদিকে সেনা সদস্যরা রাতুল চাকমা নামে এক গ্রামবাসীর কাঁধের উপর একে-৪৭ অস্ত্র বসিয়ে টার্গেট শুটিং করে এবং জ্ঞান রতন চাকমা (৪৩) নামে আরেক গ্রামবাসীকে সারাদিন উপোস রেখে সেনাদলটির সাথে ঘোরাঘুরি করতে বাধ্য করে। এসময় রতন চাকমার পিঠে শাক-শবজিসহ একটি কাল্লোং ছিল বলে জানা যায়। যাবার সেনা সদস্যরা রতন চাকমার মোবাইলও নিয়ে যায়।

মানিকছড়িতে জনগণের হাতে আটক ৬ সশস্ত্র বাঙালি, সেনাবাহিনী কর্তৃক উদ্ধার

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার বাটনাতলী ইউনিয়নে আদিবাসী মারমা অধ্যুষিত তবলাপাড়া গ্রামে ৬ সশস্ত্র বাঙালি অনুপ্রবেশ করে সন্দেহজনক ও ভীতিকর আচরণ করলে জনগণ কৌশলে সংগঠিত হয়ে ওই ব্যক্তিদের আটক করে।

পরে সেনাবাহিনী এসে আটককৃতদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় ক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনী জনগণকে সদুত্তর না দিয়ে উল্টো মেজাজ দেখিয়ে লাঠিচার্জ করে এবং কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে বলে জানা যায়।

চন্দনাইশে সেনাবাহিনী কর্তৃক 'সন্ত্রাসী আখ্যা' দিয়ে ৬ মারমা বন্য শূকর শিকারীকে আটক

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বান্দরবার সদর উপজেলার কুহালং ইউনিয়নের ৬ নিরীহ আদিবাসী মারমা গ্রামবাসী বান্দরবানের সীমান্তবর্তী চন্দনাইশ এলাকায় বন্য শূকর শিকার করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। সেনাবাহিনী তাদেরকে

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের পাহাড়ি এলাকা থেকে আটক করে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২:৩০ টার দিকে চন্দনাইশ সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন আরেফ আসমার জয়-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি দল বন্য শূকর শিকারী ওই ৬ মারমা গ্রামবাসীকে আটক করে এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন গণমাধ্যমে আটককৃত ওই ব্যক্তিদের 'পাহাড়ি সন্ত্রাসী' ও 'জঙ্গি' বলে আখ্যায়িত করতে দেখা গেছে।

আটকের শিকার ৬ মারমা গ্রামবাসী হলেন– (১) লুসাই মং মারমা, পিতা-মৃত অংখয়চিং মারমা; (২) মংসানু মারমা, পিতা-মৃত থোয়াইমংচিং মারমা; (৩) মংনুচিং মারমা, পিতা-মৃত উসামং মারমা; (৪) সাচিংপ্রু মারমা, পিতা-শৈহ্লাখয় মারমা; (৫) লুপ্রুমং মারমা, পিতা-মংনিশে মারমা ও (৬) চাইসাউ মারমা, পিতা-সাপ্রু অং মারমা। তারা সকলেই বান্দরবান সদর উপজেলার ২নং কুহালং ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের চেমি ডলু পাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

আটকের সময় সেনাবাহিনী উক্ত শিকারীদের কাছ থেকে শূকর মারার একটি দেশীয় বন্দুক, কয়েক রাউন্ড গুলি, তিনটি দাও/চাপাতি, একটি কান্তা, একটি সাধারণ টর্চ ইত্যাদি পায় বলে জানা যায়। আটকের পর সেনাবাহিনী আটককৃতদের ব্যাপক মারধর করেছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, আদিবাসী পাহাড়ি লোকজন মাঝেমধ্যে জঙ্গলে বন্য শূকর শিকার করতে করতে ওই এলাকায় যায়। এলাকার আদিবাসী ও বাঙালি জনগণ প্রায়ই এই ব্যাপারটি সাধারণ ঘটনা বলে জানেন। এতে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে কোনো সমস্যা হয় না।

খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্ম যুবককে আটক, পরে ব্যাপক জনরোষে মুক্তি প্রদান

গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাত আনুমানিক ৮:৩০ ঘটিকার সময়ে উক্যনু মারমা নামে খাগড়াছড়ি পৌরসভার সিঙ্গিনালায় তিনজন সেটেলার কর্তৃক গণধর্ষণের প্রতিবাদে নেতৃত্বদানকারী এক জুম্ম যুবককে খাগড়াছড়ি সদরস্থ মধুপুর বাজারের একটি মুন্ডির দোকান থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। খাগড়াছড়ি সদরস্থ ২০৩ পদাতিক ব্রিগেড থেকে দুটি গাড়িতে এসে সেনাবাহিনীর দলটি উক্যনুকে ধরে নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

জানা গেছে যে, সেদিন মধুপুর বাজারের পাশে একটি দোকানে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে উক্যনু মারমা মুন্ডি খাচ্ছিলেন। পরে হঠাৎ সেনাবাহিনীর দুটি গাড়ি এসে উক্যনু মারমাকে কোনো কারণ

ছাড়া জোরপূর্বক টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায়। এই সময় তার পরনে থাকা শার্ট, প্যান্ট ছিঁড়ে যায়।

জানা যায়, উক্যনু মারমাকে সেনাবাহিনীর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাপক মারধর করা হয়। পরে তাকে সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল খাদেমুল ইসলাম ও দুই জন উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তা উপস্থিতিতে তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়।

এই সময় উক্ত ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে উক্যনু মারমাকে ছেড়ে না দিলে আল্টিমেটাম দিয়ে জোরালো কর্মসূচি ঘোষণা করা হলে এবং ব্যাপক জনরোষে সেনাবাহিনী তাকে রাত আনুমানিক ১০ ঘটিকার সময়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

উক্যনু মারমা বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের (বিএমএসসি) খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাত ৯টা হতে রাত ১১টার মধ্যে খাগড়াছড়ি পৌরসভার সিঙ্গিনালা ১নং ওয়ার্ডের শাসন রক্ষিত বৌদ্ধ বিহারের পূর্ব পাশে খাগড়াছড়ি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রীকে তিন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক গণধর্ষণের ফলে তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। উক্যনু মারমা উক্ত ঘটনায় খাগড়াছড়িতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে জানা যায়।

গুইমারায় জুম্মদের উপর ভয়াবহ হামলা ও অগ্নিসংযোগ, গুলিতে ৩ জুম্ম নিহত

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মারমা স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং সকল ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে 'জুম্ম ছাত্র-জনতা'র ব্যানারে খাগড়াছড়ি জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। এইদিন সকাল থেকে বিকাল প্রায় ৪টা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে মুসলিম সেটেলাররা গুইমারা উপজেলায় অবরোধকারী জুম্মদের উপর এবং বাড়ি ও বসতিতে ভয়াবহ হামলা চালায়। এছাড়া খাগড়াছড়ি সদর এলাকার চারটি স্থানে সেনাবাহিনী লাঠিচার্জ চালায়।

গুইমারা উপজেলার রামসু বাজার ও এর আশেপাশের জুম্ম বসতিতে সেনাবাহিনী, বাঙালি সেটেলার ও বহিরাগত দুস্কৃতিকারীদের কর্তৃক সম্মিলিতভাবে উপর্যুপরি হামলায় ৩ জন জুম্ম নিহত এবং অন্তত ২০ জন আহত হয়। এছাড়া, স্থানীয় জুম্মদের অন্তত ৫৪টি দোকান, ২৬টি ঘরবাড়ি ও ১৬টি মোটরসাইকেল অগ্নিসংযোগ এবং ৭টি দোকানপাট লুটপাট করা হয়।

জানা যায় যে, অবরোধ চলাকালে সকাল বেলায় গুইমারার রামসু বাজার সংলগ্ন উপজেলার খাদ্যগুদামের সামনে সেনাবাহিনীর একটি দল, কয়েকশত সেটেলার বাঙালি, এছাড়া সেনাবাহিনীর সাথে মুখোশ পরিহিত অস্ত্রধারী বহিরাগত কিছু লোকও সেখানে উপস্থিত হয়। এসময় প্রথমে সেনাবাহিনী অবরোধকারী ছাত্র-জনতাকে সড়ক থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। এতে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে অবরোধকারী ছাত্র-জনতার মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।

এসময় দুপুর প্রায় ১২টার দিকে সেনাবাহিনী ও বাঙালি সেটেলারদের সাথে অবরোধকারী ছাত্র-জনতার মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এর মধ্যেই সেটেলার বাঙালিরা রামেসু বাজারে দোকানপাটে এবং আশেপাশের জুম্মদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ শুরু করে, মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়, দোকানে লুটপাট চালায়।

গুইমারার রামসু বাজার এলাকায় জুম্মদের উপর হামলার সময় অবরোধকারীদের ইটপাটকেলের আঘাতে কয়েকজন সেনা সদস্যও আহত হয়। উভয় পক্ষের এই ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময়েই দুপুর প্রায় ১টার দিকে সেনাবাহিনী ও মুখোশপড়া দুস্কৃতিকারীরা একসঙ্গে অবরোধ পালনকারী জুম্ম ছাত্র-জনতার উপর একের পর এক গুলি চালায়। সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের গুলিতে আখ্র মারমা (২২), থোয়াইচিং মারমা (২০) ও আথুইপ্রু মারমা (২১) নামে তিনজন অবরোধকারী ঘটনাস্থলে নিহত হয়।

এদিকে একইদিন (২৮ সেপ্টেম্বর) খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের সেনাবাহিনীর সদস্যরা খাগড়াছড়ি সদরের অন্তত চারটি স্থানে জুম্মদের উপর অতর্কিতে বেধরক লাঠিচার্জ চালায় বলে খবর পাওয়া যায়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রথমে সকাল ৮টার দিকে স্বনির্ভর বাজার এলাকায় জুম্মদের উপর লাঠিচার্জ করে। এরপর গিরিফুল, মনিগ্রাম ও কুরদিয়াছড়া এলাকায় হঠাৎ উপস্থিত হয়ে সেনা সদস্যরা জুম্ম গ্রামবাসী যাকে পেয়েছে তাকে মারধর করে বলে জানা যায়। এসময় বিশেষ করে কুরদিয়াছড়া এলাকায় ৭০ বছরের এক বয়স্ক মহিলাকে লাঠিচার্জ করে রক্তাক্ত করে বলে জানা যায়।

জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর টহল অভিযান শুরু

গত ৬ অক্টোবর ২০২৫ থেকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় আবারো সেনাবাহিনীর টহল অভিযান শুরু হয়। জুরাছড়ি উপজেলাধীন বনযোগীছড়া জোনের অধীনে থাকা যক্ষাবাজার আর্মি ক্যাম্প হতে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি সেনা টহল দল জুরাছড়ির ১নং ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের পেক পাড়া নামক গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়।

অন্যদিকে একই উপজেলার ৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে গবইছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরেকটি সেনা টহল দল আগে থেকেই অবস্থান নেয়। উক্ত সেনা টহল দলটি বিলাইছড়ি উপজেলার ৩২ বীর দিঘলছড়ি জোনের অধীনে থাকা ধুপশীল ও শহীদ আতিয়ার ক্যাম্প যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে।

জুরাছড়িতে বসানো হয়েছে সেনাবাহিনীর নতুন একটি চেকপোস্ট: হয়রানির ভয় স্থানীয়দের

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলায় জুরাছড়ি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের সামিড়া পাড়া গ্রামের সলক নদীর উপর নির্মিত ব্রীজের পাশে বনযোগীছড়া জোনের অধীনে থাকা শিলছড়ি সেনা ক্যাম্প কর্তৃক একটি চেকপোস্ট বসানো হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ফলে স্থানীয় এলাকাবাসীদের মনে হয়রানির ভয় সৃষ্টি হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

উক্ত চেকপোস্ট জুরাছড়ি উপজেলা সদর হতে নৌপথে যতগুলো বোট এবং সড়ক পথে যতগুলো গাড়ি চলাচল করবে সবগুলো এই চেকপোস্টের আওতায় পড়বে। যেমন সামিড়া পাড়া হতে ঘিলাতুলী, শিলছড়ি, ফকিরাছড়িসহ মৈদং ইউনিয়নের অধিকাংশ জায়গায় যাতায়াতকারীরা উক্ত চেকপোস্টের মধ্যে দিয়েই চলাচল করতে হবে।

লামায় চিকিৎসা বৈষম্যের শিকার এক ম্রো আদিবাসী

বান্দরবান পার্বত্য জেলার লামা উপজেলাধীন লামা সদর ইউনিয়নের তাউ পাড়ার বাসিন্দা মেনরোয়া ম্রো নামে এক ব্যক্তি লামা সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

গত ১৯ অক্টোবর ২০২৫ লামা সদর ইউনিয়নের তাউ পাড়ার বাসিন্দা মেনরোয়া ম্রো (৩৪), পিতা- মেননাও ম্রো ও মাতা- সংচুন ম্রো হঠাৎ অসুস্থ হড়ে পড়ে। যাতায়াতের দুর্গম পথ হওয়ায় গ্রামবাসীরা কাঁধে করে লামা বাজারের ল্যাবে ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করান। সেখানে ম্যালেরিয়া পরীক্ষার জন্য স্যাম্পল দেওয়া হলেও ফলাফল বিলম্বিত হয়। ল্যাবের স্বাস্থ্য কর্মীরা রোগীর গুরুতর অসুস্থতা বুঝতে পেরে লামা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করার সুপারিশ করেন।

অতঃপর ল্যাব কর্মীদের পরামর্শে লামা হাসপাতালে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়ার পরিবর্তে একের পর এক কেবিনে স্থানান্তরের নির্দেশ দিতে থাকেন। কিন্তু চার বারেরও বেশি কেবিন পরিবর্তনের পরও কোনো চিকিৎসা পাননি। এই সময় মেনরোয়া ম্রো বারবার জ্ঞান হারান। টানা ৪-৫ ঘন্টা অপেক্ষার পর শেষে চিকিৎসা না পেয়ে হতাশ ও ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রাতে রোগীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান। চিকিৎসা বঞ্চিত মেনরোয়া ম্রোর অবস্থা খুবই মুমূর্ষু বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ভুক্তভোগী রোগীর মেয়ের সাথে ৪ মাস আগে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

বরকলে বিজিবি কর্তৃক নতুন চেকপোস্ট বসানোর অভিযোগ, জনমনে আতঙ্ক

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়নে বিজিবি কর্তৃক নতুন করে আরো ৪ টি নতুন চেকপোস্ট বসানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোন কর্তৃক বড়হরিনা ইউনিয়নে শ্রীনগর বাজারে যাত্রী ছাউনি, ১২ বিজিবি ছোট হরিণা জোন কর্তৃক ১৫৯ নং ধুম্মাতালাং মৌজায় তাগলকছড়া দোর, ভালুক্কেছড়ি, ঠেগা দোর এবং পুলছড়া দোর-এ জোরপূর্বক জমি দখল করে চেকপোস্ট বসিয়ে নিরাপত্তার অজুহাতে তল্লাশি নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। যার কারণে বর্তমানে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

অপরদিকে গত রবিবার (১৯ অক্টোবর) ২ই বীর বনযোগীছড়া সেনাবাহিনীর জোন কমান্ডার লে. কর্নেল মো: হাসান সেজান পিএসসি-এর নেতৃত্বে এবং ৬০ বেঙ্গল সুবলং সাব জোন কমান্ডার মেজর মো: আসিফ এর নেতৃত্বে সেনা অভিযান অব্যহত রয়েছে। এতে এলাকার মানুষ ভয়ে দিনাতিপাত করছে।

উল্লেখ্য, চলমান ২০২৫ সনের বরকল উপজেলায় আর্মি, আনসার, বিজিবি এবং পুলিশ ক্যাম্প বর্তমানে ৬৬ টি রয়েছে। তন্মধ্যে বিজিবি ক্যাম্প রয়েছে ৫৩ টি, যা তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে বরকল উপজেলার সর্বাধিক সামরিক ক্যাম্প রয়েছে।

সেনা-মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

লংগদুতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক প্রাক্তন ইউপি সদস্য অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায়

গত ২১ আগস্ট ২০২৫ রাত আনুমানিক ১০টার দিকে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার লংগদু ইউনিয়নের প্রাক্তন এক ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য অপহরণের শিকার হয়েছেন। অপহৃতের নাম নন্দ কুমার চাকমা (৫৮), পীং-ললিত কুমার চাকমা, গ্রাম-কাট্টলী কুকিছড়া, ১নং ওয়ার্ড, ৭নং লংগদু ইউনিয়ন, লংগদু উপজেলা।

জানা গেছে, গত ২১ আগস্ট ১০টার দিকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের কমান্ডার চিরজ্যোতি চাকমা ওরফে প্রবল ও কালাইয়ে চাকমা ওরফে মংপ্রু ওরফে পলক এর নেতৃত্বে ১৪/১৫ জনের একটি সশস্ত্র দল নন্দ কুমার চাকমাকে তার কাট্টলী কুকিছড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

অপহরণের প্রায় দেড় ঘন্টা পর রাত আনুমানিক ১১:৩০ টার দিকে অপহরণকারী দলটি অপহৃত নন্দ কুমার চাকমাকে কাট্টলী ভাজ্যাঘাট নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে সেখানে অপেক্ষমান ইউপিডিএফের কোম্পানি কমান্ডার শ্রাবন চাকমা ও কমান্ডার প্রদীপময় চাকমা ওরফে বিশাল ওরফে পাগানার নেতৃত্বাধীন আরেকটি দলের নিকট হস্তান্তর করে।

জানা গেছে, ইউপিডিএফ কর্তৃক লংগদুর বিভিন্ন এলাকায় তথাকথিত চাহিদা মোতাবেক গণবাজেট, ভূমি রক্ষার নামে বাজেট, বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের নামে বাজেট, বিদ্যালয় পরিচালনার নামে বাজেট এর নামে অহরহ চাঁদাবাজি এবং সময়ে-অসময়ে গ্রুপের লোকদের খাবার তৈরির নির্দেশ, ছোট কাট্টলী এলাকায় জলাধার বন্ধ করে জাল বসানো সহ বিভিন্ন হয়রানিমূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণের পক্ষে প্রতিবাদ করেন প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি নন্দ কুমার চাকমা। আর এই কারণেই নন্দ কুমার চাকমাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে স্থানীয় মুরুব্বিদের ধারণা।

পরে ২৩ আগস্ট বিকাল আনুমানিক ৩টার দিকে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত) এর সন্ত্রাসীরা অবশেষে ৭০ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে লংগদু থেকে অপহৃত প্রাক্তন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নন্দ কুমার চাকমাকে (৫৮) ছেড়ে দেয়।

জেএসএসের বিরুদ্ধে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন এনজিও, ব্যক্তি ও ফেইক সংগঠনের নামে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ও বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট জেএসএসের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এতে করে ত্রিপুরার চাকমাদের সম্পর্কে জনমনে একটা ভুল ধারণা জন্মলাভ করছে এবং ত্রিপুরার চাকমা সমাজের মধ্যে একধরনের বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রসিত বিকাশ খীসার নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফের এসব ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা হলো গত ৩০ জুলাই ২০২৫ ত্রিপুরা রাজ্যের গোমতী জেলার অমরপুর মহকুমার নতুন বাজারে পরানধন চাকমা ও কার্তিক চাকমার নেতৃত্বে ৪০/৪৫ জন চাকমা কর্তৃক জেএসএসের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও সাজানো অভিযোগ এনে এক বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করা এবং অমরপুর মহকুমা শাসক-এর বরাবরে এক স্মারকলিপি প্রদান করা।

উক্ত স্মারকলিপিতে জেএসএসের সদস্যদের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তরুণদের জীবন নষ্ট করা, বাংলাদেশে খুন করার পর ভারতকে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করা এবং ত্রিপুরা ইউনাইটেড ন্যাশনাল ফ্রন্ট (টিইউএনএফ) গঠন করে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে (সিএইচটি) আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ চালানো ইত্যাদি অভিযোগ আনা হয়, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কল্পনাপ্রসূত ও ভিত্তিহীন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

যেমন গত ১৯ জুন ২০২৫ তারিখে আসাম রাইফেলস কর্তৃক মিজোরামের লুংলেই জেলায় ১০ কোটি টাকার মাদকদ্রব্যসহ দুই চাকমা যুবককে গ্রেফতারের ঘটনায়ও জেএসএস জড়িত বলে মনগড়া ও ভিত্তিহীন প্রচারণা চালানো হয়। অথচ আটককৃত দুই চাকমা যুবক হলো মিজোরামের স্থানীয় বাসিন্দা। তারা কোনোক্রমেই জেএসএসের সাথে যুক্ত ছিল না। নিজেদেরকে জেএসএসের সহযোগী বলেও তারা জবানবন্দী দেয়নি। এভাবে ত্রিপুরায় সংঘটিত আরো চারটি মাদকদ্রব্যসহ গ্রেফতারের ঘটনার সাথে জেএসএস'কে মিথ্যাভাবে জড়িত করে উক্ত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।

এভাবে ইউপিডিএফ ভারতের বিভিন্ন এনজিও, ব্যক্তি ও ফেইক সংগঠনের নাম ব্যবহার করে জেএসএসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার করে চলেছে এবং মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও নিউজপোর্টালে সংবাদ প্রচার করে চলেছে।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, গত ৩০ জুলাই নতুনবাজারে আয়োজিত মিছিলটি আয়োজনের জন্য ইউপিডিএফ (প্রসিত) পরানধন চাকমা ও কার্তিক চাকমাকে ২৫ লক্ষ রুপী প্রদান করে। এই মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য অংশগ্রহণকারীদেরকে জনপ্রতি ১,৫০০ রুপী করে দেয়া হয়। এভাবে সুবিধাবাদীদের দিয়ে ইউপিডিএফ (প্রসিত) জেএসএসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অজুহাত এনে ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার চালাচ্ছে।

উক্ত মিছিলে কেবলমাত্র লেবাছড়া গ্রাম থেকে ৪০/৪৫ জন চাকমা অংশগ্রহণ করেছে। কোনো গাবুজ্যা জধা (ইয়ুথ অর্গানাইজেশন), ছাত্র জধা (স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন) বা চাকমা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেনি। বরঞ্চ এই মিছিলের বিরুদ্ধে গাবুজ্যা জধা, ছাত্র জধা বা সোসাইটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এই মর্মে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে যে ইউপিডিএফ ও জেএসএসের সংঘাত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়। এই সংঘাতকে ত্রিপুরায় টেনে নিয়ে আসা উচিত হয়নি। এভাবেই ইউপিডিএফ অর্থের বিনিময়ে ত্রিপুরার চাকমা সমাজকে বিভক্ত করে চলেছে বলে তারা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইউপিডিএফ (প্রসিত) বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিকগতভাবে কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জেএসএসের সাথে পেরে না উঠায় ত্রিপুরা ও মিজোরামে জেএসএসের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার চালাচ্ছে ইউপিডিএফের প্রসিত গ্রুপ। তারই অংশ হিসেবে 'ত্রিপুরা সচেতন জনজাতি' নাম ব্যবহার করে গত জুন মাসে ত্রিপুরার কতিপয় জায়গায় পোস্টারিং ও লিফলেট বিলি করেছে ইউপিডিএফ।

আরো উল্লেখ্য যে, গত ১২ জুলাই ২০২৫ তারিখে গোমতী জেলার যতনবাড়িতে এবং ১৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে উনকোটি জেলার মাছমারাতে গাবুজ্যা জধা (যুব সংগঠন) চাগালা কার্বারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পৃথক দু'টি সভা আয়োজন করে। এসব সভায় সরাসরি জেএসএসের বিরোধী কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত না হলেও ফেসবুকের ফেইক একাউন্ট থেকে জেএসএসের বিরুদ্ধে আলোচনা হয়েছে মর্মে ইউপিডিএফ অপপ্রচার চালায়। এরূপ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় বহুল প্রচারিত 'জুম্ম টাইমস'-এর পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিশেষভাবে চাঞ্চল্যের বিষয় যে, ইউপিডিএফ কর্তৃক এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কোনো ঘটনা সংঘটিত করা হলে, তা সাথে সাথে দিল্লীতে বসবাসকারী চরম সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল সুহাস চাকমা তার ফেসবুক ওয়ালে প্রচার করে থাকে। সেসব ঘটনার উপর ফেসবুকে লাইভ সাক্ষাৎকার দিয়ে থাকে। তাই ইউপিডিএফ কর্তৃক জেএসএসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের ক্ষেত্রে সুহাস চাকমা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। জেএসএস বিরোধী ইউপিডিএফের প্রচারকার্যে এবং ভারতের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট জেএসএসের বিরুদ্ধে মিথ্যা, সাজানো ও কাল্পনিক অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে সুহাস চাকমা নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষত্রে তার কায়েমী স্বার্থ জড়িত রয়েছে বলে ত্রিপুরার অনেক চাকমা নেতা উল্লেখ করেন। সেই সাথে ত্রিপুরার কতিপয় সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও জড়িত রয়েছে বলে জানা যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ত্রিপুরার অনেক চাকমা নেতা উল্লেখ করেন যে, জেএসএস বিরোধী ইউপিডিএফের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারে সামিল হয়ে সুহাস চাকমা ও সুবিধাবাদী কতিপয় ব্যক্তি ত্রিপুরার চাকমাদেরকে জাতিগতভাবে বাংলাদেশী হিসেবে গণ্য করে চলেছে এবং চাকমা সমাজকে বিভক্ত করে চলেছে। অন্যদিকে জেএসএস নেতা-কর্মীদের সম্পর্কে ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার চালাতে গিয়ে ভারতের ভাবমূর্তি এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করে চলেছে সুহাস চাকমা ও কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তিরা। তাই ইউপিডিএফ ও সুহাস চাকমার এই ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার সম্পর্কে ভারত সরকারকে ও ত্রিপুরার চাকমা সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে বলে অনেক চাকমা প্রবীণ ব্যক্তি অভিমত ব্যক্ত করেন।

ঢাকার এক বৌদ্ধ বিহারে ইউপিডিএফের ছাত্র ক্যাডারদের হামলার শিকার এক নিরীহ জুম্ম ছাত্র

রাজধানী ঢাকার মিরপুর-১৩-তে অবস্থিত শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত) সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের একদল ক্যাডার অভি চাকমা নামে এক ছাত্রকে মারধর করে। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র ও প্রসিতপন্থী ইউপিডিএফের ক্যাডার ট্যালেন্ট চাকমার নেতৃত্বে একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-যুবক এই হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে।

অভি চাকমা (২৩) চুক্তির পক্ষের ছাত্র সংগঠন পিসিপির মিরপুর থানা শাখার সভাপতি বলে জানা গেছে।

৬ কোটি টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে রবি নেটওয়ার্ক কর্মচারীদের ছেড়ে দিল ইউপিডিএফ

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অপহরণ করার পর মুক্তিপণ ও চাঁদাবাবদ ৬ কোটি টাকার বিনিময়ে রবি মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানির ৩ কর্মচারীকে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিতপন্থী) সন্ত্রাসীরা ছেড়ে দিয়েছে। এদিকে অপহরণকারীদের কর্তৃক নিরাপদে চট্টগ্রাম থেকে মুক্তিপণ আদায়ের বিষয়টি নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নগদ ৩ কোটি টাকা হাতে পাওয়ার পর অপহরণকারীরা চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকার একটি আবাসিক হোটেল থেকে অপহৃত তিন ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ইউপিডিএফ (প্রসিতপন্থী) সন্ত্রাসীদের একটি দল খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার পুজগাং এলাকা থেকে রবি মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানির টাওয়ার অপারেটর বিকাশ চাকমা (৪৮), রবির মানিকছড়ি উপজেলার টেকনিশিয়ান মো: ইসমাইল মিয়া বাবু ও আব্রে মারমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পর বিপুল পরিমাণ অর্থ মুক্তিপণ দাবি করে। এমনকি ঐ সময় পানছড়ি এলাকার বিভিন্ন মোবাইল টাওয়ারের তার কেটে দিয়ে নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেয়।

ইউপিডিএফ (প্রসিতপন্থী) সন্ত্রাসীদের সাথে রবি মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানির প্রতিনিধিদের ব্যাপক দর কষাকষির পর সর্বশেষ মুক্তিপণ বাবদ ও বকেয়া চাঁদা বাবদ মোট ৬ কোটি টাকার বিনিময়ে অপহৃতদের ছেড়ে দেয় ইউপিডিএফ।

জানা গেছে, ছেড়ে দেওয়ার সময় ইউপিডিএফ প্রতিনিধি নগদ ৩ কোটি গ্রহণ করে এবং বাকি ৩ কোটি টাকা থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেড় কোটি এবং বাকি দেড় কোটি পর্যায়ক্রমে দেওয়ার অঙ্গীকার করে রবি কোম্পানির প্রতিনিধি।

এদিকে ইউপিডিএফ (প্রসিতপন্থী) সন্ত্রাসীদের কর্তৃক প্রায় সাড়ে ৭ মাস অপহরণ করে রাখার পর নিরাপদে চট্টগ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ আদায়ের বিষয়টি অনেকের মনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তাদের মতে, এই অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা সরকারের বিশেষ মহল ও ইউপিডিএফ যৌথভাবে সংঘটিত করেছে।

সাজেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ জুমচাষী অপহৃত, পরে মুক্তি

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের দক্ষিণ দাঁড়িপাড়া গ্রামের মন মোহন চাকমার ছেলে চন্দক চাকমা (৩৫) নামের একজন নিরীহ জুমচাষীকে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণ করা হয়।

গত ৭ অক্টোবর ২০২৫, ভোর রাত আনুমানিক ১ টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে টেনেহিঁচড়ে বাড়ির বারান্দায় নিয়ে এসে বেধরক মারধরের পর চন্দক চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গেছে যে, ভোর রাত আনুমানিক ১টার দিকে ইউপিডিএফের স্থানীয় চাঁদা কালেক্টর ধলাপুনো চাকমার (দলীয় নাম শিজক) নেতৃত্বে ১০ থেকে ১২ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ চন্দক চাকমার বাড়িতে হানা দেয়।

এ সময় বাড়িতে পরিবারের সবাই ঘুমন্ত অবস্থাতেই ছিলেন। হঠাৎ দরজা ভেঙ্গে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রথমে চন্দক চাকমার স্ত্রী ও সন্তানের দিকে বন্দুক তাক করে চিৎকার চেঁচামেচি না করার জন্য হুমকি দেয়। এরপর চন্দক চাকমাকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে টেনেহিঁচড়ে বাড়ির বারান্দায় নিয়ে আসা হয়।

এরপর চন্দকের বৃদ্ধ বাবা মন মোহন চাকমার সামনে ছেলেকে বেধড়ক মারধর করা হয়। বৃদ্ধ বাবা চোখের সামনে ছেলেকে এমন মারধর খেতে দেখে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাত-পা ধরে ঐভাবে মারধর না করার জন্য মিনতি জানালেও তারা তাঁর কোনো কথা শোনেননি ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা। একপর্যায়ে তারা সেখান থেকে চন্দক চাকমাকে অপহরণ করে তুলে নিয়ে যায়।

প্রায় সারাদিন আটক রাখার পর বিকেলের দিকে অপহৃত চন্দক চাকমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গ্যা জঙ্গী কর্তৃক আরেকজন তঞ্চঙ্গ্যা জুমচাষীকে অপহরণের অভিযোগ

বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড সংলগ্ন গর্জন বনিয়া থেকে সুমন তঞ্চঙ্গ্যা (৩৮), পীং রাশিঅং তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক জুমচাষীকে রোহিঙ্গা জঙ্গী সংগঠন আরাকান সলিডারিটি অর্গারেশন (আরএসও) ও আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মী (আরসা) কর্তৃক অপহরণ করা হয়েছে।

গত ৮ অক্টোবর ২০২৫ অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় নিজ পাড়া (গর্জনবনিয়া) থেকে ২-২৩ কিলোমিটার পূর্বে জুমের বেগুন ক্ষেত দেখতে গেলে তিনি নিখোঁজ হন।

সন্ধ্যা হওয়ার পরও ঘরে ফিরে না আসার গ্রাম থেকে ১০-১২ জন লোক সুমন তঞ্চঙ্গ্যাকে খোঁজ করতে যান। সুমন তঞ্চঙ্গ্যার জুম ক্ষেতে গিয়ে জুমের চারদিকে ডাকাডাকি করেও কোনো হদিস পাননি। পরে গ্রামবাসীরা জুমের দক্ষিণ দিকে ১০-১২ জনের জুতার পায়ের চিহ্ন দেখতে পান।

তখনই এলাকাবাসী সন্দেহ হয় যে, সুমন তঞ্চঙ্গ্যাকে সেখানকার এলাকায় অবস্থান করা আরএসও ও আরসা সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে। সুমন তঞ্চঙ্গ্যাকে না পেয়ে গ্রামবাসীরা পাড়ায় এসে ৭-৮ ঘটিকার দিকে গর্জনবনিয়া বিজিবি ক্যাম্পে গিয়ে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন।

বিজিবি ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ সুমন তঞ্চঙ্গ্যার নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে দায়সারাভাবে বলেন যে, সুমন তঞ্চঙ্গ্যাকে খোঁজ পেলে জানাবেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঘুমধুম ইউনিয়নের ভালুকিয়া থেকে ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যা নামে আরেক গ্রামবাসীকে অপহরণ করে আরএসও ও আরসা জঙ্গীরা। ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যাকে এখনো কোনো খোঁজ মেলেনি।

এর আগে গত ১৬ মে ২০২৪ তারিখে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং নাফ নদ ৫ নম্বর স্লুইসগেট এলাকা থেকে ছৈলা মং চাকমা (২৯) ক্যমংখো এ তঞ্চঙ্গ্যা (২৫) নামে দুইজন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীকে রোহিঙ্গ্যা জঙ্গী গোষ্ঠী কর্তৃক অপহরণ করা হয়।

ইউপিডিএফ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পণ্য আনয়নে নিষেধাজ্ঞায় সাজেকে ২০ গ্রামের মানুষ বিপাকে

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীদের কর্তৃক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনয়নের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়ার কারণে ঐ এলাকার অন্তত ২০ গ্রামের জুম্ম জনগণ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

অন্তত ২০ দিন ধরে ঐ এলাকার জুম্ম গ্রামবাসীরা তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঠিকমত কিনতে পারছেন না। অনেক কষ্ট করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ঐ গ্রামের লোকজন চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, রসুন সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য প্রধানত সাজেক ইউনিয়নের উদয়পুর ব্যবসা কেন্দ্রে অবস্থিত দোকানপাটের উপর নির্ভরশীল। ঐ দোকানপাটের মালিক/ব্যবসায়ীরা খাগড়াছড়ি, দীঘিনালা, বোয়ালখালি, মাচালং ইত্যাদি বাজার থেকে বিক্রয়ের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি উদয়পুর ব্যবসা কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

গত প্রায় ২০ দিন আগে, ঐ এলাকার ইউপিডিএফের প্রধান চাঁদা সংগ্রহকারী চীফ কালেকটর দলাপুনো চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা সাজেক-মাচালং-দীঘিনালা সড়কে নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো প্রকার পণ্য পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। দলাপুনো চাকমার বাড়ি সাজেকেরই দাঁড়িপাড়া গ্রামে বলে জানা গেছে।

নিষেধাজ্ঞার শিকার ২০টি গ্রাম হলো: দাঁড়িপাড়া, ছয়নালছড়া, শূন্যছড়া, ছোটো কমলাক, বড় কমলাক, তালছড়া, খাগড়াছড়ি, লংকর, কিংকর, ঢেবাছড়ি, ভুইয়োছড়া, তারাবনিয়া, ঘাউদোমোর, রাঙাপানিছড়া, নুয়ো আদাম, উদয়পুর, বাঘেইমোর, মঙ্গলি, ফিত্তিছড়া, গাছকাবাছড়া ইত্যাদি।

একটি সূত্র জানায়, অতিরিক্ত চাঁদা আদায়, জনগণকে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং জনগণের প্রতি অবিশ্বাসের কারণেই ইউপিডিএফ এইসব গণবিরোধী কাজ চালাচ্ছে। অনেকেই ইউপিডিএফ এর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করছে বলেও জানা গেছে।

> ‘এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা, প্রাণের কথা এখানে (সংবিধানে) প্রতিফলিত হয়নি বলে আমি মনে করি। কৃষকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, শ্রমিকের কথা প্রতিফলিত হয়নি, রিক্সাওয়ালার কথা প্রতিফলিত হয়নি, মেথরের কথা প্রতিফলিত হয়নি। আজ এদের সবার জীবন, মেথরের জীবন, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন অভিশপ্ত। তাদের কথা, তাদের দাবি এখানে স্থান পায়নি। এই যে অভিশপ্ত জীবন, তাদের কথা আজকে সংবিধানে নাই।’ *– এম এন লারমা*

ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা

থানচিতে বিজিবি কর্তৃক ম্রোদের ভূমি দখল করে ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার মেনরোয়া ম্রো পাড়া গ্রামের ম্রো গ্রামবাসীদের ভূমি জোরপূর্বক দখল করে নতুন বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ক্যাম্প স্থাপনের লক্ষে বিজিবির পক্ষ থেকে সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদেরকে ভূমির দলিলপত্র সহ ১৫ একর ভূমি বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

থানচির বলিপাড়া ব্যাটালিয়ন (৩৮ বিজিবি) ক্যাম্প এর কমান্ডার লে: কর্নেল জহিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ম্রো গ্রামবাসীদের ভূমি দখল করে এই ক্যাম্প স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি বেদখলের পাঁয়তারা

রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার ৩নং গুলশাখালী ও ৪নং বগাচতর ইউনিয়নে পাশাপাশি অবস্থিত দুই গ্রামের ৪ জুম্ম গ্রামবাসীর ভূমি পার্শ্ববর্তী এক প্রভাবশালী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক বেদখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ভূমি বেদখলের সাথে স্থানীয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্যাম্পের যোগসাজশ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বেদখলের চেষ্টাকারী ওই সেটেলার বাঙালির নাম মো: আব্দুল হালিম (৫০)। তিনি গুলশাখালী সেটেলার বসতি এলাকার বাসিন্দা। তিনি ৩৮৬নং গুলশাখালী মৌজার হেডম্যান বলেও জানা গেছে। একসময় গুলশাখালী ফরেস্টকে ডি-ফরেস্ট করা হলে সেই এলাকায় রাঙ্গামাটি ডিসির (ডেপুটি কমিশনার) মাধ্যমে ৩৮৬নং গুলশাখালী মৌজা সৃষ্টি করা হয়।

গত ৬ জুলাই ২০২৫ মো: আব্দুল হালিম ১০/১২ জনের সেটেলার বাঙালিদের একটি দল নিয়ে প্রথম ৩নং গুলশাখালী ও ৪নং বগাচতর ইউনিয়নের অন্তর্গত ৩৮৮নং রাঙ্গীপাড়া মৌজার রাঙ্গীপাড়া গ্রাম ও নোয়াপাড়া গ্রামের ৪ জুম্ম গ্রামবাসীর ভোগদখলকৃত জায়গা জবরদখল করার উদ্দেশ্যে জঙ্গল পরিষ্কার শুরু করে। এসময় জায়গার মালিক জুম্মরা জঙ্গল পরিষ্কার করতে বাধা প্রদান করলে, মো: আব্দুল হালিম ঐ জায়গায় বাগান করার জন্য তিনি ৩৭ বিজিবি, রাজনগর জোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লীজ নিয়েছেন বলে দাবি করেন।

মোঃ আব্দুল হালিম এসময় গ্রামবাসীরা বাগান করতে বাধা দিয়ে বিজিবি সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যাবে এবং মামলা দায়ের করবে বলেও হুমকি প্রদান করেন। এতে জায়গার মালিকরা অসহায় হয়ে পড়েন।

উক্ত ঘটনার পর জায়গার মালিকগণ পার্শ্ববর্তী ৩৭ বিজিবি'র রাজনগর জোন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করে তাদের ভূমি রক্ষার দাবি জানালেও বিজিবি কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো পদক্ষেপ নেননি বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, বারংবার বাধা প্রদান করা সত্ত্বেও ১৬ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করছে বলে গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা যায়।

ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা হলেন- ৪নং বগাচতর ইউনিয়নের বাসিন্দা গুনসিন্দু চাকমা (৪৫), পিতা-বীরসিংহ চাকমা, গ্রাম-নোয়াপাড়া ও অমীয় কান্তি চাকমা (৬১), পিতা-বীরেন্দ্র চাকমা, গ্রাম-রাঙ্গীপাড়া এবং ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের বাসিন্দা রিকেন চাকমা (৪০), পিতা- মন মোহন কার্বারি, গ্রাম-হাজাপেরা ও নেলশন চাকমা (৪২), পিতা- রনজিত চাকমা, গ্রাম- হাজাপেরা।

জানা গেছে, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে বিজিবি'র রাজনগর জোন কর্তৃপক্ষ ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের রিকেন চাকমা ও নেলশন চাকমা জায়গার একাংশ বেদখল করে '৮নং চেকপোস্ট' এবং গুণসিন্দু চাকমা ও অমিয় কান্তি চাকমা জায়গার একাংশ বেদখল করে '৭নং চেকপোস্ট' স্থাপন করে। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি অনুযায়ী উক্ত চেকপোস্টগুলো সরিয়ে নেওয়া হলেও, পরে এক পর্যায়ে বিজিবি কর্তৃপক্ষ চুক্তি লঙ্ঘন করে ওই চেকপোস্টের স্থানে 'নিরাপত্তা বাহিনীর পরিত্যক্ত ক্যাম্প, উক্ত স্থানে কোনো প্রকার চাষাবাদ, স্থাপনা নির্মাণ বা বসতি স্থাপন করা সম্পূর্ণ নিষেধ মর্মে 'সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি' শীর্ষক সাইনবোর্ড স্থাপন করে।

উক্ত এলাকায় গুনসিন্দু চাকমার জমির পরিমাণ ১.৫ একর, অমীয় কান্তি চাকমার জমির পরিমাণ ০.৩০ একর, রিকেন চাকমার জমির পরিমাণ ১.০০ একর এবং নেলশন চাকমার জমির পরিমাণ ০.৬০ একর বলে জানা গেছে।

বন্ধুদের ডাকে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে টেকনাফে খুন হলেন সুজন চাকমা

বন্ধুদের ফোন কল পেয়ে চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য কক্সবাজার জেলার টেকনাফে গিয়ে খুনের শিকার হলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলার যুবক সুজন চাকমা (৩০)। নিহত সুজন চাকমার পিতার নাম বাত্যে চাকমা, বাড়ি জুরাছড়ি সদর ইউনিয়ন এলাকায়। গত ৩১ আগস্ট ২০২৫ সন্ধ্যার দিকে এই হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

জানা যায়, সেদিন সকালে সুজন চাকমা প্রথমে কক্সবাজার সদরে যান। এরপর টেকনাফে যান চাকরির ইন্টারভিউ দেবেন বলে। টেকনাফে পৌঁছার পর সুজন চাকমার বন্ধুরা সুজন চাকমার বাবাকে ফোন দিয়ে ছেলের মুক্তির বিনিময়ে টাকা দাবি করে।

পরে এলাকার জনগণ টেকনাফ বাজারে শাপলা চত্বর নামক স্থানে রাতে ছুরিকাহত হয়ে জখম অবস্থায় সুজন চাকমাকে পড়ে থাকতে দেখতে পায়। ছুরিকাহত স্থানে সেলাই করা ছিল বলেও জানা যায়। পরে এলাকার জনগণ স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই উক্ত ডাক্তার সুজন চাকমাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এরপর ৭ সেপ্টেম্বর সুজন চাকমাকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত ৩ বাঙালি যুবক র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত তিন বাঙালি যুবকের নাম– ১। কালু (১৮), ২। হাশেম (৩২) ও ৩। সাহাব উদ্দিন (৩১)। তাদের সবাইকে টেকনাফ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কক্সবাজারে মুসলিম বাঙালি কর্তৃক তিন তঞ্চঙ্গ্যা পরিবারের সদস্যদের মারধর, এক নারীর শ্লীলতাহানি

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল অনুমানিক ৯:০০ ঘটিকায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানাধীন পালংখালী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত তেলখোলা (তৈয়নতুলী পাড়া) গ্রামে মুসলিম বাঙালি ইয়াছিন আলী (৪৮), পিতা- মৃত নজির হোসেন এর নেতৃত্বে ২৫/২৬ জনের অধিক একটি দল একই এলাকার তঞ্চঙ্গ্যা তিন পরিবারের সদস্যদের উপর অতর্কিত হামলা, লুটপাট ও পরিবারের এক নারীকে বিবস্ত্র অবস্থায় শ্লীলতাহানি করে।

ভুক্তভোগীরা হলেন, ১) সূর্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (৫০) পিতা-মৃত হাতদোবা তঞ্চঙ্গ্যা, স্থায়ী ঠিকানা: ডাইনে কাইন্দা পাড়া, ৪নং ওয়ার্ড, ৬নং বালুখালী ইউপি, থানা- রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি, বর্তমান ঠিকানা: তেলখোলা (তৈয়নতুলী পাড়া), ৬নং ওয়ার্ড, ৫নং পালংখালী ইউনিয়ন, থানা-উখিয়া; ২) রিপন তঞ্চঙ্গ্যা (২৫) , পিতা-রজু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, ৩) শান্তি রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা (৩৪) পিতা-ধপ্পুরী তঞ্চঙ্গ্যা। অপরদিকে শ্লীলতাহানির শিকার নারীও (২২) একই গ্রামের তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের গৃহবধূ।

জানা যায়, ঘটনার ৩/৪ দিন পূর্বে ইয়াছিন আলীর পালিত একটি মহিষ তেলখোলা পাহাড়ি এলাকায় ঘাস খাওয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলে কে বা কারা তার মহিষটিকে কুপিয়ে আঘাত করে। এতে মহিষটি তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা সম্প্রদায়ের লোকজন আঘাত করে বলে সন্দেহ করে। ইয়াছিন আলী দীর্ঘদিন ধরে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের লোকজনদের বিভিন্ন সময়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে আসছে।

এক পর্যায়ে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল অনুমানিক ৯:০০ ঘটিকায় ইয়াছিন আলীর নেতৃত্বে ২৫/২৬ জন মুসলিম বাঙালি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ধারালো দা, কিরিচ, লোহার শাবল, লাঠি, লোহার রড, অবৈধ বন্দুক ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সূর্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, রিপন তঞ্চঙ্গ্যা এবং শান্তি রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যার বাড়িতে হামলা করে।

এই সময় সূর্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, রিপন তঞ্চঙ্গ্যা এবং শান্তি রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যা বাধা প্রদান করলে তাদের বুকে, পিঠে, মাথায়, কোমরে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত দিয়ে জখম করে।

লোহার শাবলের আঘাতে রিপন তঞ্চঙ্গ্যার বাম চোখের নিচের হাড় ভেঙ্গে যায়। এইসময় ভুক্তভোগীরা চিৎকার শুনলে আশেপাশের লোকজন তাদের বাচাঁনোর উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে আসলে তাদেরকেও মুসলিম বাঙালিরা খুন করার হুমকি দেয়।

এমতাবস্থায় সূর্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যার মেয়ে (২২) বাধা পৃদান করতে গেলে তাকেও চুল ধরে টানাহেঁচড়া করে এবং পরনে থাকা কাপড় চোপড় ছিড়ে একপ্রকার বিবস্ত্র অবস্থায় শ্লীলতাহানি করে।

এক পর্যায়ে মুসলিম বাঙালিরা সূর্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, রিপন তঞ্চঙ্গ্যা এবং শান্তি রঞ্জন তঞ্চঙ্গ্যাকে হত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মারধর করতে করতে অপহরণ করে ঘটনাস্থল হতে অনুমানিক ৬/৭ কিলোমিটার দূরে ইয়াছিন আলীর বসত বাড়িতে নিয়ে যায় এবং আটক অবস্থায় সেখানেও শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে।

পরে তাদের অপহরণের খবর স্থানীয়ভাবে জানাজানি হলে উখিয়া থানা হতে একদল পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গেলে কৌশলে হামলাকারী মুসলিম বাঙালিরা পাহাড়ি এলাকার দিকে পালিয়ে যায় এবং একইদিন দুপুর অনুমানিক ২:০০ ঘটিকায় পুলিশের সহায়তায় ভুক্তভোগীদের জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

পরে স্থানীয়রা তাদের উখিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়।

এই সময় হামলাকারীরা সূর্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যার কলা বাগান হতে ১২০ টি কলা গাছ কেটে ফেলে, সবজি ও ধানক্ষেত নষ্ট করে ৬০,০০০/- টাকার পরিমাণ ফসল ক্ষতি সাধন করে এবং ২টি ধুসর রংয়ের গাভী (যেগুলির মূল্য ১,৪০,০০০/- টাকা), ১টি পাঠা ছাগল (মূল্য ১২,০০০/- টাকা), ৩টি ছাগী (মূল্য ৩০,০০০/- টাকা) এবং তার মেয়ে সুন্দরী তঞ্চঙ্গ্যা (২০) এর ব্যবহারের ৮ আনা ওজনের ১ জোড়া স্বর্ণের কানের দুল, নগদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা, এবং রিপন তঞ্চঙ্গ্যার বসত বাড়িতে থাকা ১টি ৩০ এম্পিয়ার সৌর বিদ্যুতের ব্যাটারি, ঘরে রক্ষিত থাকা নগদ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) নিয়ে যায়। এছাড়া রিপন তঞ্চঙ্গ্যার ঘরে থাকা মালামাল ও বৌদ্ধ আসন ভাংচুর, সবজি ও ধানক্ষেত নষ্ট করে, যার বাজার মূল্য ৮০,০০০/- টাকা।

এই ঘটনায় উখিয়া থানায় সূর্য কুমার তঞ্চঙ্গ্যা বাদী হয়ে ১। ইয়াছিন আলী (৪৮), পিতা- মৃত নজির হোসেন, মাতা- মলকা বানু, ২। মোহাম্মদ বাবুল (২৩), পিতা- ইয়াছিন আলী, ৩। নবাব মিয়া (২৬), পিতা- পিয়ার আলী, ৪। শুকুর আলী (২৬), পিতা- মোহাম্মদ হোসেন প্রকাশ মুনিয়া, ৫। রুবেল মিয়া (২১), পিতা- মৃত ইন্না আমিন, সর্ব সাং- তেলখোলা, ৬নং ওয়ার্ড, ৬। ইউছুপ আলী (২৮), পিতা- জমির আহমদ, সাং- তেলখোলা লাল পাইন্যা, ৬নং ওয়ার্ড, ৭। মোহাম্মদ আব্দু শুক্কুর (৩৩), পিতা- ছৈয়দ আলম, শ্বশুর- ইয়াছিন আলী, ৮। রুহুল আমিন (২৮), পিতা- মৃত ইন্না আমিন, ৯। জাহাঙ্গীর আলম (২০), পিতা- মৃত সিরাজুল হক, ১০। হেলাল উদ্দিন (২৪), পিতা- মৃত ফরিদ আহমদ, ১১। আনর আলী (৪৩), পিতা- মৃত নজির হোসেন, মাতা- মলকা বানু, ১২। মোহাম্মদ রিদোয়ান (২০), পিতা- আনর আলী, সর্ব সাং- তেলখোলা, ৬নং ওয়ার্ড ও অজ্ঞাত নামা ২৫/২৬ জনকে বিবাদী করে একটি মামলা দায়ের করেন।

ঘুমধুমে গরু চড়াতে গিয়ে নিখোঁজ ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যা, আরএসও'র দিকে সন্দেহ

বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নে ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যা (৫৫) নামে এক জুম্ম গ্রামবাসী পাহাড়ে গরু চড়াতে গিয়ে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা ধারণা করছেন, রোহিঙ্গাদের জঙ্গি সংগঠন আরএসও (রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন) ও আরসা (আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মী)-এর সন্ত্রাসীরা গরুগুলো সহ ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যাকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে।

জানা গেছে, ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের ভালুকিয়া গ্রামে। তিনি ভালুকিয়া খালের শেষ সীমান্তে কলাবাগান করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন গ্রামবাসীদের গরু চড়ানোর কাজও নিতেন। ফলে তার কাছে প্রায় ১৫-২০টি গরু ছিল, যেগুলো তিনি পাহাড়ি এলাকায় চড়াতেন।

তবে সম্প্রতি ঐ এলাকায় রোহিঙ্গা সংগঠন আরএসও ও আরসা'র সশস্ত্র সদস্যদের আনাগোনা ও তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, গ্রামবাসীদের পরামর্শে ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যা রাতে মূল গ্রামে এসে রাত্রিযাপন করতেন। সকালে আবার গরুগুলো চড়াতে যেতেন।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর, সকালে যথারীতি গরু চড়াতে গিয়ে সেদিন আর রাতে ফিরে আসেননি ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যা। পরদিন ২৪ সেপ্টেম্বর সারাদিন তিনি ফিরে না আসায়, ভালুকিয়া ও ফাত্রাঝিরি গ্রামের উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা (১০-১২ জন) ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যার বাগানে গিয়ে ও আশপাশের এলাকায় অনুসন্ধান চালান। কিন্তু তারা কোথাও ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যা ও তার গরুগুলি খুঁজে পাননি।

এলাকাবাসীর সন্দেহ, আরএসও-আরসা'র সন্ত্রাসীরাই গরুগুলি সহ ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যাকে ধরে নিয়ে গেছে।

গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি আরএসও সদস্যরা ভালুকিয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী ৩৯-৪১ নং সীমান্ত পিলার ওয়াক্কুডং পাহাড় ও গার মোইন ছড়া এলাকায় ঘাঁটি করে অবস্থান করছে এবং সেখান থেকে তৎপরতা চালাচ্ছে। একসময় সেই এলাকায় আরাকান আর্মির সদস্যরা অবস্থান করেছিল।

ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যাকে খুঁজে না পাওয়ায় গ্রামবাসীরা ঘটনাটি পার্শ্ববর্তী রেজু পাড়া বিজিবি ক্যাম্পে অবহিত করেছেন। কিন্তু বিজিবি কর্তৃপক্ষ ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যাকে উদ্ধারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এদিকে ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে প্রায় ১০০-১৩০ জন নারী-পুরুষ গ্রামবাসী আবার নিখোঁজ ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যাকে খুঁজতে যান। তবে তারা নিখোঁজ ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যার কোনো হদিশ পায়নি।

খাগড়াছড়ি অবরোধে ১৪৪ ধারা জারি: অতঃপর জুম্মদের উপর হামলা, গুরুতর আহত ৩

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ছিল মারমা স্কুল ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং সকল ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে 'জুম্ম ছাত্র-জনতা'র ব্যানারে খাগড়াছড়ি জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি। সকাল ১০টার দিকে খাগড়াছড়ি সদরের নারানখাইয়্যা এলাকায় অবরোধকারী জুম্ম ছাত্র-জনতার সাথে সেটেলার বাঙালিদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়, যা প্রায় বিকাল ৩টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এদিকে খাগড়াছড়ি জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং জনগণের জান ও মালের ক্ষতিসাধনের আশঙ্কা প্রকাশ করে দুপুর ২টা হতে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও সদর উপজেলায় ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দেন। বিকাল ৩টায় জেলার গুইমারা থানায়ও ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু উক্ত আদেশ জারির কয়েক ঘন্টা পরেই সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক সংঘবদ্ধভাবে জুম্মদের বিভিন্ন এলাকায় হামলা শুরু করে। এতে অন্তত ৩ জন গুরুতর আহত হয়। আহত ব্যক্তিরা হলেন– ১। রিকন চাকমা ওরফে বারিজে (২৯), পীং-ভাক্তা চাকমা, ঠিকানা-রাণীপাড়া, বড়াদম, দীঘিনালা উপজেলা; ২। প্রুমিয়া ত্রিপুরা (২৫), ঠিকানা-আমতলী, কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা এবং ৩। কংসাই মারমা ওরফে মংসাঅং (২২), ঠিকানা-আমতলী, কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা।

সেটেলার বাঙালি দ্বারা জুম্মদের উপর হামলায় আহতদের মধ্যে অধিকতর গুরুতর আহত অবস্থায় রিকন চাকমাকে খাগড়াছড়ি পার্কসাইড হাসপাতাল থেকে চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। রিকন চাকমা পেশায় একজন পিক-আপ ড্রাইভার। খাগড়াছড়ি হাসপাতালে তার মাথায় ১৭টি সেলাই হয়েছে বলে জানা যায়। তিনি নারানখাইয়্যা এলাকায় সেটেলার বাঙালিদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হন।

জানা গেছে, দুপুর ২টায় ১৪৪ ধারা জারির পর, বিকাল ৪টার দিকে সেটেলার বাঙালিদের একটি দল খাগড়াছড়ি সদরের মহাজন পাড়ায় ধারালো অস্ত্র এবং কাস্তা ও ধাতব গুলি নিয়ে হামলা চালায়। এসময় সেটেলার বাঙালি ও মহাজন পাড়ার ছাত্র-জনতার মধ্যে কয়েক ঘন্টা যাবৎ ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া চলে।

এছাড়া বিদেশি অর্থায়নে নির্মাণাধীন উপজেলা মসজিদের গম্বুজ ও ছাদ থেকে একদল সেটেলার বাঙালি জুম্মদের উপর ইটপাটকেল ও গুলতি ছোঁড়ে। এসময় তারা গুলতির গুলি হিসেবে সীসা ও পরিত্যক্ত বন্দুকের গুলিও ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, সেটেলাররা নিজেরাই মসজিদের কিছু গ্লাস ভেঙে পরে জুম্মরা ভেঙে দিয়েছে বলেও অপপ্রচার চালায় বলে জানা যায়।

১৪৪ ধারা জারির মধ্যেও রাত ৭টার দিকে সেটেলার বাঙালিদের আরো দুটি দল সংঘবদ্ধ হয়ে পরপর জুম্ম অধ্যুষিত গঞ্জপাড়া গ্রাম এবং খাগড়াছড়ি বাজার এলাকার য়ংড বৌদ্ধ বিহার সংলগ্ন এলাকায় জুম্মদের উপর হামলা চালায়।

এসময় সেটেলার বাঙালিদের ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোটার আঘাতে য়ংড বৌদ্ধ বিহার এলাকায় প্রুমিয়া ত্রিপুরা ও কংসাই মারমা ওরফে মংসাঅং মারমা গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

রাত ৮টার দিকে জানা যায়, সেটেলার বাঙালিদের আরেকটি দল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের নিকটবর্তী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর সদরদপ্তরের পাশে অবস্থান নিয়েছেন।

এছাড়া স্টেডিয়ামের পাশে সেনাবাহিনী একটি নতুন চেকপোস্ট বসিয়েছে এবং কিছু বাংকার খনন করেছে বলে জানা গেছে।

সেটেলারদের হুমকিতে রাঙ্গামাটিতে ভূমি কমিশন সভা স্থগিত

সেনামদদপুষ্ট সেটেলার বাঙালিদের ছাত্র সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি) এর হরতালের হুমকিতে ১৯ অক্টোবর ২০২৫ রাঙ্গামাটিতে আহুত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা স্থগিত করা হয়েছে।

গত ১৬ অক্টোবর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি নিষ্পত্তি বিরোধ কমিশন সচিব (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সভাটি স্থগিত করা হয়। পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ে স্থাপিত ভূমি কমিশনের অফিসে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

উল্লেখ্য, গত ১৬ অক্টোবর ৮ দফা দাবি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে পিসিসিপি। এই সময় পিসিসিপি নেতরা বলেন, পিসিসিপি আট দফা দাবি বাস্তবায়ন না করে ভূমি কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হলে তা ভূমি কমিশনের সভা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।

বাহ্যত সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন পিসিসিপির এই হুঁশিয়ারিতেই ভূমি কমিশন উক্ত সভা স্থগিত করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

পার্বত্য ভূমি কমিশন কর্তৃক সভা আহ্বান করা হলে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সেটেলার সংগঠন কর্তৃক প্রতিহতের হুমকি দেয়া এবারে প্রথম নয়। এর আগেও সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের হুমকিতে ভূমি কমিশনের সভা তিনবার স্থগিত করতে হয়েছে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর গঠিত হওয়ার সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ পার্বত্য ভূমি কমিশনের ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বান্দরবানে আহুত বৈঠকের বিরুদ্ধে সড়ক অবরোধ ডাক দেয়। ফলে ভূমি কমিশনের বৈঠক যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

এরপর ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের পূর্ব-নির্ধারিত বৈঠক ভন্ডুল করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে আহুত ভূমি কমিশনের সভা ঘেরাও করে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ। এ সময়ে নাগরিক পরিষদের প্রতিবাদকারীদের প্রতিরোধ না করে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী তাদের প্রতি প্রকারান্তরে সমর্থন ও মদদ দেয়।

এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিলে উক্ত সভা প্রতিহত করাসহ ৭ দফা দাবিতে ৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) সকাল ৬:০০ টা থেকে ৭ সেপ্টেম্বর (বুধবার) দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত রাঙ্গামাটি শহর এলাকায় টানা ৩২ ঘন্টা হরতালের ডাক দেয় সেটেলারদের এই সন্ত্রাসী সংগঠন। ফলে ভূমি কমিশনের উক্ত বৈঠকও স্থগিত করা হয়।

বাঘাইছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১০ জুম্মের ঘর ভাঙচুর ও লুটপাট এবং ১ টি ঘরে অগ্নিসংযোগ

রাঙামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতুলি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত বড় মাহিল্যা নামক একটি জুম্ম অধ্যুষিত গ্রামে গত ২০ অক্টোবর ২০২৫ রাত আনুমানিক ১১.৩০ ঘটিকার সময়ে সেটেলার বাঙালিরা অন্তত ১০ টি জুম্ম গ্রামবাসীর ঘরবাড়ি ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট এবং অন্য আরেকটি ঘর লুটপাট শেষে অগ্নিসংযোগ চালিয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে বলে জানা যায়।

বছর খানেক আগে বাঘাইছড়ি উপজেলা এবং লংগদু উপজেলার সীমান্তবর্তী জায়গা বড় মাহিল্যাতে লংগদুর গুলশাখালি থেকে দুইজন বহিরাগত সেটেলার বাঙালি গোপনে এক জুম্মের কাছ থেকে জায়গা ক্রয় করে।

কিন্তু পরবর্তীতে বিষয়টি বড় মাহিল্যাতে জুম্মদের কাছে জানাজানি হওয়ার পর যিনি জায়গাটি বিক্রি করেছেন সেই জুম্মটি পুনরায় টাকাগুলো উক্ত দুই সেটেলারদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাইলে তারা টাকাগুলো ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানান।

তবে এর কিছুদিন পর কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ঐ দুই সেটেলাররা টাকাগুলো ফেরত নিতে সম্মত হন। ফলে জুম্মটি কোনো দেরী না করে টাকাগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে চলে আসেন। এবং ঘটনাটি সেখানেই মীমাংসা হয়ে যায়।

অন্যদিকে এ ঘটনার কয়েকমাস পর আশ্চর্যজনকভাবে আবারও উক্ত সেটেলাররা দলবল মিলে জুম্মটির বিক্রি করা সেই

জায়গাটিতে জঙ্গল পরিষ্কার করতে আসলে বড় মাহিল্যার আশেপাশের জুম্মরা সেটি দেখতে পান এবং তারা সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মিলে সেটি বাঁধা দিতে থাকেন।

একপর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে, ঘটনাটি দ্রুত জানাজানি হয়ে যায়। পরে উভয়পক্ষের জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান, কার্বারী ও বাঘাইছড়ি উপজেলা প্রশাসনের লোকজন সেখানে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। তবে সেদিন উক্ত ঘটনার কোনো সুরাহা হয়নি বলে জানা যায়।

পরে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে সেদিন সিদ্ধান্ত হয়, জায়গাটি যেহেতু বিতর্কিত, তাই আপাতত ঘটনা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জায়গাটিতে পাহাড়ি-বাঙালি কেউ কোনো প্রকারের ঘরবাড়ি তুলতে পারবে না বা বাগান সৃজন করতে পারবে না।

কিন্তু গত ২০ অক্টোবর জায়গার মালিক নিজের বাগান ঘুরতে গিয়ে দেখতে পান ঐ জায়গায় একাধিক সেটেলার বাঙালি অন্যায়ভাবে আগে থেকে ঘর তৈরি করে ফেলেছে এবং তারা বিভিন্ন প্রকারের বাগান সৃজনের জন্য জঙ্গল কেটে ফেলছে।

তাই সেদিন রাত আনুমানিক ৮:০০ ঘটিকার দিকে জুম্মদের একটি অংশ ক্ষুব্ধ হয়ে জুম্মদের জায়গা দখল করে ঘর নির্মাণ করা দুই সেটেলারের বাড়িতে ভাংচুর চালায় এবং বাড়িতে থাকা সেটেলার বাঙালিদের সেদিন হওয়া সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তাদের ঘরগুলো উক্ত জায়গা থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে নেওয়ার কথা বলে শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি ফিরে আসে।

এরপর ঐ ঘটনার পাল্টা হিসেবে আনুমানিক রাত ১১:৩০ ঘটিকার সময় বিশেষ মহলের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে সদলবলে সেটেলার বাঙালিরা বড় মাহিল্যার জুম্মদের গ্রামে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। তবে সেসময় জুম্মরা কেউ গ্রামে না থাকলেও তাদের ঘরে থাকা জিনিসপত্র যেমন, ধান-চাল, কাপড়চোপড়, মেশিন ও গবাদিপশু সহ বিভিন্ন প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লুটপাট করে নিয়ে যায় সেটেলার বাঙালিরা। আর যাওয়ার সময় অনেকের বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় ও জগদীশ চাকমা, পিতা: বগরা চাকমা নামের এক জুম্মের ঘরে অগ্নিসংযোগ চালিয়ে তাঁর ঘরটি সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর ভাষ্যনুযায়ী সেটেলার বাঙালিদের এই হামলায় জুম্মাদের আনুমানিক ৩৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

বড় মাল্যে সেটেলারদের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো হলো: জগদীশ চাকমা, পিতা: বগরা চাকমা; যুদ্ধমনি চাকমা, পিতা: নীল মোহন চাকমা; সুমতি রঞ্জন চাকমা, পিতা: বানেশ্বর চাকমা; বড়পেদা চাকমা, পিতা: চন্দ্র সেন চাকমা; উষাময় চাকমা, পিতা: বিজয় চাকমা; সবার বিজয় চাকমা, পিতা: প্রীতি কুমার চাকমা; নীল রতন চাকমা, পিতা: বসু কুমার চাকমা; সুশান্ত চাকমা, পিতা: অজানা; নিপন চাকমা, পিতা: বিজয় চাকমা; নিহার বিন্দু চাকমা, পিতা: বৃত্তি কুমার চাকমা; এবং রিন্টু চাকমা, পিতা: বিজয় চাকমা, সর্বসাং: বড় মাহিল্যা।

শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের ১২তম সভা স্থগিত

ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় ১২তম সভা স্থগিত করা হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর ২০২৫ রোববার চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ও টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব ড. মো. জিয়াউদ্দীন স্বাক্ষরিত এক নোটিশে এ নির্দেশনা জারি করা হয়।

নোটিশে বলা হয়, “আগামী ২২ অক্টোবর বুধবার সকাল ১১টায় টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সুদত্ত চাকমার সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিতব্য ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয়, শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের ১২তম সভা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সভার পরবর্তী তারিখ ও সময় যথাসময়ে জানানো হবে।

উল্লেখ্য, টাস্কফোর্সের সভা ঘোষণার পর থেকেই সেনাবাহিনীর সমর্থিত সেটেলার বাঙালিদের বিভিন্ন সংগঠন নানা ধরণের ষড়যন্ত্র মাধ্যমে সভাটি ভন্ডুল করার চেষ্টা চালাতে থাকে। ফলে টাস্কফোর্সের সভাটি স্থগিত করা হয়।

এর আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদসহ (পিসিসিপি) সচেতন ছাত্র-জনতা পার্বত্য ভূমি কমিশনের বৈঠক প্রতিহত করার ঘোষণা দেয় এবং আট দফা দাবিতে ১৪ অক্টোবর রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করে। পরদিন সংবাদ সম্মেলনে তারা ১৯ অক্টোবর হরতালের ডাক দেয়। তবে সভা স্থগিতের ঘোষণা এলে আন্দোলনকারীরা হরতাল প্রত্যাহার করেন।

নারীর উপর সহিংসতা

ভাইবোনছড়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা শিক্ষার্থী গণধর্ষণের শিকার

গত ২৭ জুন ২০২৫ খাগড়াছড়ি সদরের ভাইবোনছড়া এলাকায় এক ত্রিপুরা (১৪) আদিবাসী শিক্ষার্থী রথ যাত্রা পূজা পালন শেষে গভীর রাত হওয়াতে তার চাচাতো ভাইয়ের বাড়িতে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে গেলে ৬ জন সেটেলার বাঙালি যুবক ভুক্তভোগীকে অনুসরণ করে রাত আনুমানিক ৯.৩০টার দিকে জোরপূর্বক ঐ বাড়িতে প্রবেশ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

ধর্ষণকারীদের পরিচয়: ১) মো: মনির ইসলাম (৩৫), পিতা- লাল মিয়া, ২) মো: আরমান ইসলাম (৩২), পিতা-মৃত মো: আব্দুল, ৩) মো: সাদ্দাম হোসেন (২৯), পিতা- মৃত মোখলেছুর রহমান, ৪) মো: সোহেল ইসলাম (২৩), পিতা- নবীন মিস্ত্রী, ৫) মো: ইমাম ইসলাম (২৫), পিতা- মো: আলম ইসলাম ৬) এনায়েদ হোসেন (২৫), পিতা- রুহুল আমিন, সর্বসাং-ভাইবোনছড়া বাজার এলাকায়, থানা- খাগড়াছড়ি সদর, জেলা- খাগড়াছড়ি।

উক্ত ঘটনায় ভিক্তিমের পিতা বাদী হয়ে খাগড়াছড়ি সদর মডেল থানায় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৫৪ অনুসারে, মামলা নম্বর: ৪, ৯(৩) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০; তৎসহ ৩৪২ / ৩২৩ / ৫০৬ পেনেল কোড ১৮৬০; অপরাধের শিরোনাম: গণধর্ষণ সংক্রান্ত এক মামলা দায়ের করেন।

মামলার এজাহারে ভুক্তভোগীর পিতা উল্লেখ করেন, গত ২৭/০৬/২০২৫ ইং তারিখ দুপুর অনুমান ০২.০০ ঘটিকার সময় আমার মেয়ে (১৪) রথযাত্রা পূজা উৎসব পালন করার জন্য খাগড়াছড়ি সদর থানাধীন ভাইবোনছড়া বাজার সংলগ্ন জগন্নাথ মন্দিরে যায়। পূজা অনুষ্ঠান শেষে আমার মেয়ে জগন্নাথ মন্দির হইতে বাহির হইয়া তাহার চাচা অর্থাৎ আমার ছোট চাচাত ভাই সহ খাগড়াছড়ি সদর থানাধীন ভাইবোনছড়া উন্নয়ন বোর্ড বাসভবন এর পাশে ভাড়া বাসায় যাওয়ার পথে আসামীরা আমার মেয়েকে অনুসরণ করে। পরবর্তীতে ২৭/০৬/২০১৫ ইং তারিখ রাত অনুমানিক ০৯.৩০ ঘটিকার সময় ধর্ষকরা আমার চাচাত ভাইয়ের ভাড়া বাসায় জোরপূর্বক প্রবেশ করে আমার মেয়ে ও চাচাত ভাইকে প্রাণে হত্যা করার ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। অতঃপর আমার চাচাত ভাইকে এক রুমে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখে এবং আমার মেয়েকে অপর একটি রুমে নিয়া যায়। ধর্ষকরা পার্শ্ববর্তী রুমের ভাড়াটিয়াদের রুমের দরজা বাহির থেকে লাগিয়ে দেয়, যাহাতে কোনো লোক রুমের ভিতর হইতে বাহির হতে না পারে। একপর্যায়ে ধর্ষকরা আমার মেয়েকে প্রাণ নাশের হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক পালাক্রমে ধর্ষণ করে গুরুতর আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়। এতে আমার মেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে পরের দিন অর্থাৎ গত ২৮/০৬/২০২৫ইং তারিখ সকাল অনুমানিক ০৭.৩০ ঘটিকার সময় ভুক্তভোগীর জ্ঞান ফিরে আসলে সে নিজ বাড়ীতে চলে যায়। একপর্যায়ে উক্ত ঘটনায় সে দারুন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিগত ১২/০৭/২০২৫ খ্রি: তারিখ সন্ধ্যা সময়ে নিজেকে প্রাণে শেষ করার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন তাকে চিকিৎসার জন্য খাগাড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ভুক্তভোগী এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই ঘটনায় তাদের মেয়ে লজ্জায় এবং ধর্ষকদের হুমকির ভয়ে কাউকে বিষয়টি বলতে পারেনি। পরে এই ঘটনায় সে মানসিক ভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে নিজেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

এই ঘটনায় পুলিশ চার জন ধর্ষককে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে জানা যায়। গ্রেপ্তাররা হলেন: ১) মো: আরমান ইসলাম (৩২), ২) ইমন হোসেন (২৫) ৩) এনায়েদ হোসেন (৩৫) ৪) মো: সাদ্দাম হোসেন (৩২)। ধর্ষকদের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রদলের রাজনীতি সাথে জড়িত।

খাগড়াছড়ির গুইমারায় বাঙালি শিক্ষক কর্তৃক এক জুম্ম ছাত্রীকে যৌন হয়রানি

গত ২৭ জুলাই ২০২৫ খাগড়াছড়ির জেলার গুইমারা উপজেলায় গুইমারা কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক জুম্ম স্কুল ছাত্রীকে উক্ত স্কুলের সহকারী শিক্ষক মো: জসিম উদ্দিন (৪৫) কর্তৃক যৌন হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২৭ এপ্রিল ২০২৫ অভিযুক্ত শিক্ষক জসিম উদ্দীন শাস্তি দেয়ার অজুহাতে ভুক্তভোগীর স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়। এতে ঐ স্কুল ছাত্রী বিষয়টি তার পরিবারকে অবগত করলে পরদিন ২৮ জুলাই ২০২৫ সকালে ভুক্তভোগীর অভিভাবকবৃন্দ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশীল রঞ্জন পাল এবং গুইমারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)'র নিকট ঘটনার লিখিত অভিযোগ জানান। এতে অভিযুক্ত শিক্ষকের পক্ষ হয়ে ইউএনও ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার মীমাংসার চেষ্টা করে বলে জানা যায়।

একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত শিক্ষককে বহিষ্কৃত করা হবে বলে অভিভাবকদের আশ্বাস প্রদান করা হলেও লিখিতভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এতে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদ করলে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং অভিযুক্ত শিক্ষক জসিম উদ্দিনকে সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃক গুইমারা সেনা রিজিয়নে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জানা যায়, মো: জসিম উদ্দিন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

উল্লেখ্য, ভুক্তভোগী ছাড়াও বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রীর ভাষ্যমতে, অভিযুক্ত মো: জসীম উদ্দিন ক্লাস চলাকালীন সময় শিক্ষার্থীদেরকে নানাভাবে যৌন হয়রানি করে এবং ছাত্রীদের স্পর্শকাতর জায়গায় বেত দিয়ে মারধর করে, এমনকি ছাত্রীদের আদর করার নাম করে ছাত্রীদের শরীরে প্রথমে হাত স্পর্শ করে, এরপর কোমর ও শরীরের বিভিন্ন অংশে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হাত দিয়ে থাকে। ছাত্রীরা অভিভাবক ও অন্যান্য শিক্ষককের কাছে অভিযোগ দিবে বললে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেয় বলে জানা যায়।

জুরাছড়িতে সেটেলার বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক এক জুম্ম প্রতিবন্ধী নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ১০ আগস্ট ২০২৫ রাত আনুমানিক ১১:৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড বেগাবেক্ক্যে গ্রামে এক সেটেলার বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক এক জুম্ম প্রতিবন্ধী নারী (১৯) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছেন।

ধর্ষণের চেষ্টাকারী সেটেলার বাঙালির নাম: রমজান আলী (৩২), পিতা: শাহজাহান, ঠিকানা: ফিশারী ঘাট, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।

জানা যায় যে, উক্ত গ্রামে সরকারি প্রকল্পের পানির হাউস নির্মাণের জন্য ভুক্তভোগীর বাড়ির রাস্তার পাশে হৃদয় এর নেতৃত্বে ৩ জন সেটেলার বাঙালিকে আনুমানিক এক সপ্তাহ ধরে কাজে নিয়োজিত রাখা হয়। প্রকল্পের কন্ট্রাক্টর রায়হান বলে জানা যায়।

১০ আগস্ট রাত আনুমানিক ১১:৩০ ঘটিকার সময়ে রমজান আলী উক্ত নারীর বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে এক পর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী চিৎকার করলে পরিবারের সদস্যরা সেখানে এগিয়ে আসে এবং রমজান আলীকে হাতে নাতে ধরে। এতে পরিবারের লোকজন উত্তম-মধ্যম দেওয়ার পর রমজান আলীকে সারারাত গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয় এবং সকালে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সন্তোষ চাকমাকে ফোন দিয়ে বিস্তারিত জানানো হয়।

পরে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ উপস্থিত হলে ধর্ষণের চেষ্টাকারী রমজান আলীকে সেনাবাহিনী জুরাছড়ি সদর জোনে

নিয়ে যায়। সেখানে গ্রামের মুরুব্বি, কারবারি সাথে গেলে তাদের সবাইকে নিজ নিজ স্থানে সেনাবাহিনী পক্ষ থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য বলা হয়।

খাগড়াছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা স্কুল ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার

খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পৌরসভা এলাকায় তিন জন সেটেলার বাঙালি যুবক কর্তৃক হাই স্কুলে পড়ুয়া এক মারমা শিক্ষার্থী (১২) গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাত ৯টা হতে রাত ১১টার মধ্যে খাগড়াছড়ি পৌরসভার সিঙ্গিনালা ১নং ওয়ার্ডের শাসন রক্ষিত বৌদ্ধ বিহারের পূর্ব পাশে। ভুক্তভোগী মেয়েটি খাগড়াছড়ি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী।

এখন পর্যন্ত ধর্ষকদের নাম পাওয়া না গেলেও ভুক্তভোগী ছাত্রী সেটেলার যুবকদের দেখেছেন বলে ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ভুক্তভোগীর পিতা মংসাজাইং মারমা (৪৮) নিজে বাদী হয়ে এবিষয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলা করার সময় মামলায় মংসাজাইং মারমা 'ধর্ষণকারীরা সেটেলার বাঙালি যুবক' বলে উল্লেখ করতে চাইলেও কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তার পরামর্শে তাকে 'অজ্ঞাতনাম ৩ জন' বলে উল্লেখ করতে হয় বলে জানা যায়।

সংগঠন সংবাদ

রাবিতে শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫ এর সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রুয়েটে অধ্যয়নরত পাহাড়-সমতলের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আয়োজিত "শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে গত ১১ জুলাই ২০২৫ খ্রি:।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ও ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জগদীশ চাকমা এবং পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি রেং ইয়ং ম্রো। উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক প্রাচুর্য্য চাকমা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষার্থী সুরেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, দিব্য চাকমা, অরুপ ত্রিপুরাসহ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ।

সমাপনী ম্যাচের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হিসেবে ছিল ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের টিম কাইরিং এবং ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের টিম কংলাক। ১-০ গোলে ব্যবধানে টিম কংলাককে হারিয়ে কাইরিং দল বিজয় লাভ করে।

এতে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নির্বাচিত হন সুজন টুডু। সেরা গোল কিপার নির্বাচিত হন ইগনেসেস সরেন। টুর্নামেন্টের

সেরা খেলোয়াড় রোমান আক্কা। উদীয়মান খেলোয়াড় নির্বাচিত হন উহ্লাছাই মারমা।

উল্লেখ্য যে, আজ থেকে ১৫ বছর আগে ২০১০ সালের ৩ জুন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলার সদরে বাজার এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এলোপাতারি গুলিবর্ষণ করলে ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা নিহত হন। শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা পিসিপি রোয়াংছড়ি থানা শাখার সদস্য ছিলেন। ২০১০ সালের ৩ জুন সকাল ৮.১৫ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলা সদরে ইউপিডিএফ (প্রসিত গ্রুপ) এর ২০/২৫ জনের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ৪/৫ ভাগে বিভক্ত হয়ে একযোগে বাজারে অবস্থিত জেএসএস, যুব সমিতি ও পিসিপির অফিস, কর্মীদের আবাসস্থল, সরকারি রেস্ট হাউজে ৩৫ মিনিট ব্যাপী গুলিবর্ষণ করে সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় পিছন দিক হতে পিঠে গুলি লেগে সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত পিসিপি ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা (২২), পীং- গণেশ তঞ্চঙ্গ্যা, সাং- ওয়াগয় পাড়া, রোয়াংছড়ি উপজেলা ঘটনাস্থলে নিহত হন। ঐ সময় তিনি বাজারের দোকানে নাস্তা করতে বের হয়েছিলেন।

চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক ফোরামের বার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১১ জুলাই ২০২৫ সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম শহরে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে ফোরামের বিভিন্ন থানা, ইউনিট কমিটি ও আদিবাসী মহিলা ফোরামের প্রতিনিধি ও নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন উপলক্ষে চট্টগ্রামের স্টেশন রোডে এশিয়ান এস আর হোটেল মিলনায়তনে 'জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিক ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জিসন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী ফোরামের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক এস জে চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি জগত জ্যোতি চাকমা, ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা, আদিবাসী মহিলা ফোরামের চট্টগ্রাম মহানগর এর সভাপতি চিজিপুদি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা, পিসিপির চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক আদর্শ চাকমা ও পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সোনাবি চাকমা। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন চাকমা।

প্রধান অতিথি এস জে চাকমা বলেন, আমরা সেই ব্রিটিশ শাসনামল হতে অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা ভেবেছিলাম দেশ স্বাধীন হলে আমাদের অধিকার নিশ্চিত হবে, আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা পাবে। কিন্তু না, শাসকগোষ্ঠী আমাদের অধিকার-স্বাধিকার নিয়ে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করে চলছে।

তিনি বলেন, আমাদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চাইলে আমাদেরকে সংগ্রামী, ত্যাগী ও আদর্শভিত্তিক মানুষ হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তিনি সকলকে পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের লড়াই-সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রমিক ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি জগত জ্যোতি চাকমা বলেন, আজকে আমরা কঠিন এক বাস্তবতার সাথে লড়াই করছি। আজকে পার্বত্য চুক্তি ২৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়িত করা হয়নি। শাসকগোষ্ঠীর আমাদেরকে জাতিগতভাবে বিলুপ্তির যে ষড়যন্ত্র সেটা এখনো আমরা দেখতে পাই।

খাগড়াছড়িতে এক আদিবাসী শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে চবিতে সমাবেশ

ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ১৭ জুলাই ২০২৫ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি)-এর শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে

আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চবি শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের চবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সাথুঅং মারমা, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর চবি শাখার সংগঠক আহমেদ মুগ্ধ, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফোরামের চবি অঞ্চলের সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নয়ন তঞ্চঙ্গ্যা, চবির শিক্ষার্থী সিংয়ইপ্রু মারমা প্রমুখ।

অন্বেষ চাকমা বলেন, আমরা এমন এক বাস্তবতার মধ্যে যাচ্ছি যেখানে নিজ বাড়িতেও নিজ মা-বোনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। কিছুদিন আগে আদিবাসী এক কিশোরীর ওপর যে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে তার পরবর্তীতে ভূক্তভোগী তার নিজের পরিবারকেও জানানোর মত সাহস করেনি। আজকে এই ভয়ের সংস্কৃতি আমাদের মগজের মধ্যে ঢুকে গেছে তার দায় এখানকার আইন ও বিচার ব্যবস্থা এবং এমন ঘটনায় প্রশাসনের নির্লিপ্ততা। পাহাড়ে আদিবাসী জুম্ম নারী ও শিশুর ওপর ক্রমাগত সহিংসতা আমাদের ওপর জাতিগত নির্মূলীকরণের অংশ। ছাত্র সমাজকে এমন কঠিন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে নিজের কর্তব্যকে বুঝে নিতে হবে। পাহাড়ে জুম্ম নারী ও শিশুর নিরাপত্তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায়। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন অতীব জরুরি।

সাথুঅং মারমা বলেন, ধর্ষণ-গুম-খুন-হত্যা ও ধর্ষণের মত ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের ওপর দীর্ঘসময় ধরে চলছে। এসব ঘটনার পরের প্রশাসন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ধর্ষণের মতো ঘটনায়ও বিচারের ব্যবস্থা করে প্রশাসন এসব ঘটনার বৈধতা দিচ্ছে। আমরা মনে করি এগুলো আদিবাসীদের তাদের ভূমি থেকে বিতারণ করে তাদের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার রাষ্ট্রের একটি নীলনকশার অংশ।

আহমেদ মুগ্ধ বলেন, আদিবাসী নারীর ওপর নিপীড়ন আমাদের কাছে নতুন বিষয় নয়, কিছুদিন আগেও এক খিয়াং নারীর হত্যার বিচার চাইতে হয়েছিল আমাদের। আমরা আইন ও বিচারের আশায় থাকলেও বাস্তবতা হচ্ছে এই রাষ্ট্র আইন-বিচারের ধার ধারেনা। ফলশ্রুতিতে আমরা পাহাড় থেকে সমতলে ক্রমাগত মব ও নারী নিপীড়ন দেখতে পাচ্ছি। সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু আদিবাসীরা তাদের নায্য অধিকার থেকে চিরকাল বঞ্চিত থেকে গেছে।

প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে প্রশাসনিক ভবন হয়ে আবার শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জাল্লাং এনরিকো কুবি'র সঞ্চালনায় উক্ত বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরাম-বাংলাদেশ-এর চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ধনরঞ্জন ত্রিপুরা।

উল্লেখ্য যে, গত ২৭ জুন ২০২৫ খাগড়াছড়ি সদরের ভাইবোনছড়া এলাকায় এক ত্রিপুরা (১৪) আদিবাসী শিক্ষার্থী রথযাত্রা পূজা পালন শেষে গভীর রাত হওয়াতে তার চাচাতো ভাইয়ের বাড়িতে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে গেলে ৬ জন বাঙালি সেটেলার যুবক কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হন।

খাগড়াছড়িতে আদিবাসী কিশোরীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

খাগড়াছড়ি ভাইবোনছড়ায় আদিবাসী কিশোরী সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ১৮ জুলাই ২০২৫ সকাল ১১ ঘটিকায় রাঙ্গামাটির কুমার সমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে ডিসি অফিস হয়ে ঘুরে এসে আবার জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা ও বাংলাদেশ মারমা স্ট্রডেন্ট কাউন্সিল (বিএমএসসি)-এর রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যচিংনু মারমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুনীতি বিকাশ চাকমা।

পিসিপি নেতা অন্তর চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী নারী ধর্ষণের ঘটনা অহরহ ঘটছে। এর মধ্যে কোনোটারই যথাযথ বিচার হয়নি। কয়েকমাস আগেও বান্দরবানের চিংমা খিয়াং নামে এক আদিবাসী নারীকে জুমে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। আমরা যথাযথ শাস্তির দাবি জানিয়েছি। কিন্তু সুবিচারের বিধান করতে পারেনি ব্যর্থ রাষ্ট্র। বিপরীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী অপরাধীদের সেল্টার প্রদান করে। গতকাল খাগড়াছড়িতে ধর্ষণকারীদের যথাযথ শাস্তির দাবিতে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে সেনাবাহিনী হামলা চালায় এবং কয়েকজনকে আটক করে অমানুষিকভাবে মারধর করে। আমরা এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

যুবনেতা সুমিত্র চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত ঘটছে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, খুন, গুমসহ নানা রকম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক দমন-পীড়নের অংশ।

ম্রানুচিং মারমা বলেন, বাংলাদেশের অপরাপর জায়গায় নারীর ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় কিছুটা হলেও বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই বিচারপ্রক্রিয়া একেবারে অনুপস্থিত। বিচারহীনতার সংস্কৃতিই এখানে অপরাধীদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী ও পুরুষ - কেউই নিরাপদ নয়। আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অধিকার ভূলণ্ঠিত। এই পরিস্থিতি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

বিএমএসসির ক্যাচিংনু মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলমান। যার ফলে একের পর এক ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ ঘটলেও এর কোনো বিচার হয় না। অপরাধীরা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমাদের ধারণা, খাগড়াছড়ির ভাইবোনছড়ার ঘটনাটিও এর ব্যতিক্রম হবে না।

পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলার শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত মিছিল ও সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এইচডব্লিউএফ, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক কবিতা চাকমা।

খাগড়াছড়িতে এক আদিবাসী শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

খাগড়াছড়ি জেলাস্থ ভাইবোনছড়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দেশের একযোগে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহীতে অবস্থানরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে আদিবাসী শিক্ষার্থী নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে যতদ্রুত সম্ভব দোষীদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে কঠোরতরভাবে শাস্তি প্রদান করার জন্য রাষ্টের নিকট আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, গত ২৭ জুন ২০২৫ খাগড়াছড়ি সদরের ভাইবোনছড়া এলাকায় এক ত্রিপুরা (১৪) আদিবাসী শিক্ষার্থী রথযাত্রা পূজা পালন শেষে গভীর রাত হওয়াতে তার চাচাতো ভাইয়ের বাড়িতে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে গেলে ৬ জন বাঙালি সেটেলার যুবক কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হন।

পরের দিন অর্থাৎ গত ২৮/০৬/২০২৫ তারিখ সকাল অনুমানিক ০৭:৩০ ঘটিকার সময় ভুক্তভোগীর জ্ঞান ফিরে আসলে সে নিজ বাড়িতে চলে যায়। একপর্যায়ে উক্ত ঘটনায় সে দারুন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিগত ১২/০৭/২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা সময়ে নিজেকে প্রাণে শেষ করার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন তাকে চিকিৎসার জন্য খাগাড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ভুক্তভোগী এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে বলে চিকিৎসারত ডাক্তার জানান।

এই ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করলেও দুই জনকে এখনো ধরতে পারেনি।

মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় পিসিপি ও এইচডব্লিউএফের সমবেদনা

গত ২১ জুলাই ২০২৫ দুপুর আনুমানিক ২:০০ ঘটিকার সময় ঢাকার দিয়াবাড়ি এলাকায় অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি এফ-৭ বিজেআই মডেলের প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় নিহত ও আহত শিক্ষার্থীদের প্রতি পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ এর পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে এক শোক বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।

শোকবার্তায় উল্লেখ করা হয়, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অনেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের প্রাণহানি ঘটে এবং অনেক শিক্ষার্থী আহত অবস্থায় বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় রাঙ্গামাটির উক্য চিং মারমাসহ যেসব শিক্ষার্থী প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডব্লিউএফ) গভীর শোক প্রকাশ করছে ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন এবং আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে।

বার্তা আরো বলা হয়, এই বিমান দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের নির্ভুল তথ্য প্রকাশসহ তাদের পরিবারকে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অতিদ্রুত গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ জোর দাবি জানিয়েছে।

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের উদ্যোগে নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ২০২৫ অনুষ্ঠিত

গত ২৪ জুলাই ২০২৫ “আলোর দিশারী নবীন দল, শেকড়ের টানে এগিয়ে চল”- এই স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ)-এর রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে “নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ২০২৫” আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে অধ্যয়নরত ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের এইচএসসি ১ম বর্ষ ও ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আজ সকাল ১০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক উইন মং জলি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট চঞ্চু চাকমা, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অনির্বাণ বড়ুয়া, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুমন চাকমা ও এইচডব্লিউএফের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ম্রানুসিং মারমা।

অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন এইচএসসি ২য় বর্ষের মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী বৈশালী চাকমা। নবীনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন এইচএসসি ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী লিসা চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উইন মং জলি নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ছাত্র-যুব সমাজ হচ্ছে ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের কান্ডারী। একজন মানুষ যত উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন না কেন তার নিজের শেকড়কে ভুলে যেতে নেই। নিজের জাতির ইতিহাস অধ্যায়ন করে নিজের সংস্কৃতি,ঐতিহ্য, ইতিহাস, কৃষ্টি তথা জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

অধ্যাপক অনির্বাণ বড়ুয়া বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। ছাত্র জীবন হলো জীবন গঠনের একটি প্রস্তুতি। এই ছাত্র জীবনেই একজন মানুষ যথাযথ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞানের সঠিক চর্চা করতে পারে। যার ফলে একজন মানুষের মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

অন্তর চাকমা শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের এলাকার সমস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা তথা সমগ্র জুম্ম জাতির সমস্যা উপলব্ধি করে লড়াই সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন সংগ্রামে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার পিসিপির সাধারণ সম্পাদক জ্ঞান চাকমা ও এইচডব্লিউএফের সভাপতি এলি চাকমার যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সজল চাকমা। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত চাকমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে উত্তরীয় পরিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয়া হয়।

শেষে সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির ১ম পর্বের নবীন বরণ, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও আলোচনা সভা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীরা।

বাঘাইছড়িতে আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি কমিউনিটি সেন্টারে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০২৫ উদযাপন কমিটি, বাঘাইছড়ি এর উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি পুলক জ্যোতি চাকমা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাচালং সরকারি ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও বর্তমান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য দেবপ্রসাদ দেওয়ান। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাচালং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভদ্রসেন চাকমা, বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান দীপ্তিমান চাকমা, সারোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ভূপতি রঞ্জন চাকমা, মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি লক্ষীমালা চাকমা, মহিলা কার্বারি সমাপ্তি দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির সদস্য নিহার বিন্দু চাকমা।

সভায় সঞ্চালনা করেন চিবরণ চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য মন্টু বিকাশ চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবক কালা চাকমা।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি দেবপ্রসাদ দেওয়ান বলেন, আদিবাসী দিবসটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিন্তু বাংলাদেশ সরকার আদিবাসী হিসেবে এখনো স্বীকৃতি দেয়নি। স্বীকৃতির জন্য আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কৃষ্টি-কালচার, স্বকীয়তা ধরে রাখতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। বিশ্বে ৯০টি দেশে ৪০কোটি আদিবাসী রয়েছে, তার মধ্যে ৩৫টি দেশে ৮০ শতাংশ আদিবাসী তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের বর্তমান প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে, বিজ্ঞানের সাথে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে, সভ্যতার ক্রমবিকাশে দীর্ঘ দিন ধরে নারীরা নানাভাবে নিপীড়িত, বঞ্চিত হয়ে আসছে, আমাদের নারীদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে, তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

সভায় বক্তাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের অস্তিত্ব

রক্ষায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন এবং আদিবাসী স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষে আন্দোলন বেগবান করার আহ্বান জানান।

আদিবাসী দিবস উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে সমাবেশ ও র‍্যালি

Indigenous people and AI: Defending rights shaping futures "আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যত গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ"- এই প্রতিবাদ্যকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০২৫ উপলক্ষে ৯ আগস্ট ২০২৫ এক সমাবেশ ও র‍্যালি আয়োজন করা হয়।

উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ২৯৯নং পার্বত্য রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনের সাবেক সাংসদ ঊষাতন তালুকদার এবং উদ্বোধক হিসেবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি শিশির চাকমা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরূপা দেওয়ান। সমাবেশে আরও সংহতি বক্তব্য রাখেন থুয়াইসাপ্রু খিয়াং, আশীষ আসাম, ক্যাচিংনু মারমা, বিশ্বজিৎ তঞ্চঙ্গ্যা, নিকোলাই পাংখোয়া প্রমুখ।

সমাবেশের শুরুতে বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কবি শিশির চাকমা এবং এরপররই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা শুরু হয়।

সমাবেশে ঊষাতন তালুকদার বলেন, 'আজকের সমাবেশে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও ঐক্যবদ্ধতা এটিই প্রমাণ করে আমরা আদিবাসী অধিকার চাই, আমরা আগামী সংবিধানে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামকে শত্রু ভেবে আচরণ করলে সেটার পরিণতি কি হবে, সেটি আপনারাই ভালোভাবে জানেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা কতটুকু শক্তিশালী তা নির্ভর করছে আমাদের তরুণ প্রজন্মের উপর। আমাদের আত্মপরিচয়ের সংকট ও বৈষম্যের পরিবেশকে রুখে দিতে সচেতন হয়ে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে মধ্যেও চুক্তির পরবর্তী থেকে নানা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর আবির্ভাব লক্ষ্য করেছি এবং তারা চুক্তির বাস্তবায়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এই গোষ্ঠীদেরকেও প্রতিহত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।' শেষে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে আপামর জুম্ম জনগণকে আহ্বান জানান।

শিশির চাকমা বলেন, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর হলেও ২৮ বছর পরও মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ দেখা যায় নি । আর চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন না করে বরং আঞ্চলিক পরিষদকে অকার্যকর অবস্থায় রাখা হয়েছে। শেষে তরুণ সমাজকে হতাশ না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যক দেশে বিনা সংগ্রামে স্বাধীনতার স্বাদ কেউ পাইনি। তাই রাষ্ট্রের জাতিগত বিভাজন করার ষড়যন্ত্রকে রুখে দিয়ে বাংলাদেশে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করতে হবে।'

শ্রীমতি নিরূপা দেওয়ান বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার একদিকে আন্তর্জাতিক ফোরামে আদিবাসী স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দিলেও অন্যদিকে দেশে আদিবাসীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেই চলেছে। এই বিষয়টি শুধু আদিবাসীদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করছেনা বরং আদিবাসীদের উপর রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনগুলোকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের অধিকার নিয়ে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে, সেই সাথে তরুণদেরও এগিয়ে আসতে হবে।'

বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী বিজ্ঞান্তর তালুকদার, নীতি ভূবন চাকমা ও সানুচিং মারমার যৌথ সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম ক অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক ইন্টুমনি তালুকদার এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম ক অঞ্চলের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা (অব: উপ সচিব)।

সমাবেশের শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি রাঙ্গামাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণ থেকে শিল্পকলা একাডেমিতে এসে অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

পার্বত্যাঞ্চলে বহিরাগত বাঙালিদের পুনর্বাসনই জুম্মদের অধিকার ক্ষুণ্নের কারণ: আদিবাসী দিবসে কে এস মং

আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যত গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ প্রতিপাদ্যকে নিয়ে ঐতিহাসিক রাজার মাঠে গণসংগীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বান্দরবানে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপিত হয়েছে।

গত ৯ আগস্ট সকাল ১০টায় সমাবেশে বিশিষ্ট আদিবাসী চলচ্চিত পরিচালক ডা: মংউষাথোয়াই এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কে এস মং। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও সাহিত্যেক এহসান মাহমুদ, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম।

প্রধান অতিথি কেএসমং বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জাতীয় বীররা আজকে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছে শুধুমাত্র দেশে বৈষম্য বিলুপ্ত হবে এই আশায়। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারকে সমালোচনা করে তিনি বলেন দমনপীড়নের কারণে আদিবাসীরা অধিকার বঞ্চিত ছিল। আদিবাসী কারা সে সংজ্ঞা উপস্থাপন করেন তিনি। এম এন লারমাকে স্মরণ করে তিনি বলেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নির্দ্বিধায় অধিকারহীন মানুষের কথা সর্বদা বলেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত বাঙালিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলকভাব পুনর্বাসিত করা হয়েছে যা আজ আদিবাসীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি খান আসাদুজ্জামান বলেন, স্বাধীনতার এত বছর পরও বাংলাদেশের আদিবাসীরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়নি যা বাঙালি হিসেবে আমি দু:খ পাই। ঢাকায় শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্লোগান দেয়া হতো তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি। পরবর্তীতে আমরাই সেই স্লোগান পাল্টিয়ে দিয়ে আদিবাসী শব্দটি যোগ করেছি। দীর্ঘ দুই যুগ সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে কিন্তু আজও সেটি বাস্তবায়িত হয়নি যা খুব দু:খজনক ও লজ্জাজনক।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান সময়ের দাবি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ব্যতীত পাহাড়ে আদিবাসীদের অধিকার সম্ভব নয়।

এছাড়া আর বক্তব্য রাখেন, লেখক ও সাহিত্যেক এহসান মাহমুদ, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুচিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা, আইনজীবী উবাথোয়াই মারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাবেক সভাপতি সুমন মারমা, বম জাতির প্রতিনিধি সাবেক ছাত্রনেতা জেমস লালথারঙাক বম প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে বান্দরবান শহর প্রদক্ষিণ করে র‍্যালি বের হয়।

ঢাকার সমাবেশে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের দাবি

গত ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত গণসমাবেশে আগত অতিথিরা বাংলাদেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি সহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছেন।

"আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ"-এই প্রতিপাদ্য নিয়ে উক্ত গণসমাবেশ এবং এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি আয়োজন করা হয়। আদিবাসীদের প্রতিবাদী গান পরিবেশন ও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মধ্য দিয়ে সমাবেশের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

গণসমাবেশ সঞ্চালনা করেন ফোরামের ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক উজ্জল আজিম, কেন্দ্রীয় সদস্য পল্লব চাকমা এবং রিপন বানাই। জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন হাজং স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সদস্য বৈশাখী হাজং।

গণসমাবেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সন্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার কর্মী ও নিজেরা করির সমন্বয়কারী খুশি কবির, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, এএলআরডি নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সহ সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিষ্টার সারা হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনিন্দ্র কুমার নাথ, প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজল দেবনাথ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নারী বিষয়ক সম্পাদক ফাল্গুনী ত্রিপুরা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ সাধারণ সম্পাদক ডা: গজেন্দ্রনাথ মাহাতো, হেলেনা তালাং।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ সভাপতি অজয় এ মৃ। আদিবাসী দিবসের আলোচনায়

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পার্বত্য চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়ন, সমতল আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন ও মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি জানান।

সমাবেশে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার অনুপস্থিতিতে তার পাঠানো লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের কার্যকরী সদস্য পল্লব চাকমা। তিনি তার বক্তব্যে আজ বিশেষ এই দিনে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিপীড়ন, নিষ্পেষণ ও অধিকারহীন বাস্তবতায় বসবাসকারী ৪৮ কোটির অধিক আদিবাসী জনগণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাদেশে পাহাড় ও সমতলে বসবাসকারী ৪০ লক্ষাধিক আদিবাসী জনগণের টিকে থাকার লড়াইকে শাণিত করার জন্য এবং তাদের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণে আদিবাসী তরুণদের আরও অধিকতর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের অধিকাংশ জনগণ এখনও অস্তিত্বের হুমকির মধ্যে দিন যাপন করছে। সাম্প্রতিক ছাত্র জনতার নেতৃত্বে ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের পর অন্তবর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে চলমান সংস্কার কার্যক্রমেও আদিবাসীদের কোনো সংগঠন বা নেতৃত্বের সাথে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি এই সরকার।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, সরকার আসে, সরকার যায়, কিন্তু আদিবাসীদের অধিকার অধরাই থেকে যায়। আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। আজকে সারা দেশে আদিবাসীদের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন এবং ভূমি দখল করা হচ্ছে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ৩০ লাখের বেশি আদিবাসী হলেও, তাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য এখনো কোনো কার্যকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, ভূমি দখল, বিনা অপরাধে কারাবরণ, নারীর প্রতি সহিংসতা-এসব সমস্যা বমসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের প্রান্তিক করে রাখা হচ্ছে।

মানবাধিকার কর্মী ও নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী খুশি কবির বলেন, যখনি আমরা আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দেখি, তখনই আমরা প্রতিবাদের আওয়াজ তুলি। রাষ্ট্র বারবার মিথ্যাচার করছে যে, দেশে কোনো আদিবাসী নাই। অথচ, বাংলাদেশ বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু ধর্মের দেশ। রাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাবে আজ তারা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাচ্ছে না। ফলে রাষ্ট্র আজ তাদেরকে বরাবরেই অস্বীকার করছে।

এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, ২৪শের ছাত্র গণঅভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য ছিল- সকল ধর্মের, বর্ণের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। অথচ রাষ্ট্র আজও আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠান পালন করতে বাধা দেয়। পার্বত্য চুক্তি অবাস্তবায়িত অবস্থায় থেকে যায়। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হলেও নিপীড়িত, নির্যাতিত, মেহনতি আদিবাসী মানুষের অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সম্মানিত অতিথি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিষ্টার সারা হোসেন বলেন, সংবিধানে এখনো আদিবাসীদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি আছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা ভালো নেই। রাষ্ট্রের অন্যায়ের মাধ্যমে সবসময় সেখানকার আদিবাসীরা অবহেলিত

ও বঞ্চিত হয়ে আসছেন। বম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে, ম্রোদের ভূমি দখল করা হচ্ছে। বহু বম পরিবার বিদেশে আশ্রয় নিলেও বর্তমান সরকার তাদের দেশে ফেরানোর কোনো উদ্যোগ নেয়নি। তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। তাই অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনিন্দ্র কুমার নাথ বলেন, আজকে সারা বিশ্বে আদিবাসী দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদশে আদিবাসী শব্দটিও বলা যাচ্ছে না। আদিবাসী সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে গাইবান্ধা সমগ্র বাংলাদেশে আজ আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লজ্ঘিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চেতনা লালনের ফলে প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে বলে তিনি তার বক্তব্যে বলেন।

বাসদ এর সহ সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, রাষ্ট্র আজ আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ। অথচ, এই ভূখন্ডে বেঁচে থাকার অধিকার সকল জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে। তাদেরকে আজকে নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চুক্তিকে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে সেখানে সংঘাত জিইয়ে রাখা হয়েছে, গাইবান্ধায় সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্মে আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিয়ে ইপিজেড করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমরা এমন বাংলাদেশ চাই না, যেখানে নিজ দেশের নাগরিকরা তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, নির্যাতিত হবে।

নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে ভূমি কমিশন গঠিত হলেও তা এখনো কার্যকর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও আজও সেই চুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমতলের সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, নতুন এই বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২৪শের গণঅভ্যুত্থানে পাহাড়ি-বাঙালি, হিন্দু-মুসলিম সকল জাতির অংশগ্রহণ ছিল। অথচ, আজকে তাদেরকে আমরা অস্বীকার করছি। তিনি বলেন, আমরা আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন চাই। অবিলম্বে আমরা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও ভূমি কমিশনসহ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সভপতি আন্তনি রেমা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদেও প্রতিনিধি জোনা গোস্বামী কাজল। এছাড়াও আরও সংহতি বক্তব্য রাখেন ডাঃ গজেন্দ্রনাথ মাহাতো, সহ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

আলোচনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ ও অন্যান্য আদিবাসী সাংস্কৃতিক সংগঠনের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে বাংলা একাডেমি হয়ে আবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে আদিবাসী দিবস ২০২৫ অনুষ্ঠানমালার প্রথম অধিবেশন সমাপ্তি ঘটে এবং বিকাল সন্ধ্যা পযন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আদিবাসী দিবস সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংবিধানে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্নতাবাদীর ভূমিকা পালন করছেঃ চট্টগ্রামে অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন

গত ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০২৫ উপলক্ষে চট্টগ্রামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে "সংবিধানে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্নতাবাদীর ভূমিকা পালন করছে" বলে ড. রাহমান নাসির উদ্দিন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

চট্টগ্রামস্থ প্রেস ক্লাব ভবনের জুলাই স্মৃতি হলে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০২৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম অঞ্চল কর্তৃক "আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সার্থক প্রয়োগ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উক্ত আলোচনা সভা এবং র‍্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ মন্দির চত্বরে বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবুল মোমেন লেখক, কবি ও সাংবাদিক। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন।

পরে বৌদ্ধমন্দির চত্বর থেকে প্রেস ক্লাব ভবন পর্যন্ত এক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কবি ও সাংবাদিক হাফিজ রশিদ খান, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এর সভাপতি তাপস হোড়, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার নেতা নুরুচ্ছফা ভূঁইয়া, ঐক্য ন্যাপ, চট্টগ্রাম এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পাহাড়ী ভট্টাচার্য, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মহিউদ্দিন মাহিম, নৃবিজ্ঞান, বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মোশরেকা অদিতি হক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমা, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) এর চট্টগ্রাম ইনচার্জ আল কাদেরি জয় প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি সৌরভ চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সদস্য অনিল বিকাশ চাকমা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে আবুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষজন স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এই দেশটা তাদেরও, তারাও এই ভূমির সন্তান। আমরা আওয়াজ তুলি এই দেশে বৈষম্যের অবসান চাই। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই না। আদিবাসী স্বীকৃতি ও অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত- এটা করুণার নয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন বলেন, আদিবাসী জনগণ এই রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে শাসন ওআইনী কাঠামোয় অংশগ্রহণের স্বীকৃতি চেয়ে আসছে। আজও তারা রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকার ও মর্যাদার সহিত অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে দীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অথচ রাষ্ট্রই তাদের কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়। কাজেই আদিবাসী জনগোষ্ঠী যেখানে অন্তর্ভুক্তিবাদী, রাষ্ট্রই সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদ শোষণ করছে।

তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষজন চুক্তি করেছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাথে নিজেদের মর্যাদা ও অধিকারের জন্য। কাজেই যে সরকারই আসুক সেই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে পেছনে রেখে এই রাষ্ট্রের অগ্রগতি কখনো সম্ভব নয়।

হাফিজ রশিদ খান বলেন, একবিংশ শতকে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা রক্ষা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। সেটার প্রতিফলন আমরা মূলধারার জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিভিন্ন আদিবাসীদের জীবনযাপনে অধিকতরভাবে দেখি। বাংলাদেশে বসবাসরত যে সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে তারা প্রতিনিয়ত তাদের আত্মপরিচয়ের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে, তারা নিজ ভূমির অধিকারের জন্য আওয়াজ তুলছে। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের যথাযথ মান-মর্যাদা দেওয়া থেকে কোনো এক অজানা কারণে বিরত থেকেছে এ পর্যন্ত।

তাপস হোড় বলেন, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে পালন করা হয়ে থাকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার ও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজকের এই দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের আদিবাসীদের বঞ্চনার শেষ

নেই, এর দায় আমাদের রাষ্ট্রের। যে সরকারই আসুক তারা কেউই আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। এভাবে চলতে থাকলে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে।

নুরুচ্ছফা ভূঁইয়া বলেন, আদিবাসীদের বাস্তবতা নিয়ে আমরা অনেকেই অবগত আছি। তারা কেমন নিপীড়ন-নির্যাতন-বঞ্চনার মধ্যে বাংলাদেশে টিকে আছে তা আমরাও দেখছি। কিন্তু এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কিংবা এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কয়জনে কথা বলছি! আমাদের আদিবাসীদের পক্ষে হয়ে আওয়াজ বাড়াতে হবে। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আদিবাসীরা তাদের অধিকার নিয়ে নিরাপত্তার সাথে যেন বসবাস করতে পারে তার জন্য অধিকতর আন্দোলন-সংগ্রাম ছাড়া বিকল্প পথ নেই।

ড. মহিউদ্দিন মাহিম বলেন, ইতিহাস আপন গতিতে চলে। ইতিহাস থেকে সত্যকে বাদ দেওয়া যায় না। এ দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র বসবাসকৃত ৫০ এর অধিক আদিবাসীদের স্বীকৃতি না দেওয়া এটি ঐতিহাসিক ভুল। তাদের বাদ দিয়ে একটি দেশের সমতা ও নায্যতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আজকের আদিবাসী দিবসের যে বিষয় এআই তা এ দেশে কতটুকু ফলপ্রসু হবে সেটা নিয়ে আমি সন্দিহান। মৌলিক কাঠামোর মধ্যে আমাদের সমস্যা থেকে গেছে সেটি হলো সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি।

অদিতি মোশরেকা অদিতি হক বলেন, একটি দেশ কেমন আছে সেটি আমরা বুঝতে পারি যে সে দেশের প্রান্তিক জনগণ বিশেষ করে আদিবাসীরা কেমন আছে। আমরা যে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলি সেটি নিশ্চিত হবে যদি প্রান্তিক মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান সবখানে আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব ছিল কিন্তু অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আমরা তাদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি।

আলোচনা সভা শেষে রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী, বম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, বাংলাদেশ রাখাইন স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীবৃন্দদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহীতে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস-২০২৫ পালিত

গত ৯ আগস্ট ২০২৫ আদিবাসী ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবার, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংসদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং আদিবাসী স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন অব রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এর

সম্মিলিত উদ্যোগে "আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ গঠনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্বার্থক প্রয়োগ" -প্রতিপাদ্য এর আলোকে র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. মো: আমিরুল, ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা, সুভাস চন্দ্র হেমব্রোম, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, সুমন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখা, সঞ্জয় কুমার ওরাও, সভাপতি, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, প্রিন্স হেমন্ত টুডু, সাধারণ সম্পাদক, আদিবাসী স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন অব রাজশাহী ইউনিভার্সিটি।

ড. মো; আমিরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমার পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের সাথে ছাত্রজীবন থেকেই ভালো একটা সম্পর্ক ছিল, এখনো আছে এবং পরবর্তীতেও থাকবে। তিনি বিভিন্ন দেশের আদিবাসীদের সাথে বাংলাদেশের আদিবাসীদের তুলনা তুলে ধরেন। রাষ্ট্র কর্তৃক দীর্ঘদিন যাবৎ আদিবাসীদের ভূমি দখল, "ভাগ কর, শাসন কর" নীতিতে আদিবাসীদের বিভেদ সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ট্যুরিজম নিয়ে অভিযোগ করে বলেন, যেখানে ট্যুরিজমের ফলে আদিবাসী জনসমাজের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে না, সেখানে টুরিজম দরকার নেই।

ইন্দ্রজিত চন্দ্র বেদ বলেন, আদিবাসী শব্দটিকে আমাদের সবার অন্তরে ধারণ করতে হবে, তবে খুব সহজেই আমরা সাংবিধানিকভাবে আদিবাসী স্বীকৃতি পাব। এককথায় আমাদের দরকার ঐক্য। রাকসু তফসিলে আদিবাসী বিষয়ক কোনো প্রতিনিধি নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। আদিবাসী বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টাও নিরব ভূমিকা রাখছেন বলে উল্লেখ করেন। সর্বোপরি তিনি ছাত্র উপদেষ্টা ড. মো: আমিরুল ইসলাম-এর কাছে রাকসু নির্বাচনে আদিবাসীদের থেকে দুজন প্রতিনিধি রাখার দাবি জানান।

প্রিন্স হেমন্ত টুডু বলেন, আদিবাসী সমমনা সকল সংগঠনের সাথে আদিবাসী দিবস পালন করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। প্রতি বছর এই বিশেষ দিনটি আসে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্যকে স্মরণ-ধারণ করতে পারি। আমরা যদি প্রত্যেকে ভালো জায়গায় গিয়ে আমাদের পরিবার, সমাজ এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তবে সোনার বাংলাদেশের গর্বিত আদিবাসী হিসেবে নিজেকে গড়তে পারব।

আদিবাসী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সঞ্জয় কুমার ওরাও তাঁর বক্তব্যে বলেন, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হয় যে, বাংলাদেশে আমরাই আদিবাসী, অথচ আমাদের আত্মপরিচয়ের জন্য আজো লড়াই করতে হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি বিজয় চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের সিনিয়র শিক্ষার্থী তন্ময় তঞ্চঙ্গ্যা।

আলোচনা সভা শেষে আদিবাসীদের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

পিসিপির বরকল থানা শাখার ২৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১৪ আগস্ট ২০২৫ ‘পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন’, ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হোন’ স্লোগানকে সামনে রেখে জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) থানা কার্যালয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর বরকল থানা শাখার ২৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সম্মলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য বিধান চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বরকল থানা শাখার সভাপতি জ্ঞান জ্যোতি চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শান্তি দেবী তঞ্চঙ্গ্যা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুনীতি বিকাশ চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বিধান চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ সংগঠনের জন্ম এমনি এমনি হয়নি। ১৯৮৯ সালের লংগদু গণহত্যার মধ্যে দিয়েই এই সংগঠনের জন্ম এবং আজ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ছাত্রদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্লাটফর্ম। পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যার সমাধানে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তিটি ২৮ বছরে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে এখনো এই মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়ন হয়নি বরং রাষ্ট্রযন্ত্র নানা ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। এই বাস্তবতা প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে তরুণ সমাজ। সেজন্য শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বিশ্বজনীন জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। তিনি পিসিপি কর্মীদের জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি তথা অস্তিত্ব রক্ষায় নিজেকে সৎভাবে নিয়োজিত করার পরামর্শ দেন।

যুব সমিতির বরকল থানা কমিটির সভাপতি জ্ঞান জ্যোতি চাকমা বলেন, ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে সেটেলার চক্র লংগদুতে নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছিল। আর তারই প্রতিবাদ করতে গিয়ে পিসিপির জন্ম। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেবলমাত্র সংগঠন নয় এটি একটি পাঠশালা। আমি মনে করি এই সংগঠনে যুক্ত হওয়া মানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে জেনে, বুঝে জাতির সেবায় নিজেকে সঁপে দেওয়া।

পিসিপি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, জুম্ম জনগণের ভাগ্য কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার। আজ আমাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। প্রতিনিয়ত নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ, সেনা নিপীড়ন, নারীদের শ্লীলতাহানি ও অনিরাপত্তাসহ নানা ধরণের অসহনীয় অত্যাচারের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, আজকে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে মিনি কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। ব্যাপক হারে সামরিক উপস্থিতি এ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোকে বিকশিত হতে দিচ্ছে না। যার কারণে পার্বত্য সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

আলোচনা সভা শেষে ইলেন চাকমাকে সভাপতি, নিশান তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক, রিন্টু চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি বরকল থানা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা।

চবিতে নবীন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ আগস্ট ২০২৫ 'হে নবীন, জ্ঞানের সমুদ্রে গাই জীবনের জয়গান, শেকড়ের টানে মেলাবো প্রাণে প্রাণ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে নবীন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে জারুলতলায় পরিচিতিমূলক মিলনমেলা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনন্দ বিকাশ চাকমা, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, উমেছেন, সহকারী অধ্যাপক, ফার্মেসী বিয়াগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, তানজিমা তাহরিন কনক, প্রভাষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সুমন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, নুখ্যাই মং মারমা, সাধারণ সম্পাদক, রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মংকিউ চাক, সভাপতি, বাংলাদেশ চাক স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন, দেবাশীষ তঞ্চঙ্গ্যা, সভাপতি, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফোরাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল, সাথু অং মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্সটস কাউন্সিল চট্টগ্রামম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, জুহেস ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখা সহ প্রমুখ।

নবীন শিক্ষার্থীদের পরিচয় পর্বের মাধ্যমে আলোচনা সভা শুরু হয় সেইসাথে নবীদের মধ্য থেকে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন অণুজীব, বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী, কাঞ্চন চন্দ্র বর্মণ, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী, রিপায়ন ত্রিপুরা এবং ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষার্থী খেইমি ওয়েন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, নানা বাধা পেরিয়ে পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে এসে জ্ঞানের মহা-সমুদ্রে পা দেওয়া শিক্ষার্থীদের দায়িত্বের শেষ নেই। নিজের জীবনকে গড়ে তোলা যেমন দায়িত্ব, তেমনি নিজের পিছিয়ে থাকা সমাজকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের বহন করতে হবে। তাই আমাদের শিখতে হবে, সমাজের জন্য কাজ করতে হবে। জ্ঞানের যেমন চর্চা করতে হবে তেমনি গুণেরও চর্চা করতে হবে। জ্ঞান ও গুণের সমন্বয়ে আমাদের মানবিক চরিত্রসম্পন্ন একজন মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উমেছেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সকলের সময়কে গুরুত্ব দিয়ে চলা উচিত। পরিশ্রম হলো সাফল্যের চাবিকাঠি। পরিশ্রম করে যেমন আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেছেন, একইভাবে পরিশ্রম করেই আগামীতেও লক্ষ্য পূরণ করতে হবে। পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে যুক্ত হয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়াতে হবে।

তানজিমা তাহরিন বলেন, পাহাড়ের প্রত্যেক মানুষ অনেক পরিশ্রমী। আজকে যারা নবীন তারাও অনেক পরিশ্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এই পরিশ্রমকে ধরে রেখে সাফল্যের দিকে এগোতে হবে। সেই সাথে আমাদের বিভিন্ন ভাষা বিশেষ করে নিজ ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

সুমন চাকমা বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের অন্যতম একটা মিলন ক্ষেত্র। আদিবাসী শিক্ষার্থীরা চাইলে অনেক সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কিছু করতে পারে। তারা খেলাধুলা, পড়াশোনা ও অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যথেষ্ট সোচ্চার। আমাদের ক্যাম্পাসেও আদিবাসীদের উদ্যোগে অনেক কিছুই হয়ে থাকে। গেট-টুগেদার আয়োজনের মধ্য দিয়ে আদিবাসী নবীন শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক বন্ধন যেমন বৃদ্ধি পায় একইভাবে সিনিয়র ও শিক্ষকদের সাথেও পরিচয় হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। প্রান্তিক আদিবাসীদের অধিকার, ভূমি ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য মেধাবী তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

উক্ত মিলনমেলায় প্রায় ৭০ জনের অধিক নবীন আদিবাসী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিবছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া নবীন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এই পরিচিতিমূলক গেট-টুগেদার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বিভাগের নবীন আদিবাসী শিক্ষার্থী পোতপোত্তো চাকমা ও পালি বিভাগের শিক্ষার্থী মনিকা তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গেট টুগেদার আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী অংচাই সিং এবং আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ভূগোল বিভাগের শিক্ষার্থী স্মরণী চাকমা।

আলোচনা সভার পরবর্তীতে নবীন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য জুম্ম শিক্ষার্থীদের সাথে শ্রমিক ফোরামের পরিচিত সভা ও সংবর্ধনা

গত ২৯ আগস্ট ২০২৫ বিকাল ৪টায় চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে ফ্রি পোর্ট এলাকার ২০২৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া জুম্ম শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও তাদের সাথে পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিকাল ৪টায় ব্যারিষ্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটিজেন ফোরামের ইপিজেড থানা শাখার সভাপতি রোকন উদ্দিন মাহমুদ।

পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি জগত জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী শ্রমিক ফোরামের সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা, সমাজসেবক দীপন চাকমা প্রবীণ, সুধী সমাজের প্রতিনিধি দীপক চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি সৌরভ চাকমা। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন শ্রমিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার চাকমা।

প্রধান অতিথি রোকন উদ্দিন মাহমুদ বলেন, বর্তমানে দেশের পরিস্থিতি ভালো নয়, সেজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন থাকতে হবে। তিনি কৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়ে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পড়ালেখা করে নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করার আহবান জানান।

এছাড়া বক্তারা, কৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীরা জুম্ম জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জুম্মদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সহযোগিতা করবেন বলে দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এম এন লারমা গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন: রাঙ্গামাটিতে ঊষাতন তালুকদার

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটি সদরের কালিন্দীপুর এলাকার নিউ মার্কেটস্থ আশিকা কনভেনশন হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই সময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন শিশির চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঊষাতন তালুকদার, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান, সহসভাপতি, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক; অ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান, আইনজীবী; বিজয় কেতন চাকমা, সভাপতি, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন; আশিকা চাকমা, সহ সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি; রুমেন চাকমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি।

সভায় ঊষাতন তালুকদার বলেন, ঘুমন্ত জুম্ম জাতির এক আলোকউজ্জ্বল নাম মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে আমাদের মধ্যে এখনও আত্মমুখীনতা, সুবিধাবাদী মানসিকতা, আপোষমুখী মানুষ রয়েছে। এই মানসিকতা যদি জুম্ম জনগণ পরিহার করতে না পারে, যতক্ষণ সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে না পারবে, ততদিন বিভ্রান্তের মধ্যে জীবন কাটাতে হবে। তিনি শিক্ষিত ছাত্র যুবসমাজকে নিজেকে জেনে, জাতিকে জেনে এবং পৃথিবীকে জেনে জনসংহতি সমিতির পতাকা তলে এসে নিজের মেধাকে কাজে লাগিয়ে জাতির স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানান।

শিশির চাকমা বলেন, শোষণে ভরা একটি জাতিকে সচেতন করে তুলতে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি জরুরি, তা হলো শিক্ষা। সেটিই প্রথম করেছিলেন এম এন লারমা। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ-পরবর্তী সময়ে ছাত্র-যুবকদের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং শিক্ষক হিসেবে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতার পেশা।

একদিকে জুম্ম জনগণের অশ্রুতে নির্মিত পাকিস্তান আমলের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ, অন্যদিকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতিগত বৈষম্য। সবকিছুই কেবল এই জুম্ম জনগণকে কাঁদিয়েছিল। তবে এম এন লারমা পার্বত্য অঞ্চল পেরিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের দুঃখ বঞ্চিত মানুষের জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে সামন্তীয় ঘুণে ধরা ভিন্ন ভাষাভাষী চৌদ্দটি জাতিগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন। ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্টে লড়েছিলেন মানবেন্দ্র লারমা।

আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান বলেন, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম তথা মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছিলেন। তৎকালীন সরকার এবং বর্তমান সরকারসহ আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু লারমা সর্বোচ্চ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি ছাত্র সমাজকে লারমার আদর্শকে অধ্যয়ন করার আহ্বান জানান।

এডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান বলেন, এম এন লারমার দেখানো দর্শন ছাত্র সমাজকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। লারমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চূড়ান্ত বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিজয় কেতন চাকমা বলেন, মৃত্যুকে যতক্ষণ পর্যন্ত জয় করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অধিকার অর্জন করা সম্ভব নয়। অতীতে যারা অধিকারের জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছেন তারা আজ বৃদ্ধ হয়েছেন। তাদের এই অধিকারের জন্য লড়াইকে অনুপ্রেরণা হিসেবে ধারণ করে তরুণদের বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান তিনি।

আশিকা চাকমা বলেন, যদি এম এন লারমার জন্ম না হতো, তাহলে আমরা বিলুপ্তির পথে যেতাম। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করার জন্য ছাত্র সমাজকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার আহ্বান জানান।

রুমেন চাকমা বলেন, কাপ্তাই বাঁধের ফলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার চেতনা জাগ্রত হয়। অতীতের সরকার এবং এই বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্মান্তরিতকরণ, সামরিকায়ন, ভূমিবেদখল জারি রেখেছে। এই সরকারের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের অনীহা দেখা যাচ্ছে।

পার্বত চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুনির্মল দেওয়ানের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একই কমিটির সভাপতি ডা. গঙ্গা মানিক চাকমা।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অরুন ত্রিপুরা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙামাটি জেলা কমিটি।

“বাঙালি হয়ে যাও”- কথাটার পিছনে বাঙালি মুসলমানদের জাত্যাভিমান রয়েছে- ঢাকার অনুষ্ঠানে জাকির হোসেন

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৬ম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে ঢাকার বাংলামটর এলাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন, লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ, সাংবাদিক এহসান মাহমুদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা, বাংলাদেশ আদিবাসী

ফোরামের অর্থ সম্পাদক মেইনথিন প্রমীলা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অং শোয়ে সিং মারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হিরণ মিত্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য অনন্ত বিকাশ ধামাই, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জগদীশ চাকমা ও বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যাসহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

পিসিপির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক শান্তিময় চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন।

অনুষ্ঠানটির শুরুতে মহান নেতা এম এন লারমাকে সম্মান জানিয়ে কবিতা পাঠ করা হয়। এই সময় কবিতা পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রেই চাকমা ও লাল নিকিম বম।

কবিতা পাঠের পরে এম এন লারমার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিয়া চাকমা।

পাভেল পার্থ বলেন, এম এন লারমা ছোটকাল থেকে কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। ১৯৫৫-১৯৬৫ সালের মধ্যে তৈরি হওয়া বাইনারি বিভাজন পরবর্তীতে বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাইনারি মনস্তত্ত্বকে এখনো এই দেশে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এম এন লারমাই প্রথম আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি প্রথম বাংলাদেশে কাঠামোগতভাবে আত্মপরিচয়ের রাজনীতিকে স্পষ্ট করেছেন। একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছিলেন তিনি। বাঙালি হেজিমনির বিরুদ্ধে তিনি আইডেন্টিটির ন্যারেটিভটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য তৎকালীন সময়ে জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন।

দীপায়ন খীসা বলেন, কাপ্তাই বাঁধ না করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়েই ছাত্র এম এন লারমার প্রতিবাদী জীবন শুরু হয়। '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পর যে বৈষম্যহীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে, এম এন লারমা ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কালেই এই বিষয়গুলো নিয়ে জোরালো বক্তব্য দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিবাদীদের মধ্যে একজন হলেও এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সময়ে তিনিই সঠিক ছিলেন। সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশন বা জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন কখনো আদিবাসীদের সাথে সংলাপ করেনি। আমরাও এই দেশের অংশ। তাহলে আদিবাসীদেরকে কেন কোনো সংলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হলো না? '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে আদিবাসীদেরও অংশীদারিত্ব আছে। কিন্তু অভ্যুত্থান পরবর্তীতে আদিবাসীদেরকেই ভুলে গেলো এই সরকার। শুধু আদিবাসীদেরকেই না, শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অবদানকে এই সরকার স্বীকৃতি দেয়নি। এই সরকারের মধ্যে ডানপন্থার ভূত আছে। যার কারণে পুরো দেশজুড়ে মব সৃষ্টি হচ্ছে। এই রাষ্ট্রকে যদি সকল জনগণের জন্য গড়ে তুলতে হয়, তাহলে এম এন লারমার জীবন ও সংগ্রামকেও আত্মস্থ করতে হবে।

এহসান মাহমুদ বলেন, এম এন লারমাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা দেওয়া ও বাঙালির হেজিমনির বয়ানটা এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে। কেননা, এই অনুষ্ঠানটি শুধু আদিবাসীদের নয়, এটি বাংলাদেশের সকল নাগরিকের হওয়া উচিত। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে মিডিয়ারা সেটিকে শান্তিচুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করছে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত শান্তি পার্বত্য জনগণ পায়নি। একগোষ্ঠীর মত আরেক গোষ্ঠীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন ও '২৪ এর গণঅভ্যুত্থান হয়নি। তিনি আরও বলেন, এম এন লারমা তৎকালীন সময়ে ঠিক ছিলেন যে, একজন বাঙালি যেভাবে একজন বম, চাকমা হতে পারবে না, ঠিক একইভাবে একজন বম, চাকমা কখনো বাঙালি হতে পারবে না। আপনারা আদিবাসীরা সংখ্যায় কম হলেও আপনাদের জয় হবে। কারণ আপনারা ঠিক পথে হাঁটছেন।

সভাপতির বক্তব্যে জাকির হোসেন বলেন, এম এন লারমা একজন জাতীয় নেতা। কিন্তু যারা আদিবাসীদের বাইরে আছেন তারা তাঁকে জাতীয় নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। "বাঙালি হয়ে যাও"- কথাটার পিছনে বাঙালি মুসলমানদের জাত্যভিমানের ব্যাপারটি রয়েছে। এম এন লারমা বাংলাদেশের মধ্যে থেকে নিজেদের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার সেই চুক্তিকে যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন না করে আদিবাসীদের সাথে বেইমানী করেছে। তিনি আরও বলেন, বৈষম্য কমানোর জন্য যদি বর্তমান সরকার পিছিয়ে রাখা মানুষদেরকে এগিয়ে নিতে কয়েকটি নির্ধারক ঠিক করে দিতো এবং সেইগুলোর সমস্যার সমাধান যদি করতো তাহলে পরিবর্তনটা আসলেই আসতো।

এছাড়া এই আলোচনা সভায় সংহতি প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন আদিবাসী ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহ।

বান্দরবানে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৬তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১০ ঘটিকায় বান্দরবান সদরে কে এস মং ভবনের নিচ তলায় মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও স্মরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. মংউষাথোয়াই, সভাপতি, আদিবাসী ফোরাম, বান্দরবান জেলা কমিটি; উবাসিং মারমা, সাধারণ সম্পাদক, বান্দরবান জেলা শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি; উলিসিং মারমা, সভাপতি, বান্দরবান জেলা কমিটি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

ডা. মংউষাথোয়াই বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার এক অমলিন নাম। তাঁর সংগ্রামী চেতনা আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে। তিনি আরো বলেন, ছাত্র জীবনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সাথে আমার পড়াশোনা ও রাজনীতি করার সুযোগ হয়েছে। তার আর্দশকে ধারণ করে আজ জুম্ম জনগণ তার পথে পরিচালিত হচ্ছে। তৎকালীন গণপরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সর্বহারা, নিপীড়িত, অধিকারহারা মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। পাহাড়ের মানুষের একদিন মুক্তি মিলবে, তারা তাদের স্বতন্ত্র অধিকার নিয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকবে।

উবাসিং মারমা তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পাহাড়ি জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি শুধু একজন নেতা নন, তিনি ছিলেন একজন সাহসী স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর স্বপ্ন পূরণে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাঁর আন্দোলনের ফলে আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছে। ছাত্র, যুব সমাজ সবাইকে সেই ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে অধিকতর দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, সরকার আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। উবাসিং আরও বলেন, আজকের প্রজন্মকে লারমার আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। তিনি শিখিয়েছেন, ত্যাগ ছাড়া অধিকার আদায় করা যায় না। তাই আমরা তাঁর সংগ্রামী পথ ধরে এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই আমাদের সমাজ অগ্রগতির পথে এগোবে।

উলিসিং মারমা বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও তার পরিবার পাহাড়ি জনগণের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। লারমার সবচেয়ে বড় অবদান হলো তিনি পাহাড়ি জনগণের আত্মপরিচয়কে জাগ্রত করেছিলেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন-অধিকার আদায় করতে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হবে। তাঁর নেতৃত্বে পাহাড়ি জনগণ আত্মবিশ্বাস পেয়েছিল, নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার শক্তি খুঁজে পেয়েছিল। উলিসিং তার বক্তব্যে বলেন যে, সামন্ত সমাজের রাজাদের দোষেই আজ পাহাড়ি জনগণ অশিক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিংওয়াইমং মারমা, সহ-সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বান্দরবান জেলা কমিটি এবং সঞ্চালনা করেন জামাধন তঞ্চঙ্গ্যা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বান্দরবান জেলা কমিটি।

চট্টগ্রামে এম এন লারমার নীতি-আদর্শ ধারণ করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান

'মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৬তম জন্মবর্ষ উদযাপন পরিষদ'র উদ্যোগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকল ৩:০০ ঘটিকায় চট্টগ্রামের স্টেশন রোডস্থ হোটেল এশিয়ানে বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-চট্টগ্রাম এর সাধারণ সম্পাদক নুরুচ্ছফা ভূঁইয়া, ঐক্য ন্যাপ-চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ এর চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক এড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী,

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-চট্টগ্রামের ইনচার্জ আল কাদেরী জয়, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা'র কাঞ্চন ত্রিপুরা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম'র সভাপতি জগৎ জ্যোতি চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি হ্লামিও মারমা প্রমুখ।

জগৎজ্যোতি চাকমা বলেন, লারমা একটি আদর্শ। যে আদর্শের ভিত্তিতে জুম্ম জনগণের মাঝে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, যা এখনো চলমান। ১৯৯৭ সালের চুক্তি পরবর্তী সরকার চুক্তি নিয়ে টালবাহানা চালিয়ে গেলেও রাষ্ট্রীয় শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুর প্রতি ভীত না হয়ে হয়ে আপামর জুম্ম জনগণ চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামে এখনো অটল।

আল কাদেরী জয় বলেন, শাসকশ্রেণী শাসন-শোষণ জিইয়ে রাখতে চায় বলেই আদিবাসী স্বীকৃতি এবং চুক্তি নিয়ে এত টালবাহানা। এম এন লারমার চিন্তা ও আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই ভবিষ্যত প্রজন্ম একটি শাসন, শোষণ এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী বলেন, এম এন লারমা যদি তখনকার সময়ে পাহাড়ের জুম্ম জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং অধিকার সচেতনতা সঞ্চারের কাজ না করতেন তাহলে জুম্ম জনগণ অনেক পিছিয়ে যেতো। জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত পাহাড়ি জুম্মদের স্বার্থে এম এন লারমা কাজ করে গেছেন, শিখিয়ে গেছেন কীভাবে অধিকার আদায় করতে হয়।

অজিত দাশ বলেন, এম এন লারমা শোষিত, নিপীড়িত ও মেহনতি মানুষদের জন্য যে লড়াই সংগ্রাম করে গেছেন তা আমাদের স্মরণ করতে হবে, তাঁর বিপ্লবী চেতনা অনুসরণ করে আমাদের ধারণ করতে হবে এবং তাঁর বিপ্লবী আদর্শ ধারণের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের আন্দোলন সংগ্রাম বেগবান হবে।

নুরুচ্ছফা ভূঁইয়া বলেন, পুঁজিবাদী সমাজ নিপীড়ন, শোষণ, বৈষম্য, ধর্ম ইত্যাদিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। পুঁজিবাদী শ্রেণিবিভক্ত সমাজে জাতীয় মুক্তি ছিনিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন এম এন লারমার আদর্শ, দর্শন অধ্যয়ন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে জুম্ম জাতির ঐক্যবদ্ধ সমন্বয় ।

হ্লামিও মারমা বলেন, পাকিস্তানি শাসনামলে পাকিস্তানি শাসন-শোষণ এবং স্বাধীনতা বাংলাদেশ পরবর্তী চাপিয়ে দেওয়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং সংবিধানে বহুত্ববাদ অস্বীকারের প্রতিবাদে এম এন লারমা ছিলেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

তাপস হোড় বলেন, এম এন লারমার সংগ্রাম এবং পথ চলা অবশ্যই আমাদের অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা পরবর্তী কোনো সরকারই এদেশের বহুত্ববাদকে স্বীকার করতে চায় নি, যা প্রতারণার সামিল। তিনি আরও বলেন, সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার, নিরাপত্তা এবং অস্তিত্বের স্বার্থে সচেতন হওয়া এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে আন্দোলন সংগ্রামের প্রয়োজন।

পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্কুল ও পাঠাগার সম্পাদক অপূর্ব চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ৮৬তম জন্মবর্ষ উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক তাপস হোড়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আশুতোষ তঞ্চঙ্গ্যা এবং এম এন লারমার জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করেন সুকর্ণা চাকমা।

চবিতে রঁদেভূ'র মাতৃভাষায় বর্ণমালা প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২৫ এর সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ২:০০ ঘটিকায় কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের গ্যালারিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সংগঠন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত "মাতৃভাষায় বর্ণমালা প্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০২৫" এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা, প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের (সাবেক) পরিচালক ড. ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের প্রভাষক (ইংরেজি) নৈরঞ্জনা চাকমাসহ প্রমুখ।

রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক নুখ্যাইমং মারমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রবি বিকাশ চাকমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন রঁদেভূ'র সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জাল্লাং এনরিকো কুবি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আদিবাসী ভাষার প্রশিক্ষকদের সম্মাননা ক্রেস্ট এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

ড. কাঞ্চন চাকমা বলেন, বিশ্বায়নের যুগে ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ এখন সংকটে পড়েছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারের এবং ভিন্ন ভাষার আগ্রাসনের ফলে নিজ নিজ মাতৃভাষার গুরুত্ব আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে কমে যাচ্ছে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী যুগোপযোগী বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে আদিবাসী ভাষা-সংস্কৃতি নিজে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ভলান্টিয়ারিং কাজ করে আমরা সমাজে ভাষা-সংস্কৃতি চর্চা বৃদ্ধি করতে পারি। স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীদের এসব উদ্যোগে যুক্ত করে ভাষা-সংস্কৃতি সচেতন প্রজন্ম গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে নিজের ভাষা নিয়েও গবেষণায় মনোযোগী হতে হবে।

ড. সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেন, একটি ভাষার সাথে একটি জাতির সংস্কৃতি, জীবনযাপন ও মূল্যবোধ ইত্যাদি জড়িত থাকে। ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে এগুলো হারিয়ে ফেলা। ভাষা অনেক কারণেই হারিয়ে যায়, আমরা ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে দেখি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আধিপত্যই এর প্রধান কারণ। এটা যেমন আমেরিকার আদিবাসীদের জন্য সত্য, একইভাবে আমাদের দেশের অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও দেখা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে মাতৃভাষায় মেধাবী হওয়া ছাড়া মেধাবী হওয়া যায় না। পৃথিবীতে বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় ভাষার সাথে ঐ ভাষাভাষী লোকের অস্তিত্বও এখন সংকটাপন্ন। আমাদের সকলের নিজ নিজ কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতা থাকতে হবে। একটা মানুষ বেড়ে ওঠার পেছনে কমিউনিটির ভূমিকা অপরিসীম। রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী তার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সাংস্কৃতিক অঙ্গণে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

ড. ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী বলেন, একটা ভাষা সংকটে পড়ে যখন ঐ ভাষায় বলা ও লেখার মানুষ থাকেনা। ভাষা নিয়ে সচেতন হয়ে সংকটাপন্ন ভাষাগুলো নিয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার কর্তৃক আদিবাসী ভাষা নিয়ে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী তার জায়গা থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে যা এ সময়ের জন্য খুবই উপযোগী।

নৈরঞ্জনা চাকমা বলেন, রঁদেভূ'র কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে মাতৃভাষায় বর্ণমালা প্রশিক্ষণ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিজের মাতৃভাষা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এটা নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। ছোটবেলা থেকে বাংলা ভাষায় পড়ালেখার সূত্রে আমরা নিজের ভাষা চর্চা হারিয়ে ফেলি যা বর্তমান সময়ে অধিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। ভাষা কর্মশালা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে যদি নিজের বর্ণমালা ও ভাষা চর্চা ও শেখার সুযোগ পাই, যেটা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে রঁদেভূ সৃষ্টি করে দিচ্ছে এটা আমাদের কাজে লাগানো জরুরি।

আলোচনা সভার পরবর্তীতে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পর্বের মাধ্যমে সমাপনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা করা হয়। উল্লেখ্য, রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে এইবারের কর্মশালায় চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো এবং মারমা এই ৪ টি আদিবাসী ভাষায় মোট ৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে সফলভাবে কর্মশালা সম্পন্ন করে।

মারমা স্কুল ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ'র বিক্ষোভ সমাবেশ

খাগড়াছড়ি সদরে ৮ম শ্রেণির আদিবাসী মারমা স্কুল ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাঙ্গামাটির জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ)-এর উদ্যোগে বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুমন চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সুনীতি বিকাশ চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক চন্দ্রিকা চাকমা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার প্রুহ্লাঅং মারমা প্রমুখ। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমা।

সুমিত্র চাকমা বলেন, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়ায় এসব ঘটনা বেড়ে চলেছে। সরকার বলে পাহাড়কে তথাকথিত নিরপত্তার চাদরে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখি পাহাড়ের মানুষের নিরাপত্তা তো দূরের কথা বরং পাহাড়ের মানুষ অস্বস্তিতে ভূগছে। পাহাড়ের মানুষ নিজ বাড়িতে যেতে নিরাপত্তা চৌকিতে নানা হয়রানির শিকার হয়। কিন্তু ধর্ষকেরা পাহাড়ের এপাশ ওপাশ বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব কী? তিনি আরো বলেন, ধর্ষণকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদান করে বিচারের দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। যদি অপরাধীদের বিচার করা না হয় তাহলে জুম্মরা বিচারের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিতে বাধ্য হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বস্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পার্বত্য চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

রুমেন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী ধর্ষণের ঘটনা যেন রুটিনমাফিক কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। এসবের একটিই কারণ হলো বিচারহীনতার সংস্কৃতি। পূর্বে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনায় আমরা প্রশাসনের যথাযথ কোনো বিচারের প্রক্রিয়া আমরা আজও দেখি না। আমরা বলে থাকি ধর্ষকের কোনো জাত নেই। সমতলে ধর্ষণের ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের তৎপরতা দেখা যায়। কিন্তু পাহাড়ে যেসব ধর্ষণের ঘটনা ঘটে সেসব ঘটনায় ভিক্টিম জুম্ম নারী আর অপরাধী হলো সেটেলার বাঙালি। জাতপাত ভেদাভেদ না করে যদি সেই ধর্ষকদের যথাযথ বিচার করা হতো তাহলে এমন হতো না।

চন্দ্রিকা চাকমা বলেন, জুম্ম নারীরা কোথাও নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারছে না। প্রশাসন ধর্ষণের যথাযথ বিচার না করায় এসব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। প্রশাসনই ধর্ষকদের প্রশ্রয়দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

প্রুহ্লাঅং মারমা বলেন, পাহাড়ে যত ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত তার একটিরও যথাযথ বিচার হয় নি। বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে ধর্ষণের ঘটনা থামানো যাচ্ছে না। এর দায় অবশ্যই প্রশাসনের।

প্রতিবাদ সমাবেশের পূর্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে চবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

খাগড়াছড়ি সদরে ৮ম শ্রেণি পড়ুয়া এক জুম্ম ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ধর্ষকদের অতিদ্রুত গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ৫ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ ব্যানারে চবির জিরো পয়েন্টে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন, ঋজু লক্ষী অবরোধ, সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, চবি শাখা; ইফাজ উদ্দিন আহমদ ইমু, সাধারণ সম্পাদক, চবি সংসদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন; জুহেস ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক, ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, চট্টগ্রাম মহানগর শাখা; সিংয়ইপ্রু মারমা, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, চবি শাখার সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি; সানু মারমা, শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মিটন চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন পালি বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অজয় তঞ্চঙ্গ্যা।

ঋজু লক্ষী অবরোধ বলেন, নারী নিপীড়ন ও ধর্ষণের মতো ঘটনা আমাদের কাছে অপরিচিত কোনো ঘটনা নয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নানা সংস্কারের কথা বললেও নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে আজও যথাযথ উদ্যোগ চোখে পড়ে না। ফলে ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, মব সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে। আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশে আদিবাসীদের নায্য অধিকার দিতে পারিনি। ফ্যাসিবাদী আমলে যেভাবে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা ভূলণ্ঠিত হয়েছে সেভাবেই জুলাই পরবর্তী একটা গোষ্ঠী মানুষের অধিকারকে ভূলণ্ঠিত করছে। দুঃখজনক বিষয়, বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মহুতির দিনে নারী ধর্ষণ ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় দাঁড়াতে হচ্ছে আমাদের।

ইফাজ উদ্দিন আহমদ ইমু বলেন, কল্পনা চাকমা থেকে শুরু করে অষ্টম শ্রেণির কিশোরী ধর্ষণের ঘটনা পর্যন্ত পাহাড়ের নারী নির্যাতনমূলক ঘটনার একটিরও যথাযথ বিচার এই রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারেনি। বর্তমান সরকারের আমলেও আগের মতই আদিবাসীদের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। ঐক্যমত্য কমিশনেও কোনো আদিবাসী প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। চিংমা খেয়াংকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হলেও এখনো তার বিচার রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারেনি।

জুহেস ত্রিপুরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ধর্ষণের মতো ঘটনাকে আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। বৈচিত্র্যতাকে স্বীকার করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত সকল জাতিগোষ্ঠীর অধিকার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পাহাড়ে নারী নিরাপত্তার জন্য সংঘটিত ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

সিংয়ইপ্রু মারমা বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী আমরা ভেবেছিলাম এখানে বৈষম্য থাকবে না, নিপীড়ন থাকবে না, নারী ধর্ষণ থাকবে না। কিন্তু তার বিপরীতে প্রতিনিয়ত ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে চললেও প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। কথিত নিরাপত্তার নামে পাহাড়ে সেনাশাসন জারি রাখা হয়েছে। কিন্তু আমার মা-বোনদের নিরাপত্তা তারা নিশ্চিত করতে পারছে না। তাহলে এই নিরাপত্তা কাদের জন্য প্রশ্ন থেকে যায়। এ দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যথাযথ নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার রাখি।

সানু মারমা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে প্রত্যেকটি নারী নিপীড়নের ঘটনার প্রতিবাদে নারীদের অধিকতরভাবে এগিয়ে আসা উচিত। এক একজন সচেতন শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা আবশ্যক।

সমাবেশ পরবর্তীতে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে শহীদ মিনার চত্বর ঘুরে আবার জিরো পয়েন্টে এসে শেষ হয়।

সরকারের ব্যর্থতার কারণে পাহাড়ে সেটেলার কর্তৃক ধর্ষণের মহাৎসব চলছে- ঢাকায় দীপায়ন খীসা

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ৪ ঘটিকার সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে আদিবাসী ছাত্র জনতার ব্যানারে খাগড়াছড়িতে ৮ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক জুম্ম স্কুল ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ধর্ষকদের অতিদ্রুত গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক

শান্তির দাবিতে এবং বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উক্যনু মারমাকে সেনাবাহিনী কর্তৃক অন্যায়ভাবে আটক ও মারধরের প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময় উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা, কণ্ঠশিল্পী সায়ান, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈসানু মারমা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাশ, পিসিপির সহ সাধারণ সম্পাদক কৃতিত্ব চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাকিবুল হাসান সুজন, বিএমএসসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হ্লাশৈ মারমা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, জগন্নাথ হল সংসদের সাহিত্য সম্পাদক কথক বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুমী চাকমা প্রমুখ।

দীপায়ন খীসা বলেন, বর্তমান সরকার '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু এই সরকার আজও পাহাড়ে ধর্ষণ থামাতে পারেনি। এই দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে। এই সরকার নানা সংস্কারের কথা বলছে কিন্তু পাহাড়ের প্রশ্ন উঠলে সবাই নিরব ভূমিকা পালন করছে। পাহাড়ে ধর্ষণ থামছে না, নিযার্তন থামছে না, জোরপূর্বক ভূমি বেদখল থামছে না। তিনি আরো বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার এক বছরের অধিক অতিক্রান্ত হলেও চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো সদিচ্ছা প্রকাশ করছে না।

কণ্ঠশিল্পী সায়ান বলেন, আমাদের সমাজকে পাল্টাতে হবে। পাহাড়ি বাঙালি এই বিভাজনগুলো ভুলে আমাদের এক হয়ে সকল ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে আমাদের কণ্ঠস্বর জারী রাখতে হবে। শুধু সম্প্রীতির কথা বললে হবে না। সম্প্রীতিকে চর্চা করতে হবে। আমাদের শুধু বাংলাদেশের কথা বললে হবে না, বাংলাদেশে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা বলতে হবে।

সুমী চাকমা বলেন, বাংলাদেশ বাদে পৃথিবীর কোনো দেশে ধর্ষণের প্রতিবাদ করার জন্য প্রতিবাদকারীদের গ্রেপ্তার করতে দেখিনি। শুধুমাত্র উক্যনু মারমাকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলনকে বন্ধ করা যাবে না, কারণ আমরা সবাই মিলে একটি কণ্ঠস্বর। আদিবাসী নারীসহ সকল নারীর নিরাপত্তা প্রদান করে অতিদ্রুত ধর্ষকদের গ্রেপ্তার করতে হবে ও সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

সৈসানু মারমা তার সংহতি বক্তব্যে বলেন, আজকে যদি দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি না থাকতো, যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তার কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করতো, তাহলে আজকে আমাদের এখানে ধর্ষকদের গ্রেপ্তারের জন্য দাঁড়াতে হতো না। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় সেনাবাহিনীর অবস্থান সবসময় প্রশ্নবিদ্ধ থাকে। তারা সবসময় ধর্ষক, ভূমি বেদখলদার, গণহত্যাকারীর পক্ষে থাকে।

হ্লাশৈ মারমা বলেন, কোনো রকম আইনী নোটিশ ছাড়া রাতের অন্ধকারে উক্যনু মারমাকে গ্রেপ্তারের ঘটনা, আমাদেরকে কল্পনা চাকমার কথা মনে করিয়ে দেয়।

অনিক কুমার দাশ বলেন, এই রাষ্ট্র প্রশ্রয় দিচ্ছে বলেই এই রাষ্ট্রে নতুন নতুন ধর্ষক জন্ম নিচ্ছে। দুই বছরের শিশুও

বাংলাদেশে নিরাপদ না। এই সংকট শুধু পাহাড়ে না, পুরো বাংলাদেশে চলমান রয়েছে। এই সমাজকে বসবাসের জন্য নিরাপদ করে তুলুন।

কথক বিশ্বাস বলেন, আজকে বাংলাদেশ একটি মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। যে যার মত কাজ করছে। বর্তমানে আমাদের সংখ্যালঘুদেরকে হেয় করে দেখা হয়। অনিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ সবসময় জারি থাকবে। আর কোনো অনিয়ম দেখা দিলে সংখ্যালঘুরা এক হয়ে বিক্ষোভে ফেটে উঠবে।

কৃতিত্ব চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সকল সমস্যা সমাধান করতে হলে অতিদ্রুত '৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। আদিবাসীদের উপর চলমান সমস্ত নিপীড়ন, শোষণমূলক ব্যবস্থাকে আদিবাসী তরুণ সমাজ একসাথে প্রতিহত করবে।

শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, উক্যনু মারমার সাথে যা ঘটেছে সেটা আমার বা আপনার সাথেও ঘটতে পারে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের যে নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা চলমান রয়েছে তার মাধ্যমে প্রতিদিন আদিবাসীদেরকে পিষ্ট করা হচ্ছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা আশা করেছিলাম বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। কিন্তু বর্তমানে আমরা সেটির ছিটেফোঁটা দেখছি না। বরং আন্দোলনকারীদেরকে এই রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক দমন নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, আমরা আজব এক দেশে বসবাস করছি, যেখানে ধর্ষণকারীদের গ্রেফতার না করে ধর্ষণের প্রতিবাদকারীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়। উক্যনু মারমা একা না, আমরা সবাই সম্মিলিত একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। আমরা পার্বত্য চুক্তির আগের দুই দশকেরও বেশি সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসকে ভুলি নাই। আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথগুলোকে যদি রুদ্ধ করা হয়, আমরা পরবর্তীতে অগণতান্ত্রিক পথকে বেছে নিব।

রাকিবুল হাসান সুজন বলেন, ধর্ষণ কান্ড শুধুমাত্র ধর্ষণ নয়, এগুলো রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিকল্পিত ঘটনা। রাষ্ট্র বছরের পর বছর আদিবাসীদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্যাতনের ধারা জারি রেখেছে। আমরা এইধরনের বিমাতাসুলভ আচরণকে নতুন বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী রূপ হিসেবে দেখি।

পিসিপির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক শান্তিময় চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশটিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি নুমংপ্রু মারমা।

মারমা ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও সেটেলার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ

খাগড়াছড়িতে এক জুম্ম ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের বিচারের দাবিতে চলমান শান্তিপূর্ণ অবরোধ কর্মসূচিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা ও ঘরবাড়ি-দোকানপাট ভাঙচুরের প্রতিবাদে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ৪ ঘটিকায় ঢাকার শাহবাগে আদিবাসী ছাত্র জনতার আয়োজনে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন, দীপায়ন খীসা, কেন্দ্রীয় সদস্য, পার্বত্য জনসংহতি সমিতি; নিকোলাস চাকমা, অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট; এহসান মাহমুদ, নির্বাহী সম্পাদক , দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকা; টনি চিরান, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরাম; অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ; মুক্তা বাড়ৈ,

সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় কমিটি; মেঘমল্লার বসু, সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ; নুমংপ্রু মারমা, সভাপতি, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল, ঢাকা মহানগর শাখা; শান্তিময় চাকমা,সাধারণ সম্পাদক, পিসিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা; রিয়া চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর কমিটি; লিটন ত্রিপুরা, সাধারণ শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এহসান মাহমুদ বলেন, আদিবাসীদের প্রতিবাদের ভাষাকে দাবিয়ে রেখে রাষ্ট্র নিজেকে নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। পাহাড়ে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বৈষম্য বিলোপের ব্যবস্থা না করে উল্টো বৈষম্য, নিপীড়নের চাকা অব্যাহত রেখেছে। আদিবাসীদের বিষয়ে রাষ্ট্র নির্বাক। ক্ষমতার মসনদে বসে আদিবাসীদের হাহাকার এই সরকার দেখতে পাচ্ছে না।

অ্যাডভোকেট নিকোলাস চাকমা বলেন, ধর্ষকের বিচার চাইতে গিয়ে আমাদের আদিবাসী ভাইবোনদের নিপীড়নের শিকার হতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন জারি রেখে, ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্র আদিবাসীদের বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। সংবিধানের দোহাই দিয়ে এই রাষ্ট্রযন্ত্র নিপীড়নের মাধ্যমে আদিবাসীদের মৃত্যুর তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে চলেছে।

টনি চিরান বলেন, খাগড়াছড়িতে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কেনা বুলেটে আদিবাসী ভাই বোনদেরকে গুলি করে রক্তাক্ত করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যদি খাগড়াছড়িতে চলমান ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত না করে, তাহলে আদিবাসীদের মনে প্রতিবাদের যে আগুন জ্বলছে, তা বিস্ফোরিত হতে দেরি হবে না।

অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, খাগড়াছড়িতে আমাদের ভাইবোনদেরকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু এই হত্যাকান্ডগুলো এই সরকারের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এই হচ্ছে এনজিওবাদী ফ্যাসিস্ট সরকারের নমুনা। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিতে না থাকলে, বাংলাদেশও শান্তিতে থাকবে না। আদিবাসীরা সবকিছু প্রতিহত করে সামনের দিকে আগাবে।

মুক্তা বাড়ৈ বলেন, খাগড়াছড়িতে আদিবাসী শিশুকে ধর্ষণের প্রতিবাদে হওয়া হামলার বিচার করতে রাষ্ট্র আজ ব্যর্থ। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্ষকদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের উপর হওয়ার নিপীড়ন ও নির্যাতনকে ছাত্র যুব সমাজ আর মেনে নিবে না।

নুমংপ্রু বলেন, খুবই কষ্টের এবং অবাক করার বিষয়- সাংবাদিক ভাইয়েরা সাজেকে পর্যটকদের সাথে কি হচ্ছে সেই সব খবর জানেন, কিন্তু খাগড়াছড়ির গুইমারায় কতজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে, কত পরিবারের ঘরবাড়ি পুরিড়ে গিয়েছে সেই খবর তারা জনেন না।

শান্তিময় চাকমা বলেন, পাহাড় আজ রক্তাক্ত, কিন্তু রাষ্ট্র বোবা, বধির, আদিবাসীদের আর্তচিৎকার তাদের কানে পৌছাচ্ছে না। খাগড়াছড়িতে ঘটে যাওয়া ধর্ষণ ও প্রতিবাদকারীদের ওপর হামলার যথাযথ বিচার না হলে পাহাড় ও সমতলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে উঠবে।

রিয়া চাকমা বলেন, বছরের পর বছর রাষ্ট্র আমাদেরকে সন্ত্রাসী বানিয়ে রেখেছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনী খাগড়াছড়িতে সন্ত্রাসী কায়দায় গুলি করেছে। এই রাষ্ট্রযন্ত্র আদিবাসীদের শান্তিপূর্ণ অবরোধে হামলার ইন্ধন যুগিয়েছে।

জানকি চিসিম বলেন, আদিবাসীদের উপর হওয়া নির্যাতন দীর্ঘদিনের। এই নির্যাতনে রাষ্ট্র নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আদিবাসী ছাত্রসমাজ এই অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই জারি রাখবে।

পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈসানু মারমার সঞ্চালনায় উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা।

বিক্ষোভ সমাবেশের পরে একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে সংহতি জানিয়েছে আদিবাসী ও প্রগতিশীল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনসমূহ।

ঢাকায় “দ্রোহের ক্যানভাস”-এ ফুটে উঠল খাগড়াছড়িতে আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণ এবং সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদ

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তিন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণের শিকার হন। এতে প্রশাসন সকল অপরাধীদের গ্রেফতার এবং বিচারের আওতায় আনতে না পারায় আদিবাসী শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ এবং

পরবর্তীতে শান্তিপূর্ণ অবরোধ কর্মসূচি পালন করার সময় গত ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার সদর ও গুইমারা উপজেলায় আদিবাসী জুম্মদের ওপর সেনাবাহিনী গুলি ও সেটেলার বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়।

উক্ত হামলার প্রতিবাদে এবং রাষ্ট্রের নীরব ভূমিকার বিরুদ্ধে শিল্পীরা মিলে ঢাকার শাহবাগে গড়ে তুলেছেন 'দ্রোহের ক্যানভাস'। বাংলাদেশ ইন্ডিজেনাস আর্টিস্টস ইউনিটির উদ্যোগে গতকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যায় এ সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

খাগড়াছড়িতে সংঘটিত সহিংসতায় নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী শিল্পীসহ একঝাঁক বাঙালি শিল্পীও অংশ নেন। তাঁদের তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠে বিক্ষোভ ও সংহতির বার্তা। চিত্রকর্মের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, গান ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদের সুর বেজে ওঠে।

অনুষ্ঠানে প্রতিবাদী কবিতা পাঠ করেন শিল্পী সায়ান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাহী সদস্য হেমা চাকমা। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম্ম শিক্ষার্থীরা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা তুহিন কান্তি দাশ, সোমান্তর চাকমাসহ বিভিন্ন আদিবাসী শিল্পী গানের মাধ্যমে তাদের কণ্ঠস্বর মেলান।

বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর কেন্দ্রীয় নেতা রেং ইয়ং ম্রো, মানবাধিকার কর্মী অলিউর সান ও শিল্পী জয়তু চাকমা।

বক্তারা খাগড়াছড়িতে সংঘটিত ঘটনাগুলোকে বর্বরোচিত আখ্যা দিয়ে এর নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের পাশাপাশি দোষীদের বিচারের দাবি জানান।

'দ্রোহের ক্যানভাস' ছিল না কেবল শিল্পের মঞ্চ, বরং একটি শক্তিশালী সামাজিক-রাজনৈতিক বার্তাবাহক। এটি দেখিয়ে দিয়েছে যে, শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমেও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রাষ্ট্রীয় নেতিবাচক ভূমিকার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

খাগড়াছড়িতে সেনা ও সেটেলার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে রোয়াংছড়িতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়িতে এক জুম্ম ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের বিচারের দাবিতে চলমান শান্তিপূর্ণ অবরোধ কর্মসূচিতে সেনা ও সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা ও ঘরবাড়ি-দোকানপাটে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রোয়াংছড়িতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশের শুরুতে রোয়াংছড়ির উসারা মহাথের লাইব্রেরির প্রাঙ্গণ হতে বাজার প্রদক্ষিণ করে মিছিল করা হয়। পরবর্তীতে বান্দরবান সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী চসিংথোয়াই মারমার সঞ্চালনায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রোয়াংছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মনিলাল তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অংশৈসাই মারমা, বান্দরবান সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মেনিপ্রু মারমা, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উমংথোয়াই মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রোয়াংছড়ি থানা শাখার সভাপতি হ্লামংচিং মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিটনময় তঞ্চঙ্গ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উলিসিং মারমা, রোয়াংছড়ি সচেতন জনতার প্রতিনিধি মংয়ইচিং মারমা, মানবাধিকার কর্মী জন ত্রিপুরা, আলেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডের সদস্য ভারতসেন তঞ্চঙ্গ্যা।

অংশৈসাই মারমা স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আমরা গত তিন মাস আগে ঠিক এইখানে জড়ো হয়েছিলাম থানচিতে ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হওয়া আমাদের বোন চিংম্রা খিয়াং এর হত্যার বিচার চাইতে। আমরা আবারো সেই ক্ষোভ ও বেদনাভরা মন নিয়ে আবারো এখানে জড়ো হয়েছি খাগড়াছড়িতে ঘটে যাওয়া আদিবাসীদের উপরে সাম্প্রদায়িক হামলা এবং রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর গুলিতে হত্যার শিকার হওয়া ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানাতে।

তিনি আরো বলেন, আমরা জানি যে আমরা এই রাষ্ট্রের কাছে সঠিক সুষ্ঠু বিচার পাবো না। কারণ অতীতেও আমরা আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া অন্যায়, নিপীড়ন, নির্যাতন ও গণহত্যার সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার পাইনি। পরিশেষে তিনি রাষ্ট্রের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়ে তার বক্তব্য সমাপ্তি করেন।

হ্লামংচিং মারমা বলেন, বরাবরের মতোই আজকেও বলছি, এই রাষ্ট্রই ধর্ষকদের পাহাড়াদার, রাষ্ট্র ধর্ষকদের নিরাপত্তা দেওয়ার কারণে খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। খাগড়াছড়িতে জুম্মদের উপরে আবারো একটি সাম্প্রদায়িক হামলা ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দ্বারা নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হলো। আমি মনে করি, এটি পূর্ব পরিকল্পিত। খাগড়াছড়িতে ৮ম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক মারমা ছাত্রীকে সেটেলার বাঙালিরা সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে এবং এরই প্রতিবাদে জুম্ম ছাত্রজনতা শান্তিপূর্ণ সড়ক অবরোধের ডাক দিলে সেখানে সেটেলার বাঙালিরা পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করে জুম্মদের উপর হামলা চালিয়েছে। গুইমারায় পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সামনে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর হামলা করেছে এবং ঘর-বাড়ি অগ্নিসংযোগ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় এই সকল সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে।

বিটনময় তঞ্চঙ্গ্যা বক্তব্যের সময় খাগড়াছড়িতে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক হামলা ও আদিবাসীদের হত্যার জন্য রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন, এই পাহাড়ের বুকে অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়ের ছাত্রসমাজ তাদের লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। পাহাড়ে আদিবাসীদের সাথে ঘটে যাওয়া প্রতিটি অন্যায়, অত্যাচার ও নির্বিচারে গণহত্যার মাশুল একদিন এই রাষ্ট্রকে গুণতে হবে। অবশেষে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ যথাযথ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে তার সংহতি বক্তব্য সমাপ্তি করেন।

উলিসিং মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী ধর্ষণ ও জুম্মদের উপরে সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করার ইতিহাস অনেক পুরনো। আমরা প্রতিদিনই শুনতে পাই পাহাড়ের কোথাও না কোথাও আমাদের জুম্ম মা-বোনেরা নিপীড়নের শিকার হয়েছে। আমাদের জুম্ম বাপ-ভাইয়েরা বিনাকারণে সেনাবাহিনীর কাছে অত্যাচারের শিকার হয়েছে। কিন্তু আমরা সেইসবের প্রতিবাদ করতে গেলে, ন্যায়বিচার চাইতে গেলে, অধিকার চাইতে গেলে আমরা হয়ে যায় সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা অধিকার চাইতে গেলে যদি সন্ত্রাসী হয়ে যায় তাহলে আমরা সন্ত্রাসী হতে রাজী। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র চুক্তি বাস্তবায়ন না করে উল্টো চুক্তি বিরোধী কার্যকলাপ এবং ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারত সেন তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, ১৯৭১ সালের পর থেকে আজকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘুদের উপর শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন সময় দমন-নিপিড়ন, নির্যাতন, লুটপাট, অন্যায়, অবিচার, জুলুম চালিয়ে আমাদেকে দাবিয়ে রাখার জন্য আমাদের মনে যে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং খাগড়াছড়িতে চলমান রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মদদে সাম্প্রদায়িক হামলা, জুম্মদের উপরে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা এটা তারই একটা ধারাবাহিকতা। এই রাষ্ট্রে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক সাথে লড়াই করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান ছাত্র ও যুব সমাজকে আরো অধিক সোচ্চার হতে হবে।

মানবাধিকার কর্মী জন ত্রিপুরা এই রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীকে হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, অতীতেও পাহাড়ের মানুষ অধিকার আদায়ের জন্য বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো, ভবিষ্যতেও নিজেদের ভূমি রক্ষার্থে আবারো কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।

পরিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রোয়াংছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মনিলাল তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

খাগড়াছড়িতে ধর্ষকদের গ্রেফতার ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ

খাগড়াছড়িতে ধর্ষকদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং পাহাড়ী আদিবাসীদের অধিকার হরণ, বিচারহীনতা বন্ধ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণের দাবিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোজ মঙ্গলবার, বিকাল ৪টায় শাহবাগ, জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন এর আয়োজনে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন ও সঞ্চালনা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক

শামসুল হুদা, বাংলাদেশ জাসদ এর স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ডাকসুর সাবেক জিএস ডা. মুশতাক, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি দীপক শীল ও বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি নুমংপ্রু মারমা প্রমুখ।

বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, এই সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সাথে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে গত ৫৪ বছর ধরে জাতি বিদ্বেষী ও জাতি নিধন প্রক্রিয়া চলছে। সকল সরকার এর জন্য দায়ী। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের মধ্যে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার মতো। গণতন্ত্রের চেতনা, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের চেতনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা সবাই এগিয়ে যাব।

এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, খাগড়াছড়ির সাম্প্রদায়িক হামলায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে আমরা দুঃখ পেয়েছি, আমরা ক্ষুব্ধ। আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের বিচার কখনো হয় না, তদন্ত হয় না। আমরা এই বিচারহীনতার অবসান দেখতে চাই। আদিবাসীদের উপর হামলার ঘটনাগুলোর পরে নানা গল্প তৈরি করা হয় যে অমুক উস্কানি দিয়েছে। এইসব আজগুবি গল্প আমাদেরকে শোনাবেন না। যারা আসলে এই ঘটনাগুলো ঘটায় তাদের মুখোশ কখনো উন্মোচিত হয় না।

বাংলাদেশ জাসদ এর স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ডাকসুর সাবেক জিএস ডা. মুশতাক বলেন, খাগড়াছড়িতে যে হত্যাকান্ড হয়েছে সেই সমস্যার সমাধানের বদলে সরকারের দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়ার মতো কাজ করেছেন। যারা এই ধরনের নারী নির্যাতন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে জড়িত, আমরা বাংলাদেশের মানুষ তাদের বিচার নিশ্চিত করবো। গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিটকে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের সকল মানুষের উচিত আদিবাসীদের যৌক্তিক আন্দোলনকে সমর্থন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী ড. খায়রুল চৌধুরী বলেন, পাহাড়ের অবস্থা শান্তিপূর্ণ করার জন্য এই সরকার কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশে যদি গণতন্ত্র দরকার হয়, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামেও গণতন্ত্র দরকার। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হওয়ার মাধ্যমে জনগণের মনে যে আশা-বিশ্বাস ফিরে এসেছিল, গত ২৮ বছরে চুক্তি বাস্তবায়ন না করার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা, সামরিক শাসন, ভূমি সমস্যা সহ সেখানকার মানুষের জীবনকে দূর্বিষহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি দীপক শীল বলেন, আদিবাসীদের উপর হামলার ঘটনায় প্রশাসনের দায়িত্বে যারা আছেন, তারা কোনো টু শব্দ করছে না। বরঞ্চ আরও বেশি করে মদদ দিচ্ছে। ফ্যাসিস্ট সরকার হাসিনার পতন হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম যে বাংলাদেশে আর কোনো স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু না। এক স্বৈরাচার চলে গিয়েছে, এখন আরেক স্বৈরাচার একই চেয়ারে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি নুমংপ্রু মারমা বলেন, খাগড়াছড়িতে চলমান সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার দায় বাংলাদেশের প্রশাসন ও সরকারকে নিতে হবে। হামলার সাথে জড়িত সকলকে চিহ্নিত করে আইনে আওতায় আনতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত সকল আদিবাসীদেরকে সরকারকে উদ্যোগ নিয়ে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ঘটনা ঘটলো সেই ইস্যুতে আমরা সরকারের উপদেষ্টাদের থেকে কেবল দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথাবার্তা শুনতেছি। তিনি আরও বলেন, খাগড়াছড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ইস্যুতে বাংলাদেশে যে মানবাধিকার সংস্থাগুলো রয়েছে, তাদের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যদি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন হতো তাহলে আমরা এই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতাম না।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ সমাবেশটি শেষ হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশে সংহতি জানিয়েছেন দৈনিক আমাদের সময় এর সম্পাদক সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১০ অক্টোবর ২০২৫ "সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইস্পাত দৃঢ় জুম্ম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি, জুম্ম জাতির অধিকারের সনদ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করি" এই আহ্বানে রাঙ্গামাটির আশিকা কনভেনশন হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ১৩তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে মনি চাকমাকে সভাপতি, আশিকা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, সুবিনা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট ১৪তম কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত করা হয়।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মাধবীলতা চাকমা। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্যামা চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন সদস্য আশিকা চাকমা।

সম্মেলনের শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা আত্মবলীদান করেছেন তাদের স্মরণে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সম্মেলনে বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতির পক্ষে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি রিতা চাকমা।

উদ্বোধক মাধবীলতা চাকমা বলেন, আজকের এই ক্ষণে ১৯৭৫ সালের ১১ জুন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির প্রথম সম্মেলনের দিনগুলো মনে পড়ছে। সেসময় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারী সমাজের প্রগতিশীল অংশ মহিলা সমিতির সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সাহসিকতার সাথে সংগ্রামে যুক্ত হন। বর্তমানে মহিলা সমিতির সদস্য সংখ্যা কম হলেও যারা এখনো জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন তাদের প্রতি সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানাই।

প্রধান অতিথি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, শাসকগোষ্ঠী দমন-পীড়ন, মিথ্যা মামলা প্রদান করে পার্টিকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। সে সময় মহিলা সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা কিছুটা ব্যাহত হলেও থেমে থাকেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সদস্যদেরকে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে তরুণদের বেশী এগিয়ে আসতে হবে। নবনির্বাচিত কমিটিতে অর্ধেকাংশ তরুণ অংশগ্রহণ করেছে যা আমাদের জন্য অবশ্যই আশাব্যঞ্জক।

তিনি আরো বলেন, নেতৃত্ব গঠনের জন্য আদর্শের আলোকে অধ্যয়ন করতে হবে। সমাজে নেতৃত্ব দেয়ার মতো গুণাবলী অর্জন করতে হবে। লড়াই সংগ্রাম করার জন্য অবশ্যই সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে উঠতে হবে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীদের অগ্রযাত্রাকে সীমিত করে রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীরা প্রায়ই শাসকগোষ্ঠী নিপীড়ন নিষ্পেষনের শিকার হয়ে থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্রী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন, উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি লাভ করছেন। কিন্তু সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে তাদের যথাযথ অনুধাবন করতে দেখা যায় না। বরং অনেকাংশকে আত্মমুখিতায় জর্জরিত চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাই।

তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে বলেন, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বৃহত্তর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে তরুণ ছাত্র-যুব সমাজ, নারী সমাজ তথা সকলকে অধিকতরভাবে সামিল হতে হবে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নানা ধরনের সুবিধাবাদীতা, পশ্চাৎপদ চিন্তা ঝেঁকে বসেছে। সেসব কিছুকে পেছনে ফেলে বৃহত্তর আন্দোলন

সুসংগঠিত হতে হবে। জুম্ম নারীদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং নারী সমাজকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল করতে হবে।

ঊষাতন তালুকদার বলেন, জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন, নারীদের নিরাপত্তা বিপন্ন। নারীরা সমাজের অর্ধেক অংশ, এই অর্ধেক অংশকে পেছনে রেখে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা রাখতে হবে, না হলে আন্দোলন সফল হবে না। আমরা কেন লড়াই করছি, কি লক্ষ্যে লড়াই করছি তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে হবে। বিজাতীয় শাসন শোষণের অবসানকল্পে নারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে সামিল হতে হবে। নারীদের সমাজে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সমাজকে সংগঠিত হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, শাসকগোষ্ঠী অবস্থা কি তা বুঝে আমাদের আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ জুম্ম জনগণকে বিভ্রান্ত করে শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় জুম্ম জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে হবে। জুম্মরা অতীতেও প্রমাণ দিয়েছে যে অধিকারের জন্য কঠিন সংগ্রাম করে সক্ষম। আমাদেরকে আবারো জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশের অনেক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের বিরুদ্ধে নানা কল্পকাহিনী বানিয়ে, নানা ধরনের মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে, বিচ্ছিন্নতাবাদী ট্যাগ দিয়ে দেশের জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

সভাপতির বক্তব্যে শ্যামা চাকমা বলেন, আমাদের নারী সমাজের মুক্তি, সমাজে নারীদের সমসমর্যাদা, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে হবে। সরকার ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল, আবারো বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নে বাধ্য করা হবে। গ্রাম থেকে ইউনিয়ন, থানা থেকে জেলা তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতীয় ইস্পাত কঠিন সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে মহান পার্টির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে মনি চাকমাকে সভাপতি, আশিকা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, সুবিনা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির প্রস্তাবিত ১৪তম কেন্দ্রীয় কমিটি উপস্থাপন করা হয় এবং প্রতিনিধিদের মুহুর্মুহু করতালির মধ্য দিয়ে কমিটি নির্বাচিত হয়। নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ঊষাতন তালুকদার।

পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা স্থগিতের সিদ্ধান্তে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের উদ্বেগ

পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত হওয়া বাঙালিদের ছাত্র সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি) এর হরতালের হুমকিতে ১৯ অক্টোবর ২০২৫ রাঙ্গামাটিতে আহুত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা স্থগিত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন।

গত ১৭ অক্টোবর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের প্রচার বিভাগের সদস্য মুর্শিদা আক্তার ডেইজী স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ জানান সংগঠনটির দুই যুগ্ম আহ্বায়ক মানবাধিকার কর্মী জাকির হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী।

নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনসহ বিভিন্ন পক্ষের জোর দাবির প্রেক্ষিতে সরকার গত ১২ জানুয়ারি ২০২৫ পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেনকে আহ্বায়ক করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করে। এরপর গত ১৯ জুলাই ২০২৫ এই কমিটির সভা রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সভায় পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানানো হয়– যা আমাদেরকে আশান্বিত করেছে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যকর করা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯ অক্টোবর ২০২৫, এই কমিশনের একটি সভা আহ্বানের পর পরই আমরা লক্ষ্য করলাম একটি পক্ষ এই সভা ভন্ডুল করতে এবং চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। বাঙালিদের ছাত্র সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ এর ডাকা হরতালের হুমকিতে ১৬ অক্টোবর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি নিষ্পত্তি বিরোধ কমিশন সচিব (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সভাটি স্থগিত করা হয়। এই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ে স্থাপিত ভূমি

কমিশনের অফিসে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ভূমি কমিশনের সভা স্থগিত করায় আমরা গভীর উদ্বিগ্ন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এহেন অনভিপ্রেত হুশিয়ারিতে যদি বারংবার সভা ডেকে স্থগিত করা হয় তবে তাতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হুমকির মুখে পড়বে। পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় সমস্ত শক্তিকে সংহত করে এই চুক্তি বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা পুনর্বার আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে সকল হুশিয়ারী উপেক্ষা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভূমি কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত করার জোর দাবি রাখছি।

পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না হয় তাহলে রাষ্ট্রকে আরেকটি গেরিলা বসন্ত দেখতে হবে: পিসিপির সভাপতি রুমেন চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র সমাজ কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত। পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে রাষ্ট্রকে আরেকটি গেরিলা বসন্ত দেখতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রুমেন চাকমা।

গত ২১ অক্টোবর ২০২৫ বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় রাজধানীর শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ১০টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ-লুটপাট, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে বান্দরবানে সার্কেল চীফের সার্টিফিকেটের প্রাধান্যতা শিথিলকরণ, সেটেলার বাঙালিদের অযৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এবং ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের নির্ধারিত সভা স্থগিতকরণের প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি এইসব কথা বলেন।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে রুমেন চাকমা বলেন, বাঘাইছড়িতে সেনাদের সহযোগিতায় জুম্মদের ১০টি ঘরবাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করেছে। ঘটনার এত ঘন্টা পেরিয়ে গেলে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ ঘটনাস্থলে যায়নি। অতীতেও পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় জর্জরিত করা হয়।

তিনি উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা এবং জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্সের সভা সেটেলার বাঙালিদের বিরোধিতায় বাতিল করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ার পাহাড়ের সমস্যা এখনো বিরাজমান রয়েছে। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দার সনদ সার্কেল চীফই প্রদান করে সেটাকে শিথিলতা করতে বান্দরবান জেলা প্রশাসক ঘোষণা দিয়েছে যা পার্বত্য চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন।

রুমেন চাকমা হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, রাষ্ট্র যদি মনে করে জুম্মদের এভাবেই পিছিয়ে রাখবে তাহলে সেটা বড় ভুল করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ অধিকারের জন্য লড়াই করতে শিখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র সমাজ কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত। পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যদি পার্বত্য চট্টগ্রমের সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে রাষ্ট্রকে আরেকটি গেরিলা বসন্ত দেখতে হবে।

শিক্ষার্থী রিয়া চাকমা বলেন, পাহাড়ের উন্নয়নের নামে জুম্মদের ভূমি বেদখল করা হয়। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দ্বারা জুম্মরা প্রতিনিয়তই শাসন, নিপীড়নের শিকার হয়। সম্প্রতি খাগড়াছড়িতে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গুলিতে ৪ জন জুম্ম নিহত হয়েছেন, সরকারের এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেই কেন? বাঘাইছড়িতে জুম্মদের ঘরবাড়িতে হামলাকারীদের অতিদ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করতে হবে।

সৃজন ম্র বলেন, খাগড়াছড়িতে গত মাসে এক জুম্ম ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। এ ঘটনায় প্রতিবাদকারীরা সেনা কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঘটনাটি স্বাভাবিক। ধর্ষণের ঘটনা কিভাবে স্বাভাবিক হয় এটা প্রশ্ন থেকে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মরা নিজ বাড়িতে যেতে নিরাপত্তা চৌকিতে আইডি কার্ড দেখিয়ে যেতে হয়। অবিলম্বে বাঘাইছড়িতে জুম্মদের গ্রামে হামলা, অগ্নিসংযোগকারীদের গ্রেফতার করতে হবে।

পাতলাই ম্রো বলেন, রাষ্ট্র কখনো আমাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেই পাহাড়ে দুটি সাম্প্রদায়িক হামলা হয়ে গেলো কোনোটিরও বিচার আমরা এখনো পাইনি। পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে

বলেই সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর এসব ঘটনা সংঘটিত করার সাহস পায়।

বাঘাইছড়িতে সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ-লুটপাটের প্রতিবাদে চবিতে বিক্ষোভ

গত ২১ অক্টোবর ২০২৫ রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ-লুটপাট এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে বান্দরবানে সার্কেল চীফের সার্টিফিকেটের প্রাধান্যতা শিথিলকরণ, সেটেলার বাঙালিদের অযৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন ও ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের নির্ধারিত সভা স্থগিতকরণের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রিশন চাকমা সঞ্চালনায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমার সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী রিপুল চাকমা, পালি বিভাগের শিক্ষার্থী নয়ন তঞ্চঙ্গ্যা ও প্রেনজি ম্রো প্রমুখ।

রিপুল চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক জুম্মদের ওপর নিপীড়নের ইতিহাসে সাধারণ জুম্মদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, লুটপাট ও ভাঙচুর নতুন বিষয় নয়। প্রতিটা সরকার ক্ষমতায় আসার আগে পাহাড়িদেরকে হরেক রকমের আশার বাণী শোনায়। কিন্তু বাস্তবে আমরা সেগুলোর কোনো প্রতিফলন দেখা তো দূরে কথা উল্টো জুম্মদের জাতিগত নির্মূলীকরণের নানা ষড়যন্ত্র দেখতে পাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সমস্যাকে স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য পার্বত্য চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন অতি জরুরি। এজন্য সবার এই চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

নয়ন তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, আশির দশকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল সংখ্যায় বাঙালি সমতল থেকে পার্বত্যাঞ্চলে বসতিপ্রদান করা হয়। এই সেটেলার বাঙালিদের শাসকগোষ্ঠী জুম্মদের ওপর নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যার ফলশ্রুতিতে পাহাড়ে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে সরকার এক মুখোমুখি অবস্থায় ফেলে দিয়েছে যা কোনো অবস্থাতেই কাম্য ছিল না। পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে আশির দশকের পূর্বে অনেক সহাবস্থান ও সম্প্রীতি বজায় ছিল। কিন্তু জুম্মদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ, ধর্মান্তরকরণ, সাম্প্রদায়িক হামলার মাধ্যমে জাতিগত নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র চলছে দীর্ঘকাল ধরে। আমাদের সচেতন তরুণ প্রজন্মকে শাসকগোষ্ঠীর এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

প্রেনজি ম্রো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের ইতিহাস বলে দেয় বাঘাইছড়িতে যে সাম্প্রদায়িক ঘটনা সেটা মোটেও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ভূমি কমিশনের সভার আগে সেটেলার বাঙালিদের অযৌক্তিক প্রতিবাদের ফলে সেটা স্থগিত হয়। জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। পার্বত্য চুক্তির পরবর্তীতে গঠিত ভূমি কমিশন, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান চুক্তিবিরোধী গোষ্ঠীর কারণে কার্যকর হতে পারছে না। সরকারের পক্ষ থেকেও এসব নিয়ে নির্লিপ্ততা আমাদের মনে প্রশ্ন উদয় করে দেয় চুক্তি বাস্তবায়নে তাদের কতটা সদিচ্ছা আছে!

অবশেষে সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশের সমাপ্তি ঘটে।

আন্তর্জাতিক

এমরিপের ১৮তম অধিবেশনে জেএসএস প্রতিনিধি অগাষ্টিনা চাকমার অংশগ্রহণ

গত ১৪-১৮ জুলাই ২০২৫ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট মেকানিজমের (এমরিপ)-এর ১৮তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) প্রতিনিধি অগাষ্টিনা চাকমা অংশগ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অগাষ্টিনা চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের মনিরা ত্রিপুরা ও টনি চিরান এমরিপের এই ১৮তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছেন।

এসময় ১৫ জুলাই অগাষ্টিনা চাকমা এমরিপের ১৮তম অধিবেশনে এজেন্ডা "আইটেম ৫: আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক প্রতিবেদন সহ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র" বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) প্রতিনিধি অগাষ্টিনা চাকমা তার বক্তব্য প্রদান করেন।

অগাষ্টিনা চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, "আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে বেড়ে উঠি নাই, কিন্তু আমার জনগোষ্ঠী– জুম্ম জনগণের গল্পসমূহ কয়েক প্রজন্ম ও দূরত্ব অতিক্রম করে আমার কাছে পৌঁছে। প্রাচুর্যপূর্ণ পাহাড়ের গল্পগুলো, পবিত্র নদীসমূহ এবং একটি প্রশান্ত গাম্ভীর্য যা কয়েক দশকের নিপীড়নকে প্রতিরোধ করে রেখেছে। কিন্তু সেই গল্পগুলোও নিরবতায় পূর্ণ হয়ে গেছে। নীরব সামরিক উপস্থিতি। ভয়ের নীরবতা। এবং একটি শান্তি চুক্তির নীরবতা, যা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, কিন্তু কখনোই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।"

তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বেসামরিকীকরণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আশা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হয়। শান্তির বদলে, এলাকাটিকে ২০০১ সালে কার্যত সামরিক শাসন 'অপারেশন উত্তোরন' এর আওতায় আনা হয়। বেসমারিক কর্তৃপক্ষকে সামরিক কর্তৃত্বের অধীনে তুলে দেওয়া হয় এবং জুম্ম জনগণের জীবন অধিকতর কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়।

অগাষ্টিনা চাকমা আরও বলেন, "আমি সেনা চেকপয়েন্ট এর ব্যাপারে চাপাকণ্ঠে আত্মীয়দের কথা বলতে শুনেছি। বাস্তুচ্যুতির ব্যাপারে বলতে শুনেছি। যেগুলো কখনো শিরোনাম

হয়নি সেইসব সহিংসতার ব্যাপারে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা যখন বিদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী হিসেবে মানবাধিকারের ব্যাজ পরিধান করেন, নিজের দেশে সেই সেনাবাহিনীই আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সেই একই অধিকারগুলো লংঘন করে। বিদেশে শান্তি রক্ষাকারীদের নিজের দেশেই প্রথম শান্তিরক্ষী হওয়া উচিত। তাই আজকে কেবল আমি একটি নীতিগত অনুরোধ নিয়ে আসিনি- আমি এসেছি সেইসব নীরব হয়ে যাওয়া কণ্ঠসমূহের ভার নিয়ে।"

অবশেষে, মিস চাকমা এই বলে তার বক্তব্য শেষ করেন যে, "আমি শ্রদ্ধার সাথে স্পেশাল র্যাপোর্টিউরকে অনুরোধ জানাই, আনুষ্ঠানিক সফরের জন্য আপনি বাংলাদেশকে অনুরোধ জানান। আমি এক্সপার্ট মেকানিজম ও স্থায়ী ফোরামকে এই অবস্থান গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই: পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অস্থায়ী ক্যাম্প সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত এবং অপারেশন উত্তোরণ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ স্থগিতকরণের সুপারিশ করা হোক। ন্যায়বিচার বাছাই করার বিষয় নয়। শান্তি রক্ষা অবশ্যই নিজের দেশেই শুরু করতে হবে।"

এমরিপের অধিবেশনে বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের প্রতিনিধি মণিরা ত্রিপুরার অংশগ্রহণ

গত ১৪-১৮ জুলাই ২০২৫ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট মেকানিজমের (এমরিপ) ১৮তম অধিবেশনে বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের (বিআইওয়াইএফ) প্রতিনিধি মনিরা ত্রিপুরা অংশগ্রহণ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অগাষ্টিনা চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের মনিরা ত্রিপুরা ও টনি চিরান এমরিপের এই ১৮তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

মনিরা ত্রিপুরা ১৪ জুলাই এজেন্ডা "আইটেম ৩: তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পৃথক তথ্য বিন্যাসকরণ সহ তথ্য-উপাত্তের উপর আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত গবেষণা ও পরামর্শ" এবং ১৫ জুলাই এজেন্ডা "আইটেম ৮: ঘোষণাপত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আঞ্চলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা বিষয়ে প্যানেল আলোচনা" বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

১৪ জুলাই এজেন্ড আইটেম ৩-এ অংশগ্রহণ করে মনিরা ত্রিপুরা বলেন, আদিবাসী নারী বহুরূপ বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকি। যা উচ্চ মাত্রার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, অবকাঠামো, আর্থিক সেবা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে সীমিত প্রবেশাধিকার এবং উচ্চহারের সহিংসতা ডেকে আনে। বাংলাদেশের নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। জনসংহতি সমিতির প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি হতে জুন পর্যন্ত, মুসলিম বাঙালি সেটেলার, বহিরাগত বাঙালি, শ্রমিক ও অন্যান্য পেশাজীবী ব্যক্তি কর্তৃক জুম্ম নারীদের উপর ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, উত্যক্তকরণ ও প্রতারণার ন্যায় অপরাধের ধারা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ২০২৫

সালের জানুয়ারি হতে জুনের মধ্যে বাঙালি মুসলিম সেটেলার ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার ১৫টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৬ জন নারী মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছে।

১৫ জুলাই এজেন্ডা আইটেম ৮-এ অংশগ্রহণ করে মনিরা ত্রিপুরা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসমূহ আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও তার ব্যতিক্রম নয়। আমি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে এক্সপার্ট মেকানিজমের সম্পৃক্ততাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে বর্তমানে চলমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই মুহূর্তে সক্রিয় নয়। গত বছরের নভেম্বরে ইহার পূর্ববর্তী মেয়াদ শেষ হলেও, এখনো পর্যন্ত কমিশনটি পুনর্গঠন করা হয়নি।

অবশেষে মনিরা ত্রিপুরা বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বশাসন, ভূমি, ভূখন্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদ এর স্বীকৃতিকে সমর্থনদানের জন্য এমরিপ'কে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশিত স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির অধিকার এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের সুরক্ষার জন্য সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী অধিকার লংঘনের বিষয়ে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ প্রকাশ

জাতিসংঘের স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর ও ম্যান্ডেটধারীদের একটি দল পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ-এর নিকট যৌথ অভিযোগপত্রাবলী পাঠিয়েছে। ইউএনপিও (আনরিপ্রেজেন্টেড ন্যাশন্স এন্ড পিপল্স অরগানাইজেশন) ও পিসিজেএসএস (পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি) কর্তৃক বান্দরবান জেলায় চলমান ভূমি বেদখল ও মানবাধিকার লংঘনকে জোর দিয়ে জাতিসংঘের স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউরদের নিকট পেশকৃত একটি যৌথ প্রতিবেদন অনুসরণ করে এই অভিযোগপত্রসমূহ পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি দীর্ঘ সময় ধরে জাতিগত উত্তেজনা, ভূমি বিরোধ ও স্বায়ত্তশাসন নিয়ে সংগ্রামের মধ্যে প্রোথিত সহিংসতার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহ দীর্ঘ সময় ধরে ভূমি বেদখল, অবৈধ আটক, জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও পরিবেশের ধ্বংসসাধন সহ চলমান মানবাধিকার লংঘনের সম্মুখীন হয়ে আসছে। এইসব মানবাধিকার লংঘনের মধ্যে সাম্প্রতিক সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ হল বান্দরবান জেলায় রাবার বাগান পরিচালনাকারী একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সম্পর্কিত একটি মামলা। ২০২২ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সমর্থিত এই কোম্পানিটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন ভূমি বেদখলে নেতৃত্ব দিয়েছে, যা মানুষ ও পরিবেশের ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। প্রতিরোধকারী সামাজিক নেতারা এবং মানবাধিকার সুরক্ষাকর্মীরা হুমকি, অপরাধী হিসেবে চিহ্নিতকরণ ও প্রায়ই সহিংস দমননীতির সম্মুখীন হন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ২০২২ সালে দায়ের করা লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মি: রিংরং ম্রো নামে একজন আদিবাসী সুরক্ষাকারীকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করা হয়। রাবার কোম্পানি কর্তৃক আদিবাসীদের পূর্বপুরুষের ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকালে ম্রো ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে 'বেআইনি সমাবেশ এবং আগুন বা বিস্ফোরক বস্তু' দিয়ে অনিষ্ট করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তাকে বান্দরবান জেলা কারাগারে আটক রাখা হয় এবং ২৮ মার্চ ২০২৫ জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলো এই গ্রেপ্তার ও আটকের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার সুরক্ষাকারী ও আদিবাসী সামাজিক নেতাদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিতকরণ সহ আইনি নিপীড়নের ক্রমবর্ধমান ধারার বিষয়ে স্পেশ্যাল প্রসিডিউরগণ কর্তৃক গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের বরাবরে লিখিত যৌথ অভিযোগপত্রাবলীতে, তারা জোর দিয়ে বলেন যে, এই ধরনের কার্যক্রম ঐ অঞ্চলে মানবাধিকারের কাজকে গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

এছাড়া যৌথ অভিযোগপত্রাবলীতে ভূমি বেদখলের অভিযোগে অভিযুক্ত একটি প্রাইভেট কোম্পানি কর্তৃক দায়ের করা অভিযোগে স্থানীয় নেতা রিংরং ম্রোকে একতরফা গ্রেপ্তারের বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। যেহেতু এই ভূমি বেদখল সরাসরি স্বায়ত্তশাসন ও ভূমির উপর আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিতের অঙ্গীকার প্রদানকারী ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লংঘন করে, তাই এই গ্রেপ্তারের সময় ও উদ্দেশ্য অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে ধরে। এই আলোকে স্পেশ্যাল প্রসিডিউরগণ বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানায়, অন্যান্যের মধ্যে যাতে তারা তাদের কর্মপরিধির আওতাধীন

করণীয়সমূহ তাদের মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতাকে সম্মান করে তা নিশ্চিতকরণে এবং পরিবেশ ও ভূমি মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের, নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে তাদের সক্ষম করে গড়ে তুলে, সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ-কে সম্বোধন করে লিখিত আলাদা এক চিঠিতে, জাতিসংঘের মানবাধিকার ম্যান্ডেটধারীগণ ভূমি বেদখল, জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা পার্বত্য চুক্তি লংঘন করে ৩,৫০০ একর ভূমি বেদখল এবং জল দূষিত করার মাধ্যমে আদিবাসীদের হুমকি, আদিবাসীদের ভূমি জোরপূর্বক দখল করার জন্য বহিরাগত শ্রমিকদের ভাড়াকরণ ও চাষের জমিতে অগ্নিসংযোগকে উল্লেখযোগ্যভাবে তুলে ধরেন। ফলে স্থানীয় সম্প্রদায় খাদ্য ও পানি সংকটের সম্মুখীন হন, যেগুলি মানবাধিকারের প্রচেষ্টাগুলির মাধ্যমে উপশম করা সম্ভব ছিল না।

স্পেশ্যাল প্রসিডিউরগণ লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজকে আহ্বান জানান যে, যাতে তারা ভূমি বিরোধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আইনি বাধ্যবাধকতাসমূহ শ্রদ্ধা করতে এবং তাদের কার্যক্রমের প্রতিকূল মানবাধিকার প্রভাব প্রশমনে ও প্রতিকারে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা গুরুত্বসহকারে স্বীকার করেন যে, 'আদিবাসীদের সম্মতি ব্যতিরেকে পূর্ববর্তী ভূমি অধিগ্রহণ ও লীজসমূহ ছিল অন্যায্য এবং ঐ ভূমি ইহার প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।'

মানবাধিকার সুরক্ষাকারীদের পরিস্থিতি সংক্রান্ত স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর, একতরফা আটক সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের যোগাযোগ বিষয়ক ভাইস-চেয়ার, মানবাধিকার ও আন্তঃজাতীয় কর্পোরেশন এবং অন্যান্য ব্যবসায় উদ্যোগ-এর বিষয় সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ার-র‍্যাপোর্টিউর, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার-এর উন্নয়ন ও সুরক্ষা সংক্রান্ত স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সমিতি-এর স্বাধীনতার অধিকার সংক্রান্ত স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর প্রমুখ জাতিসংঘের স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর ও ওয়ার্কিং গ্রুপ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক অভিযোগপত্রসূহ প্রেরণ করা হয়।

চার আন্তর্জাতিক অধিকার গ্রুপ পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে

চারটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল এবং সংশ্লিষ্ট স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউরদের নিকট ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলি হলো– মাইনোরিটি রাইটস গ্রুপ (এমআরজি), ইন্টারন্যাশনাল চিটাগং হিলট্র্যাক্টস কমিশন (সিএইচটি কমিশন), ফিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস অ্যাফেয়ার্স (ইবগিয়া)।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ৬০তম অধিবেশন চলাকালে 'আইটেম ৩: জেনারেল ডিবেট' বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় উক্ত চার আন্তর্জাতিক অধিকার সংগঠনের পক্ষে স্টেফানিয়া ক্যারার এই দাবি জানান।

স্টেফানিয়া ক্যারার তার বক্তব্যে বলেন, আদিবাসী অধিকার বিষয়ক স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বীকৃতির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করছেন। আমরা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক সম্মুখীন ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্যের প্রতি জরুরি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। দেশটির স্বাধীনতার পর থেকে একের পর এক সরকারসমূহ আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি-মুসলিম পরিচিতির সাথে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করার নীতিমালাকে অনুসরণ করে আসছে।

এর মধ্যে রয়েছে, সাংবিধানিকভাবে একক বাঙালি জাতীয়তার পরিচয়কে চাপিয়ে দেওয়া, আদিবাসীদের মর্যাদার অস্বীকৃতি, এবং আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ব্যবস্থা অবদমন। রাষ্ট্র অব্যাহতভাবে আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের অধিকারকে অস্বীকার করে 'আদিবাসী' অভিধা ব্যবহারে বাধা প্রদান করছে।

সেনাসমর্থিত বসতিদান কর্মসূচির দ্বারা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, যা আদিবাসী সম্প্রদায়কে বাস্তুচ্যুত করেছে। স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ব্যতীত সামরিকায়ন, পর্যটন ও ধর্মীয় অবকাঠামোর কারণে আদিবাসীদের ভূমি দখল করা হচ্ছে, যার ফলে তাদের খাদ্যের অধিকার সহ তাদের মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে। এই ভূমি বেদখলের সাথে রয়েছে ইসলামিক নাম দিয়ে গ্রাম ও স্থানসমূহের নতুন নামকরণ সহ সাংস্কৃতিক উচ্ছেদ।

এছাড়া শিক্ষা ও কল্যাণের ছদ্মবেশে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত ও দরিদ্র এলাকাসমূহে আদিবাসী শিশুদের জোরপূর্বক ধর্মান্তর করার ভয়াবহ রিপোর্ট রয়েছে।

আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন ও তাদের অধিকারের অঙ্গীকার দিয়ে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিটি অধিকাংশই অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে।

পরিশেষে, উক্ত চার সংগঠনের পক্ষে স্টেফানিয়া ক্যারার পার্বত্য চুক্তিটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশকে আহ্বান জানাতে মানবাধিকার পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউরদের নিকট দাবি জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৯ জুলাই ২০২৫ সকাল ১১ ঘটিকায় রাঙ্গামাটিস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিশ্রামাগারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক ও অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির অপর দুই সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সুদত্ত চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব কংকন চাকমা, উপ-সচিব মঙ্গল চন্দ্র পাল ও উপ-সচিব সামছুল হক।

উক্ত সভায় বিগত ৯ম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন এবং সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের বিষয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে টাস্কফোর্স কর্তৃক ইতিমধ্যে পরিচিহ্নিত পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা এবং টাস্কফোর্সের সদস্য-সচিব পদে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের পরিবর্তে টাস্কফোর্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ এবং ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়নের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়নের জন্য পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে খসড়া বিধিমালাটি ভূমি মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক কার্যাবলী হস্তান্তর সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে প্রধান করে এবং আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে সদস্য হিসেবে নিয়োগ করে উক্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির অফিস স্থাপন ও জনবল নিয়োগের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ সদস্য বিশিষ্ট জনবল নিয়োগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিগত ৯ম সভায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে করার প্রস্তাব ১০ম কমিটির সভায় বাতিল করা হয়। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর তবেই ক্যাডেস্ট্রাল সার্ভে করা যাবে বলে পর্যালোচনা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সকাল ১১টা থেকে প্রায় আড়াই ঘন্টাব্যাপী সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ২/৩ মাসের পর কমিটির সভা আবার অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ। আগামী তিন বছর মেয়াদের জন্য তিনি এই পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

গত ২৮ আগস্ট ভূমি মন্ত্রণালয়ের জরিপ-২ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ নিয়োগের কথা জানানো হয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ অনুযায়ী বিচারপতি হাফিজকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ে আপিল বিভাগের বিচারপতির সমান বেতন, ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তবে তাঁর প্রাপ্য পেনশন সুবিধা দায়িত্বকালে স্থগিত থাকবে এবং পরবর্তীতে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের পাঠানো অনুলিপি অনুযায়ী, এ সংক্রান্ত চিঠি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সুপ্রিম কোর্ট, আঞ্চলিক পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কমিশনের সচিবকেও প্রজ্ঞাপনের কপি পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন ২০০১ সালের আইনের আওতায় গঠিত হয়। এ কমিশন পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘদিনের জমি-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্বে নিয়োজিত।

> “আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*”

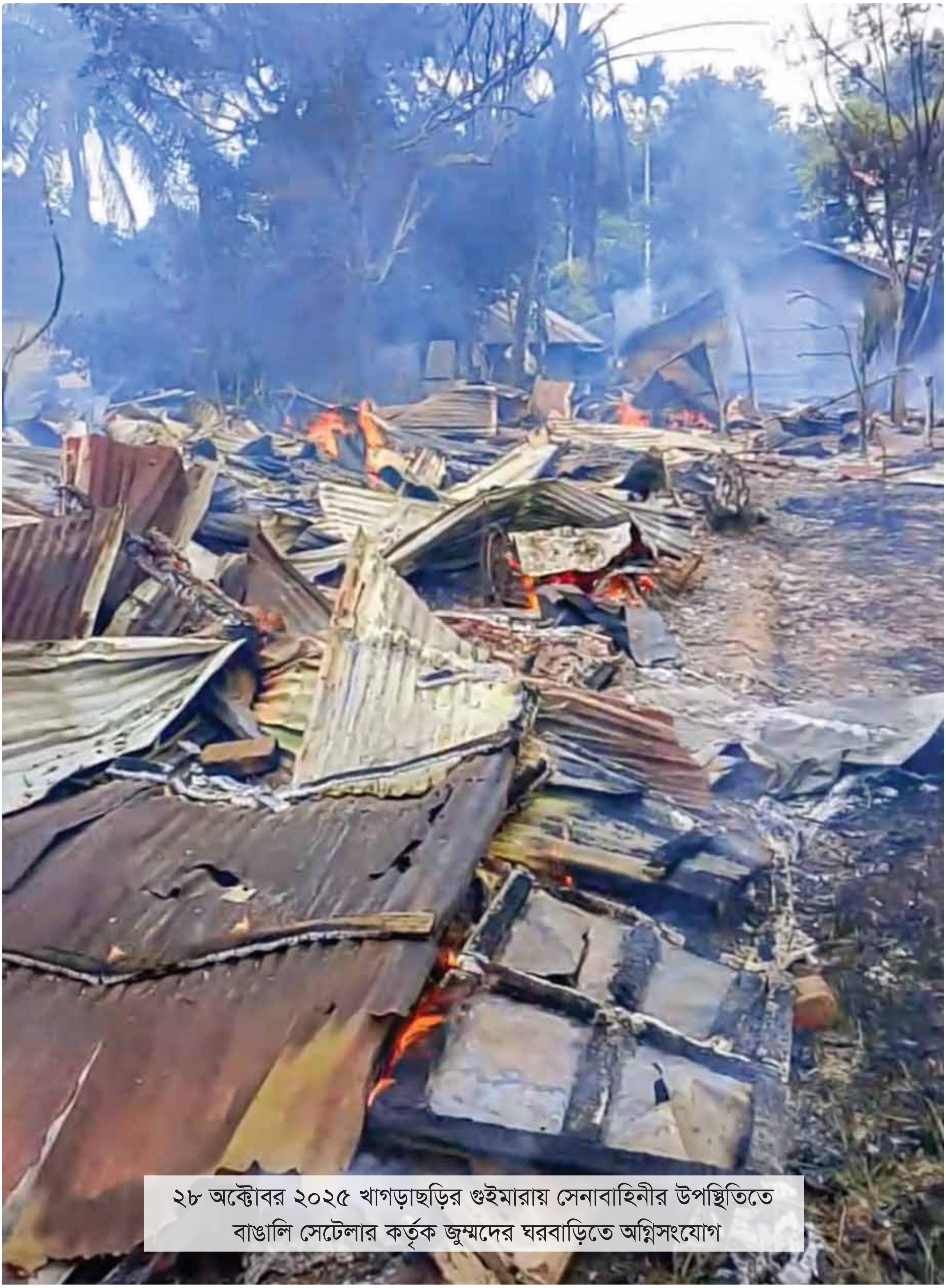

২৮ অক্টোবর ২০২৫ খাগড়াছড়ির গুইমারায় সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে
বাঙালি সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org